ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদি স্থিতেন।
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥

জেরিনা

ঐতিহাসিক বিয়োগান্ত নাটক।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ সরকার প্রণীত।

শ্রীদেবকণ্ঠ বাগচি কর্ত্তৃক সুরলয়ে গ্রথিত।

(মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনয়ার্থে)

১লা ডিসেম্বর—প্রথম অভিনয় রজনী

১৯০০ সাল।

সাথী প্রেস—কলিকাতা

প্রকাশক—শ্রীকেদারনাথ সেনগুপ্ত।

মূল্য ৷৷৹ আনা মাত্র

নাট্যোক্ত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

সাজাহান	...	দিল্লির সম্রাট
আয়সান	...	জনৈক পিতৃ মাতৃহীন যুবক (বাঁদীবেশী)
জোরি	...	জনৈক বান্দা

খোজা, ফুলওয়ালা, গোলাপজল ওয়ালা দরবেশগণ, স্বর্গীয় দূতগণ, প্রহরীগণ ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

জেরিনা	...	সম্রাটের প্রধানা বেগম
গুলাব	...	ঐ অন্যতমা বেগম
রিজিয়া	...	জেরিনার সখী
সাহমী	...	জনৈক তাতারণী
গুলরোজ	...	গুলাবের সখী

সন্ধ্যাদেবী, গগনবিহারিণী নিশাচরীগণ, পিয়ারী, জিনি, পরীগণ, সখিগণ, বাঁদীগণ, ফুলওয়ালী ও গোলাপজল ওয়ালী ইত্যাদি।

জেরিনা

প্রস্তাবনা

পর্ব্বতগাত্রে নির্ঝরিণী।

সূর্য্য অস্তাচলগামী—ধীরে ধীরে সন্ধ্যাদেবীর আবির্ভাব।

সন্ধ্যাদেবীর গীত।

হ'ল দিন অবসান।
দিনমণি অদর্শনে কমলিনী ম্রিয়মান।
কুমুদিনী আমোদিনী,
হাসিছে ঐ প্রমোদিনী,
পিবে সুধা সুধাকরে তাই খুলিছে বয়ান।
কেউ কাঁদে কেউ হাসে উল্লাসে বিভোরা প্রাণ।

তারারাজি সহ নিশানাথের উদয়।

গগনবিহারিণী নিশাচরীগণের আবির্ভাব ও গীত।

বিভাবরী সমাগমে চলোলো রঙ্গে রঙ্গিণী।
নাচাব কাঁদাবো হাসাব মাতাব আয়লো আয় সঙ্গিনী।
রঙ্গে ভঙ্গে ভ্রমিব ভুবন,
ভ্রূভঙ্গে ভুলিবে ভব-জন-মন,
প্রেমিক-প্রেমিকা নায়ক নায়িকা হবে আমোদী আমোদিনী
উল্লাসে গাইবে বিচ্ছেদে কাঁদিবে করি এ রঙ্গ মোরা রঙ্গিণী
নিশিথিনী সনে করি বিচরণ,
বিজনে বিপিনে প্রাসাদে গমন,
অনাথ কুটীরে-বিলাস মন্দিরে-শ্মশান সাগরে পর্ব্বত কন্দরে
অনিলে সলিলে বিহারিণী।
শাস্তি অশান্তি জীবের নিয়তি নেহারি রঙ্গে, সঙ্গে যামিনী।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।—আরামবাগ—মতিমহল।

বাঁদীগণের গীত।

(নাগরী) তোর চাঁদ মুখেতে কেন কেন মধুর হাসি নাই
হৃদয় রতন না হেরে সই—বিমন বুঝি তাই।
তোর নাইকো প্রেমের জোর,
নাগর হয় নাকো বিভোর,
প্রাণ না নিয়ে প্রাণ দিয়েছ, কাঁদছ এখন তাই!
বুঝতে নারি—মোরা নারী—তোমার প্রেমের বাই।

রিজিয়া।—বেগম সাহেব! আপনি এত বিমর্ষ হলেন কেন? সসাগরা ধরণীর ঈশ্বর যার চরণে বাঁধা, তার মনে আবার কিসের দুঃখ? বল সই! প্রাণ খুলে বল, তোমার প্রাণে কিসের ব্যথা, আমায় বল, আমি তো ঐ চরণের দাসী, দাসীকে প্রাণের কথা বল্‌তে কুণ্ঠিত হয়ো না।

জেরিনা।—সখি! ও কথা বোল'না, আমায় অপরাধী কর'না আমি ভুবনেশ্বরের চরণের দাসী, আমার ভাগ্য অতি উচ্চ, তাই সাহান্‌সা আমায় শ্রীচরণের বাঁদী করেছেন, আমি প্রতি পলে, প্রতি মুহূর্তে, ঈশ্বরের নিকট করজোড়ে প্রার্থনা

কচ্ছি, যেন জাঁহাপনার কৃপা মরণাবধি সমভাবে থাকে; সখি! মনে ভাব তাঁর কত শত ভুবনমোহিনী সৌন্দর্য্য-শালিনী বেগম রয়েছে,—তবু তিনি তাদের ছেড়ে, আমায় নিয়ে থাকেন, এ তাঁর অতুল কৃপা, তিনি করুণার ঈশ্বর, তাঁর কৃপার সীমা নাই।

রিজি।—তবে সখি তুমি মলিন হও কেন?

জেরি।—সখি! তাকি বোঝ না,—নিশানাথের বিরহে কুমুদিনী যেমন মলিনী হয়, আমিও সেইরূপ আমার প্রাণপতির অদর্শনে বিমনা, শ্রীহীনা। সখি! তিনি এই দীন হীনা বাঁদীকে কৃপায় রাজরাণী ক'রেছেন, যদি তিনি আমায় পত্নীরূপে গ্রহণ না কর্ত্তেন, তাহ'লে কালের ভীষণ স্রোতে কোথায় মিশিয়ে যেতুম তার কিছুই স্থির হতো না। তিনি আমায় তাঁর বিশাল হৃদয়ের একমাত্র অধিকারিণী ক'রেছেন, তার প্রতিদান আমি কি কর্ত্তে পেরেছি? এ ক্ষুদ্র প্রাণ ভিন্ন আর আমি তাঁকে কি উপহার দেব? আমার কি শক্তি যে তাঁর মনোরঞ্জন করি! তবে তিনি কৃপায় আমায় পদে স্থান দিয়েছেন তিনি পরম প্রেমিক! প্রেমের চক্ষে তিনি আমায় সুন্দর দেখেছেন, তাই তিনি আমায় ভাল-বেসেছেন। তাঁর রূপে আমার প্রাণ ভরে গেছে, তাঁর ভালবাসায় আমি আপনাকে হারায়েছি। তাঁর কৃপায় আমি আজ নারীকুলের শ্রেষ্ঠ হ'য়েছি, এ আমার গৌরবের কথা, সই! মনে হয় সদাই তাকে মুখে মুখে, বুকে বুকে

রাখি। এক পলও তাঁকে চোখের অন্তরাল হতে দিতে প্রাণ যেন কেমন করে। আজ তাঁর সকাল সকাল দাসীকে দর্শন দিতে আসবার কথা, কিন্তু কি জানি, কেন এখনও এলেন না। তাই সই প্রাণ কাঁদছে,—সই আমার প্রাণে সদাই উদয় হয়—যেন কে আমার হৃদয় পিঞ্জর ভেঙ্গে আমার প্রাণ পাখীকে কেড়ে নেবে! সই! তাই তাঁর অদর্শনে প্রাণ অস্থির হ'চ্ছে।

বাঁদীগণের গীত।

প্রাণ খুলে সই প্রাণের কথা বলিস্ নাগরে।
(তোর) প্রাণের বেদন রবেনাকো ভাস্‌বি সুখ সাগরে॥
ঈষৎ হাসি হেসে মুখে,
নয়ন বাণ হান্‌বি বুকে,
মরম বিঁধে—প্রাণ কেড়েনে রাখিস্ সদা অঘোরে।
বাঁধ্‌বি জোরে প্রেমের বাঁধন ঝর্‌বে বারি পাথরে।

খোজার প্রবেশ

খোজা।—বেগম সাব! বাদসাহ আপ্‌কো মহাল্‌মে আতেহেঁ।

জেরি।—জাঁহাপনাকে গিয়ে দাসীর সেলাম দাও, আর বোলো, দাসী তাঁর অদর্শনে বড়ই কাতরা হয়েছে, অতি সত্বর দাসীকে একবার দর্শন দিতে আজ্ঞা হয়।

খোজা।—যো হুকুম, বেগম সাব! সেলাম।

প্রস্থান

বাঁদীগণের গীত।—

ওলো! কেন ধনি, বিষাদিনী এসেছে নাগর।
পারিস্ যদি রাখ্‌তে বেঁধে বুঝ্‌ব তবে প্রেমের জোর
প্রেমের হারে প্রেম শিকলে,
রাখ্‌বি বেঁধে ছলে বলে,
(যেন) ফাঁকি দিয়ে না যায় চলে, চতুর মন চোর;
নাগরের বদন দেখে—আপন ভুলে হস্‌নিকো বিভোর।

(বাঁদীগণের প্রস্থান)

সাজাহানের প্রবেশ।

জেরি।—সম্রাট! বাঁদীর সেলাম নিন্, দাসী কি চরণে কোন অপরাধিনী হ'য়েছে? তাই জাঁহাপনার আজ এত বিলম্ব?

সাজা।—জেরিনা! তোমার রূপ সাগরে আমি দিবা রাত্র ডুবে আছি, কখনও তো তোমা ছাড়া নই, তবে পিয়ারা! একথা কেন?

জেরি।—ভারত ঈশ্বর! আম্রার হৃদয় ঈশ্বর! বাঁদীর আশা বড় অধিক, দাসীর বাসনা আপনাকে কখনও চক্ষের অন্তরাল কর্ত্তে না হয়। জনাব! বাঁদীকে পায়ে স্থান দিয়েছেন, তাই তার প্রাণের আশা সীমা অতিক্রম ক'রেছে,তাই সে তার হৃদয় রাজ্যের রাজাকে—সদাই হৃদি সিংহাসনে বসিয়ে রাত্রি দিন পূজা করে। হৃদয়েশ্বর! দাসীর বাসনা কি পূর্ণ হবে?

সাজা।—বিবি সাহেব! এতো অতি তুচ্ছ বিষয়, সসাগরা পৃথি-

বীর ঈশ্বর যাঁর প্রেমপাশে আবদ্ধ, তার প্রাণে কখনো কোনও আশা অপূর্ণ থাক্‌তে পারে না। জানি! এ বিশাল হৃদয়ের মধ্যস্থলে তোমায় রাণী করে রেখেছি, তোমায় কত ভালবাসি তাকি তুমি বোঝ না? তাকি তুমি জাননা?

জেরি।—জাঁহাপনা! আপনার মুখের কথায় দাসী আকাশের চাঁদ হাতে পেলে, জনাব! প্রাণ বোঝে না, তাই আপনাকে বার বার জ্বালাতন কচ্ছি, অধীনীর অপরাধ মার্জ্জনা করবেন।

সাজা।—জানি! তোমার বাঁদীরা সব কোথায়? তাদের ডাকাও সাহানসার বেগমের গৃহ নৃত্য গীত শূন্য থাক্‌তে পারে না।

জেরি।—খামিন! এখুনি তাদের ডাক্‌ছি, আপনার আজ্ঞায় তারা, দেল্‌খোস হয়ে নৃত্য গীতে আপনাকে খুসী ক'র্‌বে। রিজি!—রিজি!—

রিজিয়ার প্রবেশ।

রিজি।—বেগম সাহেব! কি আজ্ঞা হয়?

জেরি।—তোমার বাঁদিদের নিয়ে এখানে এস।

রিজি।—বেগম সাহেবের হুকুম এখুনি তামিল হবে।

সাজা।—পিয়ারী! তাতারণীকে সিরাজী আন্‌তে হুকুম করো।

জেরি।—সম্রাট! দাসী আপনার জন্যে সবই পূর্ব্বাহ্নে প্রস্তুত করে রেখেছে। আজ্ঞা পেলেই স্বর্ণ পাত্রে—গুলাব সিরাজী ঢেলে দিই!

সাজা।—জানি! তুমি দেবে এতো আমার সৌভাগ্য।

জেরি।—নাথ! বাঁদীকে ও কথা বল্‌বেন না, ও কথায় দাসী প্রাণে দারুণ বেদনা পায়।

(জেরিনা কর্ত্তৃক বাদসাহকে সিরাজী প্রদান ও বাদশাহের সিরাজী পান)

সাজা।—জানি! আমি অনেক সিরাজী পান ক'রেছি, কিন্তু এরূপ সুগন্ধ ও সুমিষ্ট সিরাজী কখনও পান করি নাই; বিবি সাহেব! তুমি একটু পান কর।

জেরি।—বাঁদী চরিতার্থ হ'ল।

(সিরাজী পান)

সাজা।—গান লাগাও! গান লাগাও!

রিজি।—যো হুকুম জনাব!

বাঁদীগণের প্রবেশ ও গীত—

উড়ে যাও অলি, কেন মিছে কর জ্বালাতন?
তুমি নানা ফুলে বেড়াও উড়ে চতুর রতন!
সবার প্রাণ হরণ করে,
ফের নানা রূপ ধরে,
ছলে লুটে কলির মধু কর অযতন;
তোমার রূপে ভুলে অধীর হয়ে ম'জবনা কখন।

সাজা।—বাহবা! বাহবা! বহুত খুসী, বহুত খুসী। জানি! তোমার মধুরকণ্ঠে একটী গান শোনাও!

জেরি।—সাহাজাদা! যথা আজ্ঞা।

জেরিনার গীত

নাথ! তোমায় বাসি ভাল হৃদয়ে—হৃদয়ে।
সদা সাধ মনে,
নিশি দিন থাকি সদা মুখ পানে চেয়ে॥
তব প্রেম আলাপনে,
হারাই আপন প্রাণে,
কি জানি কি স্রোতে টেনে কোথা যায় ল'য়ে—
রব তোমা হৃদে ধ'রে—সকল বেদনা স'য়ে॥

সাজা।—জানি! আমি তোমার গীত শুনে আত্মহারা হ'য়েছি।

জেরি।—সাহান্‌সা! দাসীর কি শক্তি যে আপনার মন পরিতুষ্ট কর্ত্তে পারে, তবে যে আপনি আমার গীত শ্রবণে মোহিত হ'য়েছেন, সে কেবল আপনারই মহত্ত্ব! সে কেবল আপনার অতুল ভালবাসার গুণ, নাথ! আপনার প্রেমালাপে আমার নারী জীবন সার্থক হোল! ধন্য আমি আর ধন্য আমার জনক জননী,—কিন্তু জীবিতেশ্বর! প্রাণে আমার এই দুঃখ যে আজ্ তাঁরা পরলোকে; আজ্ যদি

তাঁরা জীবিত থাক্‌তেন তা হলে তাঁদের সুখের সীমা থাক্‌তো না,—হায়,—হায়,—সে সাধে খোদা আমার প্রতি বাদ সেধেছেন।

সাজা।—প্রিয়ে! জীবন মৃত্যু মানবের করায়ত্ব নয়,—খোদা যা করেন তার উপর কারও বিন্দু মাত্র ক্ষমতা চলেনা। আমি যে ভুবনের ঈশ্বর আমিও তাঁর কাছে পরাস্ত! আমি মানবের জীবন নিতে পারি, কিন্তু জীবনদান কর্ত্তে পারি না। আমিও সেই খোদার অধীন,—কালের প্রভাবে আমাকেও একদিন এই সাধের দুনিয়া ত্যাগ কর্ত্তে হবে।

জেরি।—জাঁহাপনা! আমার নিকট নিঠুর কথা বল্‌বেন না, ও হৃদয়ভেদী বাণী শুন্‌লে আমার মস্তকে বজ্রাঘাৎ হয়, প্রভু! আর কথনও বাঁদীর নিকট ওকথা প্রকাশ কর্ব্বেন না।

সাজা।—প্রিয়ে রজনী অধিক হ'য়েছে,—চল বিশ্রামার্থে শয়ন কক্ষে গমন করি। কল্য প্রভাতেই আমি মৃগয়ার্থে যাত্রা ক'রবো।

জেরি।—দিল্লীশ্বর! এ কথাতো আমায় বলেন্ নি? সত্যই কি কল্য প্রাতে রাজধানী ত্যাগ ক'র্ব্বেন?

সাজা।—কেন প্রিয়ে! এ সংবাদ তোমায় পূর্ব্বেই বলে রেখেছি, তোমার কি স্মরণ নাই?

জেরি।—প্রভু! দাসী আবার কবে সম্রাটের চরণ দর্শন পাবে?

সাজা।—পিয়ারে! সূর্য্যাস্তের মধ্যেই ফিরে আস্‌বো। তোমায় ছেড়ে কি সম্রাট থাক্‌তে পারে? পৃথিবীর সকল প্রিয়

বস্তুর বিরহ সইতে পারি—কিন্তু এ প্রাণ তোমার বিরহ ক্ষণকালও সইতে পারে না। বাঁদীগণকে আদেশ কর আর একটী গীত শুনিয়ে ওরা সকলে বিশ্রামার্থে প্রস্থান করুক।

রিজি।—জাঁহাপনার আদেশ শিরোধার্য্য!

বাঁদীগণের গীত।

প্রেমের এ যুগল রতন দেখ্‌বি যদি আয়।
(এমন) প্রেমের মেলা প্রেমের খেলা আর আছে কোথায়?
এ প্রেমে নাইকো ছলনা,
এ প্রেমে নাইকো বেদনা,
যে প্রেমে মজ্‌তে জানে সেই তো মজে প্রেম সবারে গলায়।
প্রাণের গুণে প্রেম রতনে প্রেমিকাতে পায়।

গীতান্তে সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য—রাজোদ্যান।

আয়সান।

আয়।—খোদা! আরতো পারিনা, জীবন যে পুড়ে ক্ষাক্ হ'য়ে গেল। আশার আশ্বাসে বুক বেঁধে রাজ অন্তঃপুরে বাঁদীর বেশ ধরে—বাঁদীর বাঁদী হ'য়ে আছি। কেউ যদি

জান্‌তে পারে তা হ'লে জীবন পলকে ধুলি সনে মিশিয়ে যাবে, দিল্লীশ্বরের ভীষণ কোপবহ্নি প্রজ্বলিত হ'লে, এ ক্ষীণ পতঙ্গ নিমিষে ভস্মীভূত হবে। কিন্তু মন যে কোন মানা মানেনা, প্রাণ যে আশার উচ্ছ্বাসে, পলে পলে উথ্‌লে উঠ্‌ছে, সে প্রবাহের অবিরাম গতি কি ক'রে রোধ কর্ব্বো? আমি তো আর আমার নই! জীবনের প্রারম্ভে জেরিনাকে নিয়ে, দিবারাত্র একসঙ্গে কাটিয়েছি, একত্রে আহার, একত্রে শয়ন, একত্রে বিচরণ—সবই যে প্রাণে একত্রীভূত হয়ে আছে। দুজনেই বয়প্রাপ্ত হলুম, দুজনেরই পিতামাতা উভয়ের পরিণয়ে মত কল্লেন, কিন্তু হাঃ দুরদৃষ্ট! কোথা থেকে এক প্রবল ঝটিকা এসে সবই নিঃশেষ কল্লে, উভয়ের পিতামাতা কালের অনন্ত গ্রাসে পতিত হোল! সব ফুরাল,! জেরিনাকে উজির এসে সম্রাটের জন্য ক্রয় ক'রে নিয়ে গেল, সে তার সরলতা গুণে, তার উন্মুক্ত যৌবনের অতুল রূপরাশিতে আজ ভুবনের সমস্ত ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী, সম্রাট পত্নী; আর আমি দীন হীন পথের ভিখারী! খোদা! তাতেও আমার সুখ ছিল, যদি জেরিনাকে হৃদয়ে ধ'র্ত্তে পেতুম!! খোদা! একি কল্লে? জীবনে আমার আর কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু কোথা হতে আশা এসে উৎসাহ দিয়ে, বাঁদী সাজিয়ে রাজ অন্তঃপুরে থাক্‌তে উপদেশ দিলে, কিন্তু আরতো পারি না? আজন্মের আশা হৃদয়ের একমাত্র উপাস্য দেবীকে সম্মুখে রেখে, আত্ম

পরিচয় গোপন ক'রে কে থাকতে পারে? প্রাণ বলে, বলি বলি. কে যেন মুখে চাপা দেয়! আর সয় না! আর সইবো না, তার কাছে পরিচয় দেব,—তার পায়ে ধরে কাঁদবো, শেষ অদৃষ্টে যা থাকে তাই হবে—কল্যাই উত্তম অবসর!

(প্রস্থান)

জিনী ও পরীগণের বৃক্ষ হইতে অবতরণ ও গীত।

ছিপায়কে আম্মাই কি জামূকি দরূদ স্যাহি হ্যায়,
বেগানা আউরৎকে লিয়ে জান দেনে তৈয়ার হ্যায়।
ম্যায় তো দেখা হাজারেঁ— ভুজ্যরা দেখ্‌লে পেয়ারে,
আম্মাইমেঁ সুরৎ বদলকে নাদান বনে যাত্ হ্যায়।
এয়সা তমা কহুঁ ক্যায়া, ফাসা হ্যায় সারে দুনিয়া,
কসম খায়া তব্‌ভি কিয়া জব্‌তক্ খাক্ নেহি হোয়॥

তৃতীয় দৃশ্য।—রাজপথ।

ফুলওয়ালা ও ফুলওয়ালীর প্রবেশ ও গীত।

উভয়ে—চলে আয় এ টাট্‌কা গোলাপ নিয়ে যা কিনে,
স্ত্রী—তোয়াজেতে তৈয়ারী এ ফুল বেচিনা প্রেমিক বিনে।
পু—অতি সারি মাটি, তায় পরিপাটী বসান চারা,
স্ত্রী—তাই ফুটেছে ফুল, কয়ে প্রাণকুল, সুবাস মনহরা,

পু—এ ফুলে বসেনি অলি, টাট্‌কা কলি আপ্‌নি ফুটেছে,
স্ত্রী—মধুরতা প্রাণ হরা শুমোরে আপনি মরা,
দেখলে ফুলে আপন ভুলে যারা প্রেমে ম'জেছে॥

ফুলওয়ালা।—চলে আয় কে নিবি টাট্‌কা তোড়া,
এ ফুলের বাসে, প্রেমিক নাগর আপনি আসে।

ফুলওয়ালী।—রাস্তাতে তোর জন্যে প্রেমিক—প্রেমিকা ছড়াছড়ি যাচ্ছে নয়? চল, বেগম মহলে চল।

ফুলওয়ালা।—ঠিক্ বলেছিস্! সেথায় ফুল পরবার অনেক জেনানা আছে। চল—চল—সেথায় যাই।

গোলাপজল ওয়ালা ও গোলাপজল ওয়ালীর প্রবেশ ও গীত।

উভয়ের গীত।

প্রাণ হরা এ গোলাপ পানী এনেছি সেরা।
টাট্‌কা ফুলের টাট্‌কা রসে আছে এ কার্ব্বা পোরা
কুঁড়ি যখন ছিল এ ফুল,
জুট্‌তো কত অলি কুল,
রেখে—চোখে চোখে কলি, তাড়িয়ে অলি,
যতনেতে চয়ন করা।
যুবা নারী আয় নিয়ে যা,
(আছে) প্রেম ক'রে যার মাথা ঘোরা;

গোলাপওয়ালা।—চাই বসোরার টাট্‌কা গোলাপজল। যার মাথা ঘোরে, প্রাণ হু হু করে, তারা এ পানী মাথায় মাথ্‌লেই মাথা ঘোরা ভাল হবে, আয় খদ্দের চলে আয়!

(প্রস্থান)

দরবেশগণের প্রবেশ ও গীত।

ইস্‌ দুনিয়াকী দুনিয়াদারী দেখ্‌লেও দুনিয়াদার,
সাচ্চাই মিলে এক ন্যাঁহি ইস্‌মে, মিল্‌তে গুণাহাগার।
ইয়ে এক আজব খেল খোদাই,
সমঝে কোন ইসে মেরে ভাই,
কৈ সাহ কৈ চোর বনা হ্যায়, কৈ বনা দিল্‌দার।
কৈসে শিঁরি জোবান, কৈ সে কড়া জোবান,
কৈ বারিক বিন্‌, কৈ নক্সনাস, কৈ হুঁয়া তাবেদার।

(সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য—জেরিনার কক্ষ।

জেরিনা উন্মুক্ত বাতায়নপথে গালে হাত দিয়া দণ্ডায়মানা ও গীত

আশায় দিবস গেল হৃদি নিধি কই আমার!
বিরহে দহিছে প্রাণ বাড়িছে যাতনা ভার॥

প্রণয়ে এত বেদনা,
ছিল না তো আগে জানা,
আমার সুখের স্বপন স্বপ্ন হল দুখ যে হয় সার—
কি জানি কার হৃদে শোভে, মম হৃদি হার ॥

জেরিনা।—এইতো দিন ফুরাল, আজও কেটে গেল, কৈ আমার জীবনাধার কৈ? নীলাম্বরে চাঁদ উঠেছে, সরোবরে কুমুদিনী ফুটেছে, আমার প্রাণকান্ততো আমার হৃদয় সরোবরে ফুটে উঠলেন্ না? তবে কি তিনি আমায় ভাল বাসেন্ না? শুধু কি তার মুখের ভালবাসা? অন্তরে কি তিনি আমায় স্থান দেন নি? ওঃ একথা ভাব্‌তেও যে আমার মস্তিষ্ক বিচঞ্চল হয়। তিনি আমায় মৃগয়ায় যাবার সময় বলে গেলেন সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে ফির্‌বো! কৈ? সে কথাতো রাখ্‌লেন না? তবে প্রাণ কার তরে উন্মাদিনী হয়েছ? এই নবীন যৌবন, এ বুকভরা ভালবাসা কি ছলনায় সমর্পণ ক'রেছ! আমায় কি শুধু হীরা মুক্তা প্রভৃতি অতুল ঐশ্বর্য্য ও দাসী বাঁদী দিয়ে ভুলিয়ে রেখেছেন। আমি রাজরাণী বটে, কিন্তু তাঁর প্রেমরাজ্যের রাণী হ'তে তো পারুম না, এই বিজন প্রদেশে বিহঙ্গিনীর ন্যায় আমায় আবদ্ধ করে রেখেছেন, কৈ যৌবনের আকাঙ্খা, প্রাণের পিয়াসা কিছুতেই মেটে না? তবে কি তিনি আমায় বার-বিলাসিনীর ন্যায় মনে স্থান দিয়েছেন? আমায় কি তাঁর

জীবন সঙ্গিনী বলে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করেন্ কি? তাঁর হৃদয় প্রস্তরবৎ মন! কেন তুমি প্রবোধ মাননা! মরুভূমিতে কি কখনও মন্দাকিনী প্রবাহিত হয়? শুষ্ক তরুবরে কি কখনও পুষ্পকলিকা মুঞ্জরিত হয়? প্রাণ তোমায় শতধিক! খোদা! রমণীর জীবন কি শুধু দাসীত্ব করবার জন্য সৃজন করেছ? আজ্ যেন কিছুতেই শান্তি পাচ্ছিনা, (অন্য দিকে চাহিয়া) তুই কেরে?

রিজি।—বেগম সাহেব! আমি আপনার দাসী রিজিয়া।

জেরি।—রিজি! তুই এখানে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছিস্ কেন?

রিজি।—দাসী আপনার দুঃখের ভাগ নিতে এসেছে, আপ্ নি সম্রাটের বিরহে একান্ত অধীরা হয়েছেন, সে জন্য আপনার মন্‌কে প্রফুল্ল ক'রবার জন্যে—এখানে অপেক্ষা কচ্ছিলুম, বাঁদীর যদি তাতে কোন অপরাধ হয়ে থাকে, বাদসাজাদী! দাসী বলে সে অপরাধ মার্জ্জনা করুন। আপনাকে আমি বড় ভাল বাসি, তাই আপনাকে ছেড়ে থাক্‌তে পারি না, আমার মন আমায় ব'ল্লে যে বেগম সাহেব শান্তিহীন হয়েছেন, তুই গিয়ে তাঁর চিত্ত বিনোদন কর, দাসী তাই ছুটে এসেছে।

জেরি।—দেখ্ রিজি! আজ্ আমার মনটা বড়ই চঞ্চলা হ'য়েছে, তাই তোকে ডাক্‌তে ভুলে গেছি, আজ্ আমার একা থাক্‌তে ইচ্ছা হচ্ছে, তুই যা, ও ঘর থেকে আমার বীণ্‌টা নিয়ে আয় দিকিন?

রিজি।—দাসী অগ্রসর হয়েছে।

(প্রস্থান ও বীণ লইয়া পুনঃপ্রবেশ)

জেরি।—(সুর বাঁধিতে বাঁধিতে) আ মোলো! এটাও যে বিগড়ে গেছে, দূর হোক্, আজ্ যেন সবই তিক্ত বোধ হ'চ্ছে, রিজি! তুই এখন যা, সেই নূতন বাঁদীকে এখানে পাঠিয়ে দে। সে বেশ গায়, তুই একটু বিশ্রাম করগে, আমি না ডাক্‌লে আমার কাছে আসিস্ নি।

রিজি।—(স্বগতঃ) খোদা! আজ্ একি হোল? বেগম সাহেব এমন হলেন কেন? আমায় কখনও তো ওঁর কাছ ছাড়া হতে দেন নি! সহসা একি ভাব! কিছুই তো বুঝ্‌তে পাচ্ছিনি; আমি ক্ষুদ্র, মতিহীনা নারী, খোদা! তোমার খেলা আমি কি ক'রে বুঝ্‌বো?

জেরি।—রিজি! কি ভাবছিস্? যা না, এখনও দাঁড়িয়ে আছিস যে? যাকে পাঠিয়ে দিতে বল্লুম, তাকে সত্বর এখানে পাঠিয়ে দে।

রিজি।—বেগম সাহেব! আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য! আমি চল্লুম, দাসীর সেলাম গ্রহণ করুন;—খোদা! (প্রস্থান)

আরসানের প্রবেশ।

জেরি।—আরসান্! তুই আজ্ আমার সাথে দেখা করিস্ নি কেন?

আর।—বিবি সাহেব তো বাঁদীকে এখানে তলব করেন নি, বিনা হুকুমে কি ক'রে আস্‌বো?

জেরি।—তুই আস্‌বি তার আর হুকুম কি? তুই জানিস আমি সব চেয়ে তোকে পিয়ার করি?

আয়।—সে আমার ভাগ্য! আর বেগম সাহেবের কৃপা।

জেরি।—তুই এখন কি বাজিয়ে গান গাইবি বল? বীণ্ বাজাবি, না সেতার বাজাবি?

আয়।—(হাসিয়া) বেগম সাহেবের যা শুন্‌তে ইচ্ছা হয় তাই বাজাবো।

জেরি।—আয়েসা! তুই আজ কতদিন হ'ল এখানে এসেছিস্,—কিন্তু তোর মুখে এক দিন একটু হাসি দেখ্‌তে পেলুম না।

আয়।—দীন দুঃখীর আবার হাসি কেন? বাদীর কি হাসতে আছে বিবি সাহেব?

জেরি।—কেন গরিব হ'লে হাস্‌তে মানা? আমি তো তোকে কখনও পর ভাবি না। তোকে আমি বড় ভালবাসি, তুই কি বুঝ্‌তে পারিস্ নি? আমি তো কখনও তোর প্রতি দাসীর ন্যায় ব্যবহার করি না। তবে তুই সদাই মলিনা হয়ে থাকিস্ কেন?

আয়।—বেগম সাহেব! আপনার বদনে বিষাদের চিহ্ন কেন? আপনার হৃদয়ে কি এমন ব্যথা আছে যার জন্য আপনার সুন্দর শশধর সদৃশ বিমল মুখখানীতে দুঃখের ছায়া পড়েছে?

জেরি।—তোর মত কি আমি সদাই মলিন মুখে থাকি? তা নয়; তবে সাহান্‌সার জন্তে প্রাণ বড় অস্থির হয়েছে, আজ

প্রায় দুই দিবস অতীত হয় তবু তিনি প্রত্যাগমন ক'ল্লেন না কেন, তাই প্রাণ চঞ্চল হয়েছে, তাই হৃদয়ে বেদনা অনুভব ক'চ্ছি। আয়সান্! তুই আমায় একটু সিরাজী ঢেলে দে দিকিন, আমার শরীর বড়ই অস্থির হ'য়েছে। দেখ, একটু গোলাপ মিশিয়ে দিস্ তা না হ'লে পান ক'ত্তে কষ্ট বোধ হবে।

আয়সান্ কর্ত্তৃক সিরাজী প্রদান

জেরি।—(সিরাজী পান করিয়া) আঃ প্রাণ যেন এখন একটু শীতল হোল। আচ্ছা আয়েসান্, তোর প্রাণে কিসের অভাব আমায় বল্‌বি? আমার যদি সাধ্য হয় আমি তৎ-ক্ষণাৎ তোর মন বাসনা পূর্ণ কর্‌বো।

আয়।—বেগম সাহেব! আমার প্রাণে দারুণ দুঃখ, নারী জীবনে প্রিয়জনের অভাবই অধিক দুঃখ। সেই দুঃখেই আমি দুঃখিনী।

জেরি।—আয়সা! তুই কি কাকেও ভালবাসিস্? আমায় বল, আমি অতি যত্নে তার সহিত মিলন করিয়ে দেব।

আয়।—আমি আপনাকে ভালবাসি আপনার দাসী হইতে চাই, এ ছলনার সংসারে আর কিছুই চাই না। শুধু আপনার পদ সেবা ক'র্ত্তে চাই।

জেরি।—দূর পোড়ার মুখি! আমি যে স্ত্রীলোক, আমায় ভাল বাসিস্ কিরে?

আয়।—বেগম সাহেব! সত্যই আপনাকে ভালবাসি, আশৈশব

ভালবাসি। এ জীবনের আশা ভরসা কামনা সুখ সবই আপনার চরণে সমর্পণ ক'রেছি। শুধু আপনাকে দেখ্‌তে পাব বলে, তৃষিতের ন্যায় আপনার মুখ পানে চেয়ে থাকি। যত দেখি ততই বাসনা প্রবল হয়। মনের বাঁধন শিথিল হয়ে আসে, প্রাণ কোন মানা মানে না। আমি দুঃখিনী তাই খোদা আমার আশা পূর্ণ ক'র্‌লেন না!

জেরি।—নে হ্যাকৃরা রাখ, ভাল করে একটা গান শুনিয়ে দে, আমার শরীর বড় ক্লান্ত হয়েছে, আমি শয্যায় গমন কর্ব্বো।

আয়।—যথা আজ্ঞা বিবি সাহেব! আমার গানে কি আপনার মন সন্তুষ্ট হবে?

জেরি।—তুই গানা, তোর গান শুন্‌তে আমার বড় ভাল লাগে, তাই তোকে গাইতে সাধ্‌ছি।

আয়।—সে কি কথা বেগম সাহেব! আমি এখনি আপনাকে গান শোনাচ্ছি।

জেরি।—তবে ফুর্ত্তি করে গা, আমি শুনি, যদি ঘুমিয়ে পড়ি আমায় তুলে দিস্‌।

আয়সানের গীত

সুখ সাধে ভাল বেসে কত জ্বালা সই।
হৃদি নিধি না পেয়ে হৃদে মরমে মরিয়া রই।
পিপাসায় প্রাণ যায়,
প'ড়েছি বিষম

কাছে বারি প্রাণে মরি, (তার) অধিকারী আমি নই
কিশোরের ভালবাসা,
প্রাণের দারুণ আশা,
জীবনের অমূল্য নিধি তাহারে পাইনু কই ?
চ'খে রেখে—বশে থেকে—সদা বেদনায় সারা হই।

পঞ্চম দৃশ্য—উদ্যানস্থ চাঁদনী।

জোরি ও পিয়ারীর গীত

পিয়া—রহো খবর দারি, রহো খবর দারি !
জোরি—আরে কাহে পিয়ারী কাহে পিয়ারী ?
পিয়া—তু বড় বেইমান, নেহি দেখ্‌তেহো মনিবকাকাম,
জোরি—মাৎ বলো এ্যায়সাবাৎ, মাৎ বলো এ্যায়সাবাৎ
পিয়া—অন্দরমে ঢুকামরদ এ ক্যায়া হুজ্জত্‌
জোরি—পহেলে চুপ্‌ চাপ্‌ছে দেখ্‌লেও ভাই তব্‌ ইজ্জত রহেগা।

জোরি।—ওরে বলিস্‌ কিরে ? বেগম মোহলে মরদ যাতায়াত করে, এ কথা জনাব শুন্‌লে তো জান থাকবে না।

পিয়া।—ওরে হ্যাঁরে, ওরে হ্যাঁরে, ওরে হ্যাঁরে, ওরে সত্যিরে, ওরে সত্যিরে, ওরে সত্যিরে।

জোরি।—আচ্ছা, কৈ আমিতো কথনও তাকে দেখ্‌তে পাই না,

তবে কি রকমে সে অন্দরে আসে যায় ?

পিয়া।—আরে তুই কি ক'রে জান্‌বি ? বাঁদীর পোষাক পরে যায় আসে।

জোরি।—হ্যাঁরে পিরীতটা কোন মহলে বেধেছে।

পিয়া।—জেরি—জেরি—ওহুঁ—থুড়ি—থুড়ি !

জোরি।—ওরে কি সর্ব্বনেশে কথা বলিস্‌রে ? জাঁহাপনার ভারি পিয়ারের বেগম, হুজুর শুন্‌লে যে কারুর গর্দ্দান থাক্‌বেনা। এক গড় সব ঘাড়্‌ থেকে মুণ্ড নাবিয়ে দেবে। আমার বুকের ভিতর দুপ্‌ দুপ্‌ আরম্ভ ক'রেছে যে, ওরে আমি যে দাঁড়াতে পাচ্ছি না।

পিয়া।—তুই বড় পাজি, তোকে বল্লুম এখন চুপ করে থাক, আগে ভাল ক'রে খবর নি, তার পর জনাবকে জানাব।

জরি।—ওরে আমি যে চুপ কত্তে পাচ্ছিনিরে! আমার যে গলা শুখুচ্ছেরে, প্রাণ যে সসেমিরে রে !

পিয়া।—(কাণ ধরিয়া) পাজী ! চুপ কর্‌, চল্‌।

জোরি।—যাচ্ছি, যাচ্ছি, ছেড়ে দে ছেড়ে দে তোর পায়ে পড়ি ছেড়ে দে। কাণটা ছিড়ে গেল, ছাড়্‌—ছাড়্‌—ছাড়্‌।

পিয়া।—আর ও কথা মুখে আন্‌বিনি তো ?

জোরি।—ওরে নারে—ওরে নারে, ওরে আর বোল্‌বোনারে, ছেড়ে দেরে ছেড়ে দে, ওরে তোর পায়ে পড়ি তোর প্রাণ কি কঠিন রে, তোর হাত যেন তুলোর মত, বোধ হয় কাণের

এক পরল ছাল উঠে গেছে।

পিয়া।—খবরদার আর ওকথা মুখে আনিস্ না।

জোরি।—আচ্ছা, দেখ তোর সাথে আমি আর দোস্তী ক'রব না। তোর দোস্তা তো খালি মার ধোর, তা আমি সইতে পার্ব্ব না।

পিয়া।—যা যা, তোর মত খাপসুরৎ দোস্ত আমার ঢের মিল্‌বে।

জোরি।—জানি তুমি রাগ কল্লে? আমি তোর দোস্তী বুঝ্‌ছিলুম।

পিয়া।—যা যা, তোর পিরীতের মুখে ঝাড়ু মারি, যা, আমি আর তোর মুখ্ দেখ্‌বো না।

জোরি।—তোর পায়ে ধরি, রাগ্ করিস্‌নি, তুই রাগ ক'ল্লে আমি কোথায় যাব? ক্ষিদের জ্বালায় কার কাছে হাত বাড়াবো, ওরে তুই আমায় ত্যাগ কর্‌লে এ ভুমণ্ডলে আমায় এক বেলা আহার দেবারও কেউ নাই যে, ওরে তোর পায়ে ধরি। আমার অপরাধ মাপ কর।

পিয়া।—আচ্ছা, এবার মাপ কল্লুম, আর যেন কখনও আমার উপর কথা কইতে চাস্‌নি, তা হলে আর তোর কাছে থাক্‌বো না।

জোরি।—তাই হবে, আমার ছাপ্পান্ন পুরুষের ঘাট হয়েছে, আর কখনও এমন কাজ ক'র্ব্বো না।

পিয়া।—চল এখন, যে কাজে হাত দিইছি তার একটা শেষ কর্‌তে হবে। চল যাই চুপী চুপী খবর নিই গিয়ে।

জোরি।—চল্ চল্ যাই চল্।

গীত

জোরি—জানি ! তু কাহে মঝ দাগাদেতা।
পিয়া—কাহেতু মেরাসাৎ বেইমানি করতা ?
জোরি—ছাতিকা আন্দারমে যতন্‌ছে তোম্‌কো বৈঠায়া,
পিয়া—বহুত রোজ্‌সে হাম তোমকো জান দিয়া।
জোরি—তেরা দোস্তিমে গির্‌কে হাম হোতা হয়রাণ্‌,
পিয়া—এ্যায়সা বুরা বাৎবোল্‌তা—তু বড়া বেইমান।

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য—শয়ন কক্ষ

জেরিনা নিদ্রিতা, পার্শ্বে আয়সান্

আয়।—খোদা! আমার হৃদয়ে বল দাও, আমার শক্তি কে হরে নিলে? শরীরে যেন বিদ্যুতাগ্নি প্রবাহিত হচ্ছে! কি করি! এই তো সম্মুখে আমার জীবন সঙ্গিনী, এই অপ্সরি মূর্ত্তি দেখে প্রাণে কি ধৈর্য্য মানে? কি অপরূপ রূপ রাশি! যে রূপের স্রোতে মূহুর্ত্ত মধ্যে সম্রাটের বজ্রে নির্ম্মিত কঠিন হৃদয় গ'লে দ্রব হয়ে গিয়েছে, তার তুলনায় আমি আজন্ম ভাল বেসে, কি করে তার আশা হৃদয় থেকে, মুছে ফেল্‌বো? কখনই নয়, কখনই নয়, এতে জীবন পণ, আর আমার এ সংসারে এমন কি বন্ধন আছে যার জন্যে এ সুবর্ণ প্রতিমাকে হৃদয় রাজ্যের রাণী কর্ত্তে পশ্চাৎপদ হব? যাকে বাল্য হ'তে মন প্রাণ সমর্পণ ক'রেছি, যার জন্যে বাঁদি সেজেছি, আজ তাকে কেমন করে ভুলবো? কৈশোর-স্মৃতি অন্তঃস্থলে দাউ দাউ ক'রে জ্বল্‌ছে, এ জ্বালা কি জীবনে নির্ব্বাণ হবে না? চাই না,—শান্তি চাই না, জ্বলুক—পুড়ে ছারখার হয়ে যাক্, তাতেও মনে শান্তি পাব। জ্বলনই আমার সুখ, রোদনই আমার সম্বল, প্রেমিকার

উপাসনাই আমার সার ধর্ম্ম, প্রাণ আমার উন্মাদ হয়েছে, যাই কাছে যাই, কাছে গিয়ে নয়ন সার্থক করি। (নিকটে গমন করিয়া) উঃ! আমার বুকের ভিতর (সাজাহানের অন্তরালে অবস্থান) কেমন ক'চ্ছে! পিয়ারী! জানি। জীবন সঙ্গিনী! ফকিরের সর্ব্বস্বধন! (হস্তধারণ করিয়া) খোদা! খোদা! আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌ছি, না সবই সত্য! আর মন মানা মান্‌ছে না! (হস্ত ধরিয়া) না—না—না একি কচ্ছি! (হস্ত চুম্বন) একি কল্লুম? নিদ্রিতা অবস্থায় পর বণিতার অঙ্গ স্পর্শ! ওঃ! পর বণিতা? হজরৎ! একথাও নিজ মুখে বল্‌তে হোল? শেষ যদি পরের হ'বে, তবে বাল্যকাল থেকে, যৌবন পর্য্যন্ত তার মোহিনী ছবি হৃদয়ে রেখে পূজা কর্ত্তে মতি দিলে কেন? যে আশা জীবনের সহিত বর্দ্ধিত হয়েছে, সে আশা আজ্ অকুল পাথারে ভাসাতে চেষ্টা ক'চ্ছ কেন? খোদা! তুমি সব পার! না—না—একি বল্‌ছি একি ক'চ্ছি? আমি কি কার্য্যে অগ্রসর হয়েছি? এ কি ভাল? কেন ভাল নয়? অবশ্য ভাল; আমার ধন,—আমার প্রাণ! আমি কেন তাকে ছুঁতে ভয় পাব! একি ভীষণ প্রতিমূর্ত্তি! (দর্পণে সাজাহানের ছায়া প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া চমৎকৃত হওন)।

সাজা।—(স্বগতঃ) একি রহস্য! এ স্ত্রীলোক পিয়ারীর হস্ত চুম্বন ক'চ্ছে কেন? আর এ ঘোর রজনীতে একাই বা নিদ্রিতা বেগমের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে কি ক'চ্ছে? বোধ হয়

সাজা।—সাহমী! সাহমী!

(সাহমীর প্রবেশ)

সাজা।—এই সয়তানকে নিয়ে ভূগর্ভস্থ কারাগারে নিক্ষেপ কর, আর ওকে ডাল রুটি পানি না দিয়ে অনাহারে মার্‌বে। খোদা! দুর্ব্বল হৃদয়ে বল দাও! জেরিনা, পাপীয়সী! আর তোর মুখ দর্শন কর্ব্বো না। সয়তানী! আজ হ'তে তুই বন্দিনী, সাহমী! তুমি এই মহলে রক্ষীকারূপে দিবা রাত্র অবস্থান কর্ব্বে। আর এই ভ্রষ্টা রমণীকে কোথায়ও বেরুতে দেবে না। পাপীয়সী নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত নিজেই ভোগ করুক। আমার আজ্ঞা প্রতিপালনে ত্রুটি না হয়। (বেগে প্রস্থান)

সাহমী।—চল্‌ সয়তান! নিজের দুষ্কর্ম্মের ফল নিজে ভোগ ক'রবি চল্‌।

আয়।—সম্রাট! এ পুরস্কার আমার পক্ষে নিতান্ত তুচ্ছ হোল। এ অপেক্ষা আমায় একেবারে বধ কর্‌লে আমি অধিক সুখী হতুম।

সাহমী।—চল্‌ পাজী—চল্‌!

(টানিয়া লইয়া প্রস্থান)

আয়।—(যাইতে যাইতে) জেরিনা! প্রিয়ে! শেষ তোমায় মাল্লুম! খোদা! নিরপরাধিনীর অলীক অপরাধের মার্জ্জনা করে তাকে পূর্ব্বের ন্যায়, সম্রাটের পার্শ্বশোভিনী করে দিও!

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য—ক্রীড়াকানন।

সখীগণের গীত

ওলো সই হের নয়নে।
ছড়িয়ে কিরণরাশি হাসে শশী গগনে।
হাসে কুসুম রাশি,
সুখ সমীরে ভাসি,
সলিলে কুমুদী হাসে—দুলি মৃদু পবনে।
মোরা হাসি হাস সখী তব চাঁদ বদনে॥

গুলাব।—গেল, দিন বয়ে গেল, আশাতো পূর্ণ হোলনা! আর কতদিন এ অন্তর অতৃপ্ত রাখ্‌বো? ভরা যৌবনের প্রবল পিপাসায় মনের বাঁধন ছিন্ন হয়ে গেল যে, আর কতদিন মনকে ধ'রে রাখবো? বড় তৃষ্ণা! আশার পিপাসায় প্রাণ কণ্ঠাগত হ'য়েছে, আর কতদিন সম্রাটের আশায় থাক্‌বো!

গুলরোজ।—বেগম সাহেব দুঃখ কচ্ছ? কর, প্রাণ পুরে দুঃখ কর! তা বইতো আর রাণী হয়ে সিংহাসনে বস্‌তে পাবেনা?

গুলাব।—সই! তোমরা পরিহাস কোর না, আমি কি তোমাদের পরিহাসের যোগ্য পাত্রী?

গুলরোজ।—আজ্ঞে না, আমার অপরাধ হ'য়েছে, মার্জ্জনা করুন, বলছিলুম যে দুঃখ করে হা হুতাশ করে দিনতো কেটে

যাচ্ছে. একটা উপায় কল্লে হয় না যাতে সাজাদা আপনার পায়ের গোলাম হয়ে থাকেন।

গুলাব।—নিশ্চয় কর্‌বো, কেন কর্ব্বোনা? আমি কি নারী নয়? যে নারীর দ্বারা জগৎ সংসারের সৃষ্টি স্থিতি লয় হয়, আমি কি সেই সর্ব্বগুণান্বিতা নারী নয়? সামান্য একটা পুরুষকে বঙ্কিম নয়নের বিশাল কটাক্ষে ফেরাতে পার্‌ব না অবশ্য পার্‌বো?

গুলরোজ।—বেগম সাহেব! পারবে আর কবে? ভরা নদীতে ভাঁটা লাগ্‌লে কি নাগরকে ডোবাতে পার্ব্বে?

গুলাব।—আমি পার্‌বো না? তবে এ দুনিয়ায় কে পার্‌বে? এই পূর্ণ যৌবন কি বৃথায় কেটে যাবে? কখনই নয়! নারী না বিশ্ব বিমোহিনী? সর্ব্বশক্তি সম্পন্না? হয় তাকে আপনার ক'র্‌বো নতুবা সাপিনী হয়ে তার বক্ষে দংশন করে এ জ্বালার অবসান কর্ব্বো।

গুলরোজ।—হ্যাঁ এরকম হলে তোমার মনবাসনা পূর্ণ হতে পারে? কৌশল ক'রে নাগরকে এনে লোহার শিকল পায়ে দিয়ে রাখ; তোমার তো আর প্রেমের শিকল নাই, কাজেই তার পরিবর্ত্তে লোহার শিকলই ব্যবস্থা! কি বল বিবি সাহেব?

গুলাব।—যদি কোন রকমে তাকে আপনার কর্ত্তে না পারি তা হলে শেষ জেরিনাকে বিষ খাওয়াব। তা হলে তো তার সর্ব্ব সুখের আশা সমূলে নির্ম্মূল হবে?

গুলরোজ।—কেয়াবাৎ, এইবার ঠিক ঔষুধ ঠাউরেছেন! তবে আর দেরীতে কাজ নাই, ত্বরায় জেরিকে যমপুরে পাঠাবার আয়োজন করুন। এত দূর ক্ষমতা যদি আপনার ছিল, তবে এতদিন নীরবে ছিলেন কেন?

গুলাব।—গুলরোজ্! তুই আমার প্রধানা সখি! তোর দ্বারাই এ কাজ সম্পন্ন ক'রবো। কি বলিস্ পার্ব্বিতো? পারিস্ যদি তা হলে তোকে আমার গলার এই মুক্তার হার বকসীস্ দেব।

গুলরোজ।—দোহাই বিবি সাহেব, আমি যেমন আছি তেম্‌নি থাকি, আমার মুক্তার হারে প্রয়োজন নাই, ওকাজ আমার দ্বারায় হবে না, তা হলে আমার এখান থেকে অন্তর হবার চেষ্টা দেখ্‌তে হয়।

গুলাব বেগমের গীত

ক্যায়া আপসোস্ কি বাত্ মেরি তগদীর এ্যায়সাবুরা।
নজর মে ফাসায়কে মুঝে কিয়া হ্যায় বাওরা।
আস্‌নাই মে মুঝে ফসায়া,
পিছে বড়া দাগা দিয়া,
ন মালুম আস্‌মান জমীন সভি আঁধেরা,
ম্যায় দেখে সভি আঁধেরা,

ন জানে কব্ চল দিয়া,
ক্যায়া জানে কাহাগয়া,
জানুসে জান লেলিয়া, অব আস্মাই কি উতারা।

(জনৈক খোজার প্রবেশ)

খোজা।—গোলাম্‌কা সেলাম লিজিয়ে। জনাব! হাম্‌কো আপ্‌কো হিঁয়া ভেজা, হুজুর আপকা মহলমে আবি আয়েগা, আপ্ মহল্‌মে যাইয়ে।

গুলাব।—জাঁহাপনাকো সেলাম দেকে বলো হাম আবি মহল্‌মে যাতেহিঁ।

খোজা।—যো হুকুম, বান্দা চলতা হ্যায়্, সেলাম!

(প্রস্থান)

গুলরোজ।—বিবি সাহেব! আজ্ বেড়ালের ভাগ্যে সিকে ছিড়েছে! যাও যাও, ত্বরায় গিয়ে দেবতার আরাধনা কর,! এমন দিন আর পাবেনা, হঠাৎ কেন এমন হলো, কিছুই তো বুঝ্‌তে পাচ্ছিনি।

গুলাব।—রোজা! তুই জানিস্ নি, বাদ্‌সা আমায় গোপনে গোপনে ভাল বাসেন। আমি তার অদর্শনে এত কাতর হইছি, তিনি কি স্থির থাক্‌তে পারেন?

গুলরোজ।—সত্যি নাকি, আঃ কপাল! তাত আমরা জান্‌তুম না! তা হলে তো তোমার প্রেমের খুব জোর দেখ্‌তে পাই! তুমি মনে মনে ডেকেছ—আর তাঁর প্রাণের তারে ঝঙ্কার দিয়ে

উঠেছে না? আহা! বেগম সাহেবের প্রেমে সাহান্‌সা হাবু-ডুবু খাচ্ছেন, শেষ কাবু না হন, তা হলে আবার চিকিৎসা কর্ত্তে হবে।

গুলাব।—নে তুই যাবি, না এই খানে দাঁড়িয়ে ছড়া কাটাতে থাক্‌বি। রাত্রি যে শেষ হয়ে যায় তাকি হুঁস্ আছে।

গুলরোজ।—বিবি সাহেব, আমার প্রাণে বড় আহ্লাদ হ'য়েছে একটু আনন্দ কর্ব্বো না? আমাদের কথায় যতদূর হয়! এখানেও ঘাস জল, সেখানেও ঘাস জল, তবে আমরা হাঁপিয়ে ম'রবো কেন? আজ রাত্রের খোঁজ হচ্ছে. কৈ অন্য দিন তো রাত কম বেশীর খোঁজ নেওয়া হয় না। আজ রাত্রের জিনিস আস্‌বে কিনা তাই এত তরস্থ, অন্য দিন যে কোথা দিয়ে রাত যায় তার খবর হয় না।

গুলাব।—তবে থাক্ আমি চল্লুম। তোর সাথে আর মিছে বক্‌তে পারি না; আমি চল্লুম আয় রে তোরা আয়।

(বেগে প্রস্থান)

গুলরোজ।—উঃ প্রেমের কি তেজ? যৌবনের কি উত্তাপ? আজ হঠাৎ এমন হলো কেন? জেরিনার উপর কি সাহা-জাদা অসন্তুষ্ট হয়েছেন? যাই খবরটা নিতে হচ্ছে, তিনি কি এতই নির্ব্বোধ হবেন যে সে সোণার কমলকে ভাসিয়ে এই জাঁহাবাজ ছলনাময়ী নারীর প্রেমে মত্ত হবেন? কি জানি, খোদা কখন কাকে কি করেন কে বল্‌তে পারে? যাই মহলে গিয়ে হাজির হই, নতুবা আবার প্রেমিকার

বিধুমুখের ঠাণ্ডাই সরবৎ বৎ ছাঁকা বাণী শুন্‌তে হবে। এমন পাপীয়সীকেও বেগম করে? ধন্য পছন্দ! ধন্য জাঁহাপনা!

(প্রস্থান)

সখীগণের গীত

অযতনে ফুটে কলি অযতনে শুকিয়ে যায়,
কে লো হায় আদর ক'রে ধ'রবে বুকে তায়।
মনহরা ফুল আপ্‌নি ফোটে,
ভ্রমর তা দেখেনা মোটে,
যেথা কাঁটা ফোটে—সেথা ছোটে,
হেতা ফুল আপ্‌নি ঝরে যায়,
বঁধুয়া নিদয় এমন আগে কেগো জান্‌তো হায়॥

তৃতীয় দৃশ্য—মতি মহল, জেরিনার কক্ষ

(জেরিনা শায়িতা, নেপথ্যে প্রভাত সঙ্গীত)

নবীন কিরণ রাজী হাসিছে গগনে।
ঊষার আলোক রাশি, ভাসিছে দশ দি্‌শি
হেরলো বিনোদিনী, (তব) চারু নয়নে।
গাইছে পিককুল,
ফুটিল ফুলকুল;

আকুল ভ্রমরা সবে ধায় মধু চয়নে।
উঠলো সজনী,
হের ধরা আমোদিনী,
কর পরিহার তব অলস শয়নে।

জেরি।—(নিদ্রাভঙ্গে মস্তকোত্তলন করিয়া) নিশা কি অবসান হোল! ঐ যে বিহঙ্গ বিহঙ্গিনীগণের মধুর কলরবে শ্রবণ বিবরে মধু বর্ষণ ক'চ্ছে, প্রভাতের স্নিগ্ধ সমীরণ মৃদু মন্দ গতিতে গাছের পাতা নিয়ে খেলা কচ্ছে। নব প্রস্ফুটিত পুষ্প সৌরভে দিগদিগন্তর আমোদিত হয়েছে। তরুণ তপন পর্ব্বতের আড়াল থেকে নীল গগনে কিরণ রাজী বিভাষিত করিয়া নব বধুর মত উকি মাচ্ছে। নিয়ে ভরা যৌবনী তরঙ্গিনী, সে ছায়া হৃদয়ে ধরে নাচ্‌তে নাচ্‌তে নব উল্লাসে, প্রাণেশের বিশাল হৃদয়ে মিস্‌তে চল্‌ছে, খোদার কৃপায় সবাই প্রফুল্ল। কিন্তু হায়—আমি রাজ রাণী হয়েও অন্তর্দাহে দগ্ধ হচ্ছি, প্রাণেশ আমার হৃদয় রাজ্য আঁধার করে আজ প্রায় দিবসত্রয় চলে গিয়েছেন, তাঁর একবারও আমার জন্তে প্রাণ কাঁদে না? আমিতো দিবারাত্র অজস্র-ধারে আঁখি বারিতে বুক ভাসাচ্ছি। হায় নাথ! আমার মন বেদনা দিয়ে কি তুমি সুখী হবে? যদি তাতে তুমি তোমার বিশাল অন্তরে শান্তি বোধ কর, তা হ'লে আমার যে দুঃখ অতুল সুখ বলে ভাববো। খোদা, নারীর বুকের ব্যথা

নির্ম্মম পুরুষে কেন বোঝে না। দেখি আজ সন্ধ্যার পূর্ব্বে তিনি যদি প্রত্যাবর্ত্তন না করেন, তা হলে আমি নিজেই তাঁর অনুসন্ধানে গমন কর্ব্বো। ওঃ! মস্তিষ্কে বড়ই বেদনা অনুভব হ'চ্ছে। আয়সান কি কাল বড় কড়া সিরাজী পান কর্ত্তে দিয়েছিল? (শয্যা হইতে উঠিয়া দর্পণে মুখ দেখিয়া) ওঃ! চ'খের কোণে যেন কালি ঢেলে দিয়েছে। চ'খে মুখে একটু জল দিই, শরীর যেন কম্পিত হচ্ছে। আজ আমার বাঁদীরা কোথায় গেল? তারাতো প্রত্যহই আমার ঘুম ভাঙ্গাতে আসে, আজতো কাকেও দেখছিনি, একবার বাঁদীদের ডেকে দেখি, ও রিজি! ও গুলজার, ও ফুলিয়া, আঃ গেল কেউ তো উত্তর দিলে না! এগিয়ে দেখি!

(সাহমী তাতারণীর প্রবেশ)

জেরি।—তুমি এখানে যে?

সাহমী।—জাঁহাপনার হুকুম! আমায় এই দ্বারের রক্ষীকা ক'রেছেন।

জেরি।—জাঁহাপনা কি এসেছেন?

সাহমী।—অনেকক্ষণ! গতরাত্রে—আপনি কি জানেন না?

জেরি।—কৈ না, আমায় তো তিনি দেখা দেন নি? গত রজনীতে আয়সান্ গাচ্ছিল আমি শয্যায় শুয়েছিলুম; তারপর নিদ্রিতা হয়ে পড়েছিলুম, আর অতিরিক্ত সিরাজী পান করায়—আমার কল্য রজনীতে জ্ঞান ছিল না। কোথা দিয়ে রাত্রগত হয়েছে তা আমি জানি না!

সাহমী।—আয়সান্ কোথা ?

জেরি।—তাতো আমি জানি না! সে কোথায় তুমি জানো।

সাহমী।—বেগম সাহেব! আমার সহিত প্রবঞ্চনায় ফল কি ? আপনার সাহসকে আমি ধন্যবাদ দি!

জেরি।—(বিস্মিত নেত্রে) কেন কেন, কি হয়েছে ? বলনা আয়সান্ কোথায় ?

সাহমী।—আয়সানের উপর ভারি দোস্তি দেখ্‌তে পাই যে! আপনার অনেক বাঁদী আছে, কৈ তাদের তো কারুর খোঁজ নিলেন না, সে কারাগারে বন্দী হয়েছে।

জেরি!—কেন ? কে তাকে কারাগারে দিলে ? তুমি চল আমি এখনি তাকে মুক্ত করে আনবো।

সাহমী।—আপনি কি গত নিশার কোন ঘটনাই জানেন না ?

জেরি!—যথার্থ আমি কিছুই জানি না, খোদার শপথ করে বল্‌ছি আমি কিছুই জানি না। তোমার পায়ে ধরি শীঘ্র আমায় বলো কি দুর্ঘটনা ঘটেছে।

সাহমী।—আপনার বাঁদী স্ত্রীলোক নয়।

জেরি।—এ্যাঁ!

সাহমী।—সে মরদ, বাঁদীর বেশ ধরে অন্দর মহলে বাস কর্ত্তো, আমি তাকে কখনও দিনে বেরুতে দেখি নি।

জেরি।—কি সর্ব্বনাশ, তারপর ?

সাহমী।—কল্য রজনীতে সে আপনার আবাসে আপনার শয্যা পার্শ্বে দাঁড়িয়ে আপনার হস্ত চুম্বন করেছে ও আলি-

সন কর্ত্তে উদ্যত হয়েছিল, স্বয়ং সম্রাট অন্তরাল থেকে তার কার্য্য প্রত্যক্ষ ক'রে তার পরিচয় চান, সে ভয়ে প্রথমে কোন জবাব দেয় নি, শেষ সাহান্‌সা ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে তাকে বধ কর্ত্তে যান। তখন সে তার পরিচয় প্রদান করে। জনাব মনবেগ সম্বরণ ক'রে তাকে কারাগারে অনাহারে মার্ত্তে স্থির ক'রে, আমার দ্বারায় কারাগারে প্রেরণ করেন। এবং আমায় হুকুম করেন, যে বেগম অদ্য হ'তে রাজপুরে বন্দিনী! তুমি তার রক্ষীকা হয়ে থাকগে। শেষ গুলাব বেগমের মহলে প্রস্থান করেছেন।

জেরি।—সে নরাধম কে? আমি তার নিকটে কি অপরাধ ক'রে ছিলুম? যে সে শেষে আমার এই সর্ব্বনাশ সাধন কল্লে। (ভূতলে বসিয়া পড়ন)

সাহমী।—তার পরিচয় জিজ্ঞাসা ক'ল্লে সে বলে আমার নাম সহিরুন্‌।

জেরি।—খোদা! তোমার মনে এই ছিল?

(মূর্চ্ছিত হইয়া পতন)

রিজিয়ার প্রবেশ

রিজি।—কি দুর্দ্দৈব। হা জগদীশ্বর! নিরপরাধিনীর কেন এমন সর্ব্বনাশ সাধন করলে? সখি আমাদের সতীর শিরোমণি, তাঁর চরিত্রে কখনও কলঙ্ক স্পর্শ করে নি। হায় হায়! দুঃখিনীর সব আশা নির্ম্মূল হ'ল। এই নিরুপম রূপরাশি এই প্রফুল্ল যৌবন, সবই অকালে কালের কবলে যেতে

বস্‌লো! সখীর আমার যে প্রাণের কোন আকাঙ্ক্ষা মেটে নি। অতি যত্নের আশার গৃহ—যেন অকস্মাৎ দাবানলে সব ভস্মীভূত হোল, সব ফুরাল।

সাহমী।—রিজি! কাকে বল্‌ছিস? বেগম সাহেবের কি জ্ঞান আছে? আগে ওঁকে সুস্থ কর তারপর যা বল্‌বার তা বলিস।

রিজি।—সাহমী! তুমি একটা বারি পাত্রে, বারি নিয়ে এস, আমি ততক্ষণ সমীর সিঞ্চন করি।

সাহমী।—আচ্ছা আমি এখুনি বারি পাত্র নিয়ে আস্‌ছি, তুমি সাবধানে তোমার সখীর শুশ্রূষা কর।

(প্রস্থান)

রিজি।—সখি! সখি! উঠ সখি! দেখ তোমার দাসী রিজি তোমার জন্যে কত কাঁদছে। একবার কথা কও।

গীত

উঠলো সজনী।
সরল প্রাণে গরল ঢেলে কেন লো মলিনী।
সোণার কমল কেন লো ধূলায়,
আকাশের চাঁদ ভূতলে লুটায়,
কহিণুর মণি—কীরিটের হায়,
কেন হেন দশা. পড়িয়ে ধরণী।

চতুর্থ দৃশ্য—প্রাসাদস্থ অপর কক্ষ।

জোরি ও পিয়ারীর গীত

জোরি—জেনে শুনে নারীর প্রেমে কেন মজে হায়।
পিয়া—ও কথা (তুই) কেন বলিস পাস্‌নি কি আমায়।
জোরি-তোমার প্রেমের প্রাণ কখন কেমন বুঝ্‌তে নাহি পারি
পিয়া--বিকিয়েছি প্রাণ তোর পায়েতে সত্যি আমি তোরি
জোরি—ওরে বলিস কিরে তুই—প্রাণ দিছিস আমায়?
পিয়া—এমন প্রেমিক রতন—বিনে রতন কে পায় আমায়।

পিয়া।—দেখ্‌লে ধর্ম্মের কল—কেমন বাতাসে নেড়ে দিলে? ধর্ম্মের মধ্যে অধর্ম্ম প্রবেশ ক'রলেই, খোদা নিশ্চয় তার বিহিত করেন।

জোরি।—জাঁহাপনা কি ক'রে জান্‌লেন?

পিয়া।—তিনি স্বয়ং বেগমের হারামে উপস্থিত ছিলেন, আর ঘটনা সবই তিনি নিজে প্রত্যক্ষ করেছেন। তা নইলে এত সত্বর পাপ কার্য্য প্রকাশ হয়ে পড়লো।

জোরি।—বাবা! মেয়ে মানুষের সাহস দেখে, আমার আক্কেল জন্মে গেছে।

পিয়া।—সব জেনানা বুঝি সমান হয়? এই দেখনা কেন, আমি তোকে ভালবাসি, কৈ অন্য কাউকে কি পিয়ার করি?

জোরি।—হুঁ! ওকথা কি কখনও সম্ভব হয়? তুমি আমার অন্ধের নয়ন, তুমি আমার সর্ব্বস্ব ধন, তুমি ও রকম হলে আমি যে বিষ খেয়ে মরবো।

পিয়া।—আর বিষ খেতে হবেনা, যেমন আছ তেমনি থাক।

জোরি।—আহা, বেগম সাহেবের জন্যে প্রাণে বড়ই কষ্ট হচ্ছে, কি সর্ব্বনাশ হ'লো!

পিয়া।—বেগমের জন্য তোমার দুঃখ কি? হাতে ক'রে বিষ খেলে সে মর্‌বে না? জ্বলন্ত আগুনে হাত দিলে যদি হাত না পোড়ে—তা হলে তো আর ভাবনা ছিল না, দেখ মেয়ে মানুষ যদি নিজে ভাল না থাকে, তা হলে কেউ তাকে ভাল কত্তে পারে না; আর নিজে যদি সে ভাল থাকে, তা হলে অতি রূপবান পুরুষও তার মন টলাতে পারে না।

জোরি।—বাবা, তোমাদের চরিত্র বোঝা ভার, স্বয়ং খোদাই বুঝ্‌তে পারেন্ না, মানুষতো কোন্ ছার, তবে জেনানাদের দেল বড় নরম, যেমন সলিল কখনও স্থির থাকেনা, সদাই তরঙ্গ উঠে তরঙ্গে মিশিয়ে যাচ্ছে—নারীর মনও সেইরূপ, কখনও স্থির থাকে না।

পিয়া।—মরদের চেয়ে বেইমান নয়! মরদেরাই তো জেনানাদের চোক ফুটিয়ে দিয়ে প্রথমে দাগা দেয়। ছলনায় না প'ড়লে চাতুরীর ফাঁদে পা না দিলে, ছল চাতুরী শিখতে পারে না। পুরুষরাইতো পথ দেখিয়ে দেয়। আমাদের কোন দোষ নেই তা আমি জাঁক ক'রে বল্‌তে পারি।

জোরি।—স্বীকার বাবা! পরের কথা নিয়ে আমায় তোমায় ঝগড়া না বাঁধে। তুই এখন চল, আমাদের কাজ আমরা করি গিয়ে; যখন আমাদের যেখানে থাক্‌তে হুকুম হবে, তখন সেই খানেই থাক্‌বো।

পিয়া।—বাদ্‌সা এখন কোন্ মহলে আছেন?

জোরি।—গুলাব বেগমের মহলে আছেন?

পিয়া।—চল, তবে সেই মহলে যাই।

উভয়ের গীত

বুঝে সুঝে ম'জো প্রেমে প্রেমিক সুজন,
সরল প্রাণে বিষের ছুরি দেখ্‌লে তো কেমন।।
রূপ দেখ্‌তে ভাল বটে,
প্রেম নাইকো (তায়) মোটে,
প্রাণ দিয়ে তার প্রতিদান শুধুই রোদন;
(শেষ) দুখের বোঝা মাথায় নিয়ে কেটে যায় জীবন।

(উভয়ের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য—জেরিনার কক্ষ।

রিজিয়ার ক্রোড়ে মস্তক দিয়া জেরিনা শায়িতা।

জেরি।—সইরে! তুমি কাঁদছ কেন? আমার মত হতভাগিনীর জন্ম জগতে কেউ যেন দুঃখ না করে! আমি ভাগ্যহীনা, তা নইলে, রাজরাণী রাজ্যেশ্বরী হয়ে হঠাৎ আমার সর্ব্বনাশ হবে কেন? খোদা আমার উপর বিমুখ—পূর্ব্ব জন্মে কোন সতীর বুকের ধন হরণ ক'রেছিলুম—তাই এ জন্মে আমার বুকে শেলাঘাৎ ক'রে আমার হৃদয়ের হার অন্যে কেড়ে নিলে, সই! মনকে যে কোন রকমে প্রবোধ দিতে পাচ্ছি না। সহিষ্ণণ! তুমি আমার সর্ব্বনাশ ক'র্‌লে? বাল্যাবধি দুঃখের দুঃখী সুখের সুখী হয়ে—অবশেষে একি ক'ল্লে? তুমি তো কখনও এমন ছিলে না, তোমার প্রাণেতো স্বার্থের ছবি কখনও আঁকা ছিলনা? ভাল বেসে আত্ম-বিসর্জ্জন দিয়ে লালসায় পড়ে কেন এমন কুকার্য্য ক'ল্লে? খোদা কি তোমার জ্ঞানশূন্য করেছেন? কিশোরে তুমি ত আমায় নিজে শিক্ষা দিয়াছিলে, যে ছলনার সংসারে সাবধানে থাক্‌বে। আত্ম সংযম কত্তে যত্নবান হবে। এতো আমায় শিক্ষা দিয়ে তুচ্ছ আশার মোহে প'ড়ে, আমার চিরজীবনের শান্তি কেড়ে নিলে—একি তোমার উপযুক্ত কার্য্য হয়েছে? শৈশবের ভালবাসার পরিণাম কি ক'রে তুমি এতো বিষময় কল্লে?

রিজি।—বিবি সাহেব! তাঁর দোষ কি? তাঁর অপরাধ তিনি আপনাকে সরল প্রাণে মন প্রাণ সমর্পণ করেছিলেন। সখি! তাঁকে তুমি যে সমস্ত দোষে রঞ্জিত কল্লে সে গুলি কি তাঁর দোষ, না বিমল প্রেমের উচ্ছাসে তাঁর হিতাহিত জ্ঞান শূন্যতার পরিচয়। পরের পায়ে প্রাণ স্ঁপে, কে কবে আপনার প্রাণকে কর্ত্তব্য বিহীন করে নি? সই! তুমি যদি আজ তাঁর মতন অবস্থায় পড়তে তা'হলে কি মনকে ধরে রাখ্‌তে পাত্তে? নিজের মন দিয়ে পরের প্রাণ বোঝ।

জেরি।—খোদা! তুমি সাক্ষী, আমি সম্রাটের চরণে বিন্দুমাত্রও অপরাধিনী নই। নিমিষের তরে পাপ কথা মনে স্থান দেওয়া দূরে থাকুক, কখনও মনে ভাব্‌তেও বাসনা হয় নি। কিন্তু প্রভু! একি কল্লে? চির দিনের মত আমার কান্নার ব্রত পুরস্কার দিলে! প্রাণেশ্বর! তুমি কি আমায় প্রাণ দিয়েছিলে? না শুধু মুখের কথায় মন নিয়েছিলে?

রিজি!—সখি! তুমি এখনি এত অধীর হয়ে, সব আশার মূলে কুঠারাঘাত কচ্ছ কেন? তুমি যখন সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী; তখন বাদসাহের মনে তোমার উপর ভ্রম-সংস্কার দূর কর্ত্তে চেষ্টা কর। পায়ে ধরে কেঁদে বল, আমি নির্দ্দোষী; বিনা দোষে

কেন আমায় ত্যাগ কচ্ছেন? তোমার চক্ষের জলে, তাঁর হৃদয় নিশ্চয় গলে যাবে—আবার তুমি সব সুখ ফিরে পাবে। আবার রাজরাণী হয়ে মতি মহল আলোকিত কর্ব্বে। চেষ্টার অসাধ্য কার্য্য নাই, যত্ন কর পুনরায় হারা রতন ফিরে পাবে—লুপ্ত শান্তি আবার হৃদয়ে ফিরে আস্‌বে। তুমি কেঁদে কেটে একখানি হস্তলিপি লিখে দাও, আমি সম্রাটকে অর্পণ করে, তার জবাব নিয়ে আসি।

জেরি।—ভাল কথা বলেছ! সই! তোমার ঋণ আমি জীবনে শোধ কর্ত্তে পার্ব্বোনা, এ দুনিয়ায় আমার কেউ নাই, তাই খোদা আমার সুখ দুঃখের সমভাগী করে তোমায় এ রাজ-পুরে প্রেরণ করেছেন। চল ও ঘরে গিয়ে এখুনি মিনতি করে আমি তাঁকে চিঠি লিখে দিই।

রিজি।—চলুন যাই, খোদা নিশ্চয় আপনার মনবাসনা পূর্ণ কর্‌বেন।

জেরি।—সখি! এ কলঙ্ক যদি আমার না যায় তা'হলে আমি কখনও জীবন রাখ্‌বনা তা তুমি নিশ্চয় জেনো। এখন চল, অগ্রে তোমার কথা প্রতিপালন করি!

উভয়ের প্রস্থান

রিজিয়ার গীত

এই ছিল কি ললাট লিখন।
সুমেরু চূড়া হতে সাগর পতন
ফুটন্ত কলিকা সবে,
ফুটেও ফোটেনি এবে,
অকালে শুখালে হায় এ সাধের কুসুম ;
সোহাগে বাড়ায়ে শেষে সমূলে নিধন।



তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

আরাম বাগ—পান্নামহল।

গুলার বেগমের কক্ষ।

পালঙ্কোপরি সাজাহান ও গুলাব বেগম।

বাঁদীগণের গীত।

গুলাবিয়া ভরকে সরাব লে আও,
দেল্‌কা রৌশন পিও পিলাও।
চুনেলেও আপ্‌না ইয়ার,
ফুর্ত্তিসে কর পিয়ার,
দিল্‌ খোস্‌ রাত মে মজা উড়াও।
দোস্ত দোস্তিমে,
আসক্‌ মোসক্‌ মে,
মিলায় মিলায় কে রং চালাও॥

সাজা।—গুলাব! আর এক পিয়ালা সিরাজি দাও, হৃদয়ে কিছুতেই শান্তি পাচ্ছিনা। অন্তঃস্থল দগ্ধ হ'চ্ছে, দাও, আর এক পাত্র সিরাজী দাও।

গুলাব।—জনাব! আজ্ সুপ্রভাত! এত দিনে আমার মন আশা পূর্ণ হলো, কিন্তু প্রভু—! যদি—জে—

সাজা।—আর সে পাপীয়সীর নাম আমার সমক্ষে কোর না, দুষ্টা পিশাচী আমার হৃদয়ে ভীষণ বহ্নি প্রজ্বলিত করেছে। আর সে নাম যেন শ্রবণ বিবরে প্রবেশ না করে। বিবিজান্! তুমি একটি তান লাগাও। আমি শুনে দেলকে খোস করি।

গুলাব।—জনাব! দাসীকে ভুলবেন নাতো? চির দিন যেন এ অধীনীর উপর অদ্যকার ন্যায় কৃপা থাকে। আমার গীত শ্রবণে আপনার আকাঙ্খা হয়েছে। এখুনি আমি আপনার বাসনা পূর্ণ কচ্ছি।

সাজা।—বিবি! আজ হতে তোমায় আমি আমার প্রধানা বেগম ক'ল্লেম।

গুলাব।—সে আপনার অতুল করুণা; (স্বগতঃ) আর আমায় কে পায়? আর সে পাপীয়সীর মুখ দেখ্তে দেব না; আমার অনেক দিনের আশা আজ সফল হয়েছে। এখন আর একটী উপায় কত্তে হবে, যাতে একবারে সে পিশাচী জানে মরে, তার পর একবারে নিশ্চিন্তে রাজরাণী রাজ্যেশ্বরী হয়ে কাল হরণ কর্ব্বো।

সাজা।—জানি! কৈ গীত শুনালে না?

গুলা।—প্রাণেশ! বীণার সুর বেঁধে নিয়ে গান আরম্ভ কচ্ছি।

সাজ।—বহুত আচ্ছা,—বহুত আচ্ছা।

গুলাব।—(বীণার সুর বাঁধিয়া গীত)

গীত

ন দেখে ম্যায় দুস্‌রে সুরত চলে আপনা দিলমে।
আস্‌নাই মে দিল বিগাড় হুয়া—জান গয়া আস্‌নাই মে॥
ম্যায় রহতা হুঁ আপ্‌না গুমান্ মে,
নেহি তো বদনাম হোগা ভয় দুনিয়ামে,
ক্যা হুঁসে সহুঁ ম্যায় নরম দিলমে,
জো জান দেগা, উসে জান দেগে, মিয়াকে জান্ জান্ মে॥

সাজ।—কেয়া বাৎ,—বহুত আচ্ছা,—তান,—বহুত আচ্ছা তান্. হাম আজ্ বহুত খুসি হুঁয়া।

(রিজিয়ার প্রবেশ)

রিজি।—বেগম সাহেব! বাঁদী সেলাম কর্ তেঁহি।

গুলা।—কি খবর? এত রাত্রে কি দরকার?

রিজি।—জেরিনা বিবি জাহাপনাকে এক চিঠী পাঠিয়েছেন।

গুলা।—কৈ—দেখি!

(রিজিয়ার চিঠী প্রদান ও গুলাবের পাঠ।)

'ভারত, সম্রাট! দাসীর হৃদয়েশ্বর! বাঁদীর উপর এত অপ্রসন্ন কেন? আপনি রাজা, কোটী কোটী লোকের জীবন মৃত্যু আপনার হস্তে, সুতরাং এত শীঘ্র একটা অলীক সংস্কারে দাসীর উপর বিমুখ হলেন, একি আপনার ন্যায় ধীর,—স্থির,—গাম্ভীর্য্যশালী মানবের পক্ষে উচিত? খোদার দোহাই,—দাসী আপনার চরণে কোন অপরাধিনী হয়নি, বিনা অপরাধে—আমায় ত্যাগ কর্ব্বেন না। আপনি পরম প্রেমিক মিথ্যা বিষয় মনে আরোপিত করে—প্রেমময় নামে কলঙ্ক অর্পণ ক'র্ব্বেন না। এতো ভালবাসা, এত আশা সকলেই ভুলে গেলেন, যদি মনে সন্দেহই হয়েছিল,—আমায় জিজ্ঞাসা কল্লেন না কেন? বাঁদী আপনার ন্যায় মহৎ অন্তঃকরণের উপর কলঙ্ক অর্পণ কত্তে চায়না, সে তার নিজের অদৃষ্টের ফল ভোগ ক'চ্ছে। নাথ! যদি সত্যসত্যই আমায় অপরাধিনী মনে করে থাকেন,—তাহলে জল্লাদকে এই দণ্ডে হুকুম দিন,—সে আমায় ইহ জন্মের মত—জ্বালা যন্ত্রণা দূর ক'রে দিক—ও আপনার একটা কীর্ত্তি থাক; দীনার প্রতি যাহা হয় একটী হুকুম দিবেন। দাসী হস্ত লিপির অপেক্ষায় প্রাণ রেখেছে। নতুবা কথন আপনার পুরী কলুষিত কত্তে এতক্ষণ জীবন ধারণ করে থাকিত না। দীনার প্রতিপালক, হৃদয়বিহারী! দাসীর আর একটী শেষ নিবেদন এই যে যদি আমায় চিরজীবনের মত বিস্মৃত হন তাহলে চরম সময় একবার দেখা দেবেন, বাঁদীর বাসনা, মৃত্যু

কালে শ্রীচরণ মস্তকে ধরে এ ছলনাময় সংসার ত্যাগ ক'র্ব্বো। আপনি দয়ার ঈশ্বর,—ন্যায়ের প্রতিমূর্ত্তি,—প্রেমের পবিত্র ছবি সেই আশায় বুক বেঁধে—এই কয়েকটী কথা আপনাকে নিবেদন কল্লুম। যাহা সুবিচার হয় ক'র্‌বেন।"

আপনার
শ্রীচরণাশ্রিতা
হতভাগীনী
জেরিনা।

গুলাব।— (স্বগতঃ)—এই তো সুসময় উদয় হয়েছে,—তবে আর কেন আমার সুখের কণ্টক, এই বার দূর কর্ব্বো! (প্রকাশ্যে) জাঁহাপনা! আপনার জেরিনা আপনাকে চিঠী পাঠিয়েছে।

সাজা।—(অর্দ্ধ নিদ্রিতাবস্থায়) কার পত্র,—কোন্ রূপসী এত রাত্রে চিঠী প্রেরণ করেছে?

গুলাব।—সাজাদা! বিশেষ দরকারী চিঠী, পাঠ ক'রে যা হয় হুকুম দিলে ভাল হতো!

সাজা।—কার হস্তলিপী?

গুলা।—জেরিনা বেগমের।

সাজা। সে সয়তানীর হস্তলিপী আমি আর স্পর্শ কর্ত্তে চাইনা।

গুলা।—আমি তবে পত্র পাঠ করে শুনাব কি?

সাজা।—সমস্ত পড়তে হবে না,—সংক্ষেপে বল।

গুলা।—সে লিখেছে, যে আপনি যখন তাকে ত্যাগ ক'রেছেন, তখন রাজপুরী হতে বিদায় দিন।

সাজা।—কি বিদায় দিব? তাকে জীয়ন্তে কুকুর দিয়ে খাওয়াব। পিশাচিনীর এখনও চৈতন্য হয় নি?

গুলাব।—সম্রাট! আপনি যখন তাকে চিরজীবনের জন্য মন থেকে বিদায় দিয়াছেন,—তবে আর তাকে আটক রেখেই বা ফল কি? আর স্ত্রী হত্যা করেই বা ফল কি? সে অতি সামান্য, আপনার ঈর্ষার এক পরমাণুও সহ্য করতে পার্‌বে না। সে কি আপনার ক্রোধের যোগ্য? তাকে প্রাণে প্রাণে রাজধানী থেকে বিদায় করে দিন। নারী হত্যা কর্‌লে আপনার মহৎ নামে কলঙ্ক হবে! ক্ষুদ্র,—মতিহীনা নারী পতঙ্গের উপর এত কঠিন হলেন কেন প্রভু?

সাজা।—গুলাব বিবি! বিশ্বাসঘাতিনীর উপর কে দয়া করে? আমি কোন কথা শুন্‌তে চাইনা,—অমি যা বলি তাই চিঠীর জবাব লিখে দাও!

গুলাব।—(কাগজ কলম আনয়ণ) (স্বগতঃ) এইবার ঈর্ষানল দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে। আমার মন বাসনা সিদ্ধ হবার প্রশস্ত সোপান হয়েছে। (প্রকাশ্যে) জাঁহাপনা! আজ্ঞা করুন কি লিখতে হবে?

সাজা।—"পিশাচী! পত্র লিখতে সাহসী হলি কিসে? এখনও ছলনা? আর তোর মুখদর্শন করবো না। আজ হতে নির্জ্জনে কারাবাস ভোগ কর, অন্য দণ্ডের ব্যবস্থা পরে করব। এই আমার অঙ্গুরিয়ক নাও, সীল করে দাও!

গুলা।—এইবার আমার কার্য্য আমি সম্পন্ন করি। এতে আর দুকথা বেশি লিখে দিই!

(পত্র লিখন পাঠকরণ)

"যদি সৎবংশ জাত হ'স তাহলে এই মুহুর্ত্তেই আত্ম হত্যা করিস্।"—ঠিক হ'য়েছে,—যতক্ষণ না মৃত্যু সংবাদ আমার শ্রবণ বিবরে প্রবেশ ক'চ্ছে সে অবধি আমার শান্তি নাই।

সাজা।—পিয়ারি! চিঠি দিয়ে দাও! আর রাত্ কোর না! আমার শরীর অতিশয় দুর্ব্বল!

গুলা।—বাঁদী! এই চিঠী নাও!

রিজি।—(অগ্রসর হইয়া পত্র লওন) সেলাম জাঁহাপনা! সেলাম, সেলাম বিবি সাহেব!

প্রস্থান

গুলা।—(স্বগতঃ) উত্তম প্রতিশোধ হয়েছে,—আজ্ এক বৎসর ধরে আমায় যেমন দুঃখানলে দগ্ধ ক'রেছে,—উপস্থিত তার ফল ভোগ কর।—চিরদিনের মত মতি মহল ত্যাগ কর। আজ্ আমার আনন্দের সীমা নাই, আমিই এখন সম্রাটের প্রধানা বেগম হলুম। জেরিনা রূপের অহঙ্কারে ধরাকে সরা জ্ঞান কর্ত্তে।—এখন কোথায় থাক্‌বে? রূপ যৌবন আর কাকে দেখাবে? মূর্খ সম্রাট কে তো এক কথাতেই বুঝিয়ে দিয়েছি। খোদা আছেন—খোদা—আছেন।—তাঁর কি বিচার নাই? আমার এই অতুল রূপরাশী এই ফুটন্ত ভরা

যৌবন কি বৃথায় যাবে? কখনই না—! যতক্ষণ,—না মৃত্যু সংবাদ পাচ্ছি ততক্ষণ নিশ্চিন্ত হতে পাচ্ছিনা! —(প্রকাশ্যে) নাথ! চলুন শয়নাগারে গমন করি।

সাজা।—চল,—কিন্তু আমার বুকের ভিতর কেমন ক'চ্ছে?

গুলা।—কেন সাজাদা—?—কি হয়েছে?

সাজা।—কিছুইত বুঝ্‌তে পাচ্ছিনা,—তুমি অগ্রসর হও,—আমি একবার প্রসাদে প্রহরীদের কার্য্য ছদ্মবেশে প্রত্যক্ষ ক'রে —তোমার নিকট গমন ক'র্ব্বো। চল—তোমার শয়ন কক্ষের দ্বার পর্য্যন্ত পৌছে দি।

গুলাব।—জনাব! আপনি অগ্রসর হন,—অমি পশ্চাৎ গমন কর্ব্বো।

সাজা।—তবে এস।

সাজাহানের প্রস্থান

গুলাব। একি হল? অকস্মাৎ এমন চিত্ত চঞ্চল হলো কেন? খোদা! সুখের রাজ্যে নিয়ে যেতে যেতে,—আবার সন্দেহ অন্ধকারে ডোবাও কেন? কি জানি তোমার মনে কি আছে এতক্ষণ কি সে বেঁচে অছে?—বোধ হয় না;—যাক্,—ভেবে কি ক'র্ব্বো—অদৃষ্টে যা আছে তাই ঘট্‌বে, অদৃষ্ট ভিন্ন গতি নাই।

গীত

নিদয় বিধি দুঃখিনী তনয়'পরে
কেন হও বাদী।
পাইয়ে না পাই হৃদে
মম হৃদি নিধি॥
নারীর বুকের ব্যথা,
মরমে রহেছে গাঁথা
ফাটে বুক বেদনায়—আঁখি ঝরে নিরবধি।
কাহারে জানাব জ্বালা—প্রাণহারা আমি বাঁদী॥

দ্বিতীয় দৃশ্য—উদ্যান।

নিশাচরীগণ সহ অদৃষ্ট দেবীর প্রবেশ।

অদৃষ্ট দেবীর গীত।

ফুরাল জীবন আয়ু আর কে রাখিবে তায়।
কঠিন কালের গতি—বল কে রোধিবে হায়॥

সুখ, আশা, ভালবাসা,
অলীক ভবের বাসা,
কত আশা লয়ে হৃদে—জীব আসে যায়।
অবশেষ সব শেষ অনন্তে মিশায়॥

নিশা সহচরীগণের গীত

হে সুধীর! হেলায় হারালে তুমি হৃদয়ের হার।
কোথা যাও—কার তরে—তারে কি পাইবে আর॥
ছলনার দাস হ'য়ে,
গেলে তারে ভুলিয়ে,
দিলে দুঃখ বিনা দোষে—সরল প্রাণে তার।
ছি ছি-ছি—ছলনে ভুলে হারালে সোনার হার॥

তৃতীয় দৃশ্য—প্রাসাদস্থ সোপান।

ছদ্মবেশে সাজাহান

সাজা—প্রাণটা কেমন কচ্ছে!—কে যেন কাতরে ডাক্‌ছে,—তাই যেতে যেতে ফিরে এলুম;—এমন অবস্থা তো আমার কখনও হয়নি,—জেরিনা কি নিরপরাধিনী? তাই পত্রের জবাব

দেওয়া অবধি প্রাণের ভিতর যেন দারুণ বেদনা উপস্থিত হয়েছে। সত্যসত্যই কি বিনা দোষে এক জনের সর্ব্ব-নাশ ক'র্লুম? গুলাব এত প্রফুল্ল কেন? কিছুই তো বুঝ্তে পাচ্ছিনি! নারীর প্রাণের কথা পুরুষে সহজে বুঝতে পারেনা না। প্রাণে কেমন অশান্তি বোধ হ'চ্ছে। জেরিনা ভিন্ন অন্য কোন বেগমই আমার প্রিয় ছিল না কিন্তু এক মুহূর্ত্তের মধ্যে এ আমায় কি ক'র এমন কল্লে? জেরিনা কে কঠিন দণ্ডে দণ্ডনীয় ক'রেছি—তাতে এর এতো আনন্দ, এতো আগ্রহ কেন? বোধ হয় কোন গুপ্ত ষড়যন্ত্র আছে। প্রাণে যেন কি একটা অজানা ভাব এসে নিদ্রায় ব্যাঘাৎ দিলে! মনে হলো—যাই—ছদ্মবেশে কারাগারে গিয়ে সেই যুবার নিকট জেরিনার সমন্ধে সমস্ত ঘটনা আদ্য পান্ত জেনে আসি,—তাই এ গভীর রজনীতে একাকী ফকিরের বেশে এখানে এসেছি। উপস্থিত কারাগারে গিয়ে যুবাকে ছল-নায় ভুলিয়ে—তার প্রাণের কথা সমুদয় শুন্তে হবে। যদি বাস্তবিক জেরিনার দোষ না থাকে,—তাহলে আবার তাকে নিয়ে মতি মহল আলো ক'রে বস্‌বো,—আর এই সয়তানী কে তার দণ্ডে দণ্ডিত কর্ব্বো। নিশ্চয় আমায় ছলনায় ভুলিয়েছে। গুলাব! তুমি জেরিনার বাঁদীর যোগ্য নও, আমি এখন বুঝ্তে পাচ্ছি—তুমি তার সর্ব্বনাশ সাধনের চেষ্টায় ফিরছ। কিন্তু সম্রাট কি তত মূর্খ যে তোমার ছলনায় ভুলে, জানের জানকে ত্যাগ কর্ব্বে? কখনই নয়! দুশ্চারিণী

অদ্য রজনীর সুখ নিদ্রা ভোগকর,—আগে কারাগার হতে ফিরে আসি—তার পর তোমার ছলনার শেষ কর্‌বো!

(প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য—উদ্যান।

গীত

"হে সুধির! হেলায় হারালে তুমি হৃদয়ের হার।
কোথা যাও কার তরে—তারে কি পাইবে আর॥
ছলনার দাস হয়ে,
গেলে তারে ভুলিয়ে,
দিলে দুঃখ বিনা দোষে সরল প্রাণে তার।
ছি—ছি—ছি ছলনে ভুলে হারালে সোনার হার॥

পঞ্চম দৃশ্য—কারাগার।

আয়সান

আয়।—খোদা! আমার কি পাপের সাজায়, এই দণ্ড বিধান কল্লে? আমি তো কখনও কোন পাপ করি নাই। জীবনের যত পাপ—এক ভালবাসা। খোদা! তুমিই তো আমার পরিচালক,—তুমি আমায় যেরূপভাবে চালাচ্ছ আমি সেই ভাবেই চালিত হচ্ছি। বাল্যে—পিতা মাতা ফাকি দিয়ে—দুঃখের বোঝা আমার মস্তকে অর্পণ করে ইহলোক ত্যাগ ক'রেছেন,—সেই অবধি খোদা তুমিই আমার পরিচালক, আমার অপরাধ কি? এ কঠোর দণ্ড যখন আমায় প্রদান ক'র্লে—তখন জীবিত রাখলে কেন? পিপাসায় আমার প্রাণ কণ্ঠাগত—কারাগারে সহস্র কীট অনবরত দংশন ক'চ্ছে। আর যে যন্ত্রনা সহ্য হয় না প্রভু!

(একজন ফকিরের প্রবেশ।)

একে! এ কি ক'রে এ ভীষণ কারাগারে প্রবেশ কল্লে? দয়াধার! অপনি কে? আপ্নি কি খোদার প্রেরিত কোন দূত?

ফকি— না ; আমি খোদার দূত নয়,—আমি সামান্য ফকির মাত্র তোমার দুঃখ মোচন ক'রবার জন্য এস্থানে এসেছি। আমায় তোমার পাপের কথা সব সত্য করে বল। আমি তোমার কারামোচন ক'রবো।

আয়। প্রভু! আপনি যেই হউন, আমার উপর যখন আপনার দয়া হ'য়েছে, তখন আমি আমার সব কথাই বল্‌ছি। আপনি প্রশ্ন করুন।

ফকি।—জীবনে জ্ঞানকৃত কোন ভীষণ পাপে লিপ্ত ছিলে?

আয়।—প্রভু! জ্ঞানে কি অজ্ঞানে কখনও কোন পাপ করি নাই।

ফকি। - পরস্ত্রী কামনা ক'রেছিলে কি?

আয়।—পরস্ত্রীর প্রতি কোন দুরভিসন্ধি আমার ছিলনা। তবে আমি জেরিনাকে প্রাণ অপেক্ষাও ভাল বাস্‌তেম্‌, বাল্যাবধি একত্রে অবস্থান হেতু—তার প্রতি আমার জীবনের সমস্ত ভালবাসা অর্পণ করেছিলুম, - কিন্তু সে যখন পরের বিবাহিতা হ'লো সেই সময় হতেই তাকে ভুলতে চেষ্টা ক'রেছিলুম, কিন্তু কিছুতেই ভুলতে পারি নি।

ফকি।— সে তোমায় কিরূপ ভাল বাস্‌তো?

আয়।—জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় আমার সহিত ব্যবহার ক'র্‌তো, কখনও সে আমায় কোন মন্দ অভিপ্রায় ব্যক্ত করেনি।

ফকি।—তুমি বিবাহের পর তার অঙ্গ স্পর্শ ক'রেছিলে?

আয়।—আমি ভাল বাসার প্রভাবে জ্ঞান হারিয়ে মোহবশে নিদ্রিতাবস্থায় তার হস্ত চুম্বন করেছিলুম।

ফকি।—কোরাণের দিব্য ক'রে বল দেখি—যে তার প্রতি তোমার কোন মন্দ অভিপ্রায় ছিলনা বা তারও কোন মন্দ অভিপ্রায় তোমার উপর ছিল না।

আয়।—খোদাকে সাক্ষী করে,—কোরাণ স্পর্শ ক'রে বল্‌ছি—বাল্যের পবিত্র ভালবাসা ভিন্ন, আমাদের কোন মন্দ অভিপ্রায় কারও মনে ছিল না। আর সেতো আমায় জান্‌তো না,—চিন্‌তো না; আমি তাকে শুধু দেখ্‌বো বোলে বাঁদী সেজে তার কাছে ছিলুম। সে আমায় এক দিনেরও জন্যে সন্দেহের চক্ষে দেখেনি। সে আমায় সদাই জিজ্ঞাসা কর্ত্তো—"বাঁদী, তুমি মলিনা কেন?"—আমি প্রাণের আগুণ ধৈর্য্যের মধ্যে চেপে রেখে—অন্যকথায়—সে কথা উড়িয়ে দিতুম! মোসাফের! দুনিয়ায় আমার মত কে আত্ম সংযম কর্ত্তে পারে? পিপাসায় শুষ্ক কণ্ঠ, সম্মুখে শীতল নির্ঝরিণী—দুরাশার দারুণ অন্ধকার—চক্ষের উপর পূর্ণিমার প্রাণ বিমোহিনী, আলোকরাশী—একদিকে ভীষণ দরিদ্রতা, অন্যদিকে অতুল ঐশ্বর্য্য! এ মনের অদম্য বেগ কে ফিরুতে পারে? দরিদ্র ভিক্ষুক কি রত্নের আদর পরিত্যাগ কর্‌তে পারে? তা পারে না,—কিন্তু তবে আমি পাল্লুম

কি ক'রে? ভালবেসে—! আমি তাকে ভালবেসে,—তার পায়ে প্রাণ ঢেলে দিয়ে,—তার গোলাম হয়ে—তবে মনকে প্রবোধ দিইছি। ভালবাসায় আত্ম বিসর্জ্জনই শ্রেষ্ঠ বস্তু! মনে ভাবতেম—আমি দীনহীন—পথের ভিখারী,—আমায় নিয়ে—সে কি সুখী হবে? সে একদিন গিয়েছে, যেদিন সেও দরিদ্র ছিল,আমিও তার সমান ছিলুম। তাইতে তখন প্রাণেপ্রাণে মিশিয়ে ছিল,—আজ সে ভুবনের সমস্ত ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বরী। আর আমি এই দীনহীন অনাথ,—আজ, অন্ধকারময় ভীষণ কারাগারে; কত প্রভেদ? সে কত উচ্চে—আমি কত নিম্নে—কিন্তু ভালবাসায় ও সব কিছুই দেখেনা - শুধু প্রাণ ভ'রে ভাল বাস্‌তে চায়। তার বিরহে—তার অদর্শনে—প্রাণে যেন ভালবাসার অতল সিন্ধু উথলে উঠে! প্রাণকে অতি দূরে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে। কি যেন এক অপূর্ব্ব ভাবে দিবারাত্র প্রাণ বিভোর হয়ে আস্‌ছে—তাকে ভুল্‌তেও চায়না,—তাকে দেখতেও চায় না—একি ভাব? কিছুই বুঝতে পারি না—এখন প্রাণে এক বেদনা এই যে—কেন আমি তার সর্ব্বনাশ কল্লুম? ভাল বেসে কি কেউ কারুর সর্ব্বনাশ করে? তবে আমি এ কাজ কেন কল্লুম? হে মোসাফের! আমায় কৃপা ক'রে বলুন.—আমার কি প্রায়শ্চিত্তে তার এই মিথ্যা কলঙ্করাশী মোচন হবে? কি ক'র্‌লে সে আবার—তার প্রাণপতিকে নিয়ে সাধের দুনিয়ায় সুখে দিন কাটাতে পারবে।

আমায় বলুন. আমি তার জন্য জীবন দিতেও কুণ্ঠিত নই, দয়া করে আমায় একটী উপায় বলে দিন।

ফকি।—(স্বগতঃ) ধন্য প্রেম! প্রেমের পরশে যুবার প্রাণ—অতি উচ্চে গমন ক'রেছে। (প্রকাশ্যে) ধার্ম্মিক যুবক! তোমার কোন চিন্তা নাই,—তুমি এখনই—এ ভীষণ যন্ত্রনা থেকে মুক্ত হবে,—তুমি তো অনাহারে আছ? তুমি কিছু আহার কর্ব্বে?

আয়।—না প্রভু! ও অনুরোধ আমায় ক'রবেন—না,—আর জীবনরক্ষার জন্য আমি কিছুই কর্ব্বোনা,—আমার প্রাণে দারুণ বেদনা উপস্থিত হয়েছে। নিরপরাধিনী সতীর প্রতি আমি কলঙ্ক অর্পণ করেছি—আর আমার জীবনে প্রয়োজন নাই, হৃদয়ের এ দারুণ অনল মৃত্যু ব্যতীত কিছুতেই নিব্বে না।

ফকি।—চল,—তোমায় আমি রাজপুর থেকে বাইরে নিয়ে যাই—তারপর তুমি তোমার ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য ক'র্বে।

আয়।—প্রভু চলুন.—আপনার চরণে এ দাসের কোটী কোটী সেলাম গ্রহণ করুন—আপনি আমায় কারা মুক্ত ক'চ্ছেন,—এতে আপনার তো কোন বিপদের আশঙ্কা নাই?

ফকি।—আমরা ফকির—ঈশ্বরের প্রতিনিধি স্বরূপ। আমাদের কোন বিপদেই ভয় নাই। আর.আমার উপর রাজাজ্ঞা আছে—আমি সব কত্তে পারি। তুমি চল.—তোমায় নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিই।

আয়।—চলুন,—(স্বগতঃ) মন! তবুও অবাধ্য হচ্ছ কেন? এক জনের সর্ব্বনাশ করেও কি তৃপ্ত হও নি? আর তাকে দেখতে সাধ ক'রো না—চল—এখন চির শান্তি ভোগ কর্ত্তে চল,—এ পাপ সংসার ত্যাগ করে খোদার রাজ্যে চল। সেখানে দুঃখ নাই,—প্রেমে বিরহ নাই, মিলনে বিচ্ছেদ নাই, —সেই দেশে যেতে হবে। তুবও মন তোমার আশা যে —একবার তাকে শেষ দেখা দেখে যাবে! ছি—ছি—মন! তোমার শাস্তি তুমি নিজে নেবে চল, আর তোমার কুহকে পড়বোনা,—তুমি শয়তান,—তোমার অসাধ্য কার্য্য নাই! চল, আত্মহত্যা তোমার উপযুক্ত পুরস্কার। আজ তোমায় সেই পুরস্কার দিয়ে তোমার লালসার শেষ কর্ব্বে চল। মোসাফের! আপনি আমার জীবন রক্ষা কল্লেন? কিন্তু আপনার পরিচয় জান্‌তে পাল্লুম না। দয়া করে আপনার পরিচয় প্রদানে দাসের কৌতূহল চরিতার্থ করুন।

ফকি।—যুবা! আমার পরিচয় জান্‌তে তোমার সাধ হয়েছে? আচ্ছা আমি তোমার সে সাধ পূর্ণ কচ্ছি। (বেশ পরিবর্ত্তন ও সম্রাটরূপ ধারণ) এখন আমায় চিন্‌তে পাচ্ছ কি?

আয়।—একি? জনাব!—দিল্লীশ্বর!! জাহাপনা! দাসের প্রতি এত কৃপা? (হাটু গাড়িয়া উপবেশন)

সাজা।—আয়সান! উঠ—তুমি আমার বন্ধু,—তোমার উপর আমি মিথ্যা সন্দেহ করে—তোমায় অনেক কষ্ট দিইছি,—সে সব কথা ভুলে যাও।— পাপীয়সী গুলাব বেগমের ছলনায় পড়ে,—আমি একজন নিরপরাধিনী কামিনীর প্রতি অযথা কঠোর দণ্ডের আজ্ঞা দিইছি;—তুমি যদি আমার মনের সংশয় দূর না কত্তে,—তাহলে তার ভবিষ্যৎ কি ভয়ানকই হ'তো—তা ভাবনায় স্থির করা যায় না। আয়সান্ আজ হতে তুমি রাজপুরে আমার বন্ধুর ন্যায় অবস্থান কর্ব্বে।

আয়।—জনাব! দুনিয়ায় ধর্ম্ম নাই,—তাহলে ছলনার স্রোত এত প্রবল বেগে বইবে কেন? এক জনের প্রাণের উপর অন্যে দাগা দেয় কেন? সম্রাট! জানিনা ছলনার ফল কত দূর গড়িয়েছে,—আমি—মানষ চক্ষে দেখতে পাচ্ছি—পরিণাম অতি ভীষণ!—সে অভিমানিনী,—তার সরল প্রাণের উপর এত ব্যথা—সে সইবে কেন? খোদা! তোমার মনে কি আছে জানি না।

সাজা।—আয়সান্! যাও—তুমি একটু বিশ্রাম করগে,—আমিও আমার পিয়ারকে দেখে আসি, অবলা সরলা আমার ব্যবহারে হৃদয়ে না জানি কত বেদনাই অনুভব ক'রেছে।

আয়।—সাহান্সা! ক্ষুদ্র প্রাণী এখনে একটী কথা বল্তে সাহসী হয়েছে,—দোষ কার?

সম্রা।—সত্য,—দোষ আমার ;—আর সেই পাপীয়সী পিশাচী গুলাব বেগমের—পাপের প্রায়শ্চিত্তে সেই দুষ্টা রমণীর—আমি ভীষণ দণ্ডের ব্যবস্থা ক'রবো। সয়তানী আমার সুখের বাসা ভেঙ্গে দিতে চায় ;—কল্যই এর প্রতিফল দেব।

আয়।—সম্রাট! এ কথা কি কল্য পর্য্যন্ত মনে থাক্‌বে ?

সাজা।—জান আয়সান্! দিল্লীশ্বরের ক্রোধাগ্নি বড় ভয়ানক, সে অনলের এক স্ফুলিঙ্গে দুষ্টা নারী তৃণবৎ ভস্মীভূত হবে,—আমার সুখের পথে কণ্টক হবে—তবে কটীতটে এই সহস্র সহস্র শত্রুর শোণিত পানাশক্ত করাল কৃপাণ কেন ? দিল্লীর তক্তে বসে, দিলীশ্বর নাম নিয়ে কি ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গের শত্রুতায় ভীত হব ? হজরৎ সেরূপ কর্ত্তব্য আমার ললাটে লেখেন নাই।

আয়।—জাহাপনা! রাত্র অধিক হয়েছে—আপনি বিশ্রামার্থে গমন করুন,—কল্য প্রাতে আবার চরণ দর্শন করবো।

সাহা।—তুমিও বিশ্রামার্থে অগ্রসর হও. কল্য প্রভাতে আমার সহিত সাক্ষাৎ করো।

(প্রস্থান)

আয়।—প্রাণ! চলো,—আর তো তোমার কোন কার্য্য নাই। তবে শেষ সময় চিরদিনের মত একবার জেরিনাকে দেখে

যাই। খোদা! শুধু আমার আশাই সার হ'লো। আশার আগুণে পুড়তে পুড়তে এ পাপজীবন ত্যাগ কর্ব্বো—জেরিনা কি আমার বেঁচে আছে? বোধ হয় সে এতক্ষণ প্রাণত্যাগ ক'রেছে। তার সরল প্রাণে কি কখনও দারুণ ব্যথা—ছলনার প্রবল গরল সইতে পার্বে? কখনই না। আমার প্রাণ যেন অন্তরে মহা হাহাকার কচ্ছে, যাই একবার গিয়ে দেখি। মনতো কিছুতেই স্থির হচ্ছেনা—যাই,—যা হবার হবে!

(প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য

আরাম বাগ—পর্ব্বত মধ্যস্থ কারাকক্ষ।

জেরিনা

জেরি।—দিনের পর দিন যায়, আবার দিন আসে; কিন্তু মানবের অদৃষ্ট হতে যা একবার গত হয়, আর কি তা ফিরে আসে? বিশেষতঃ নারীর হৃদয়ের সার প্রণয়ধন, সেই ধনে একবার

বঞ্চিত হ'লে আর কি সে সার বস্তু ফিরে পায়? হৃদয়েশ্বর! কি আমার উপর কৃপা কর্‌বেন্ না? নাথ কি এত কঠিন? তিনি কি বুঝেন নাই—যে, আমার জীবন ধরবার আর কোন প্রয়োজন নাই। সংসারের সার, হৃদয়ের সার, নারী জীবনের প্রধান লক্ষ্য, হৃদ-আকাশের ধ্রুবতারা হারা হয়ে আমি কি সুখের আশায় এ পৃথিবীতে কলঙ্ক পসরা মস্তকে নিয়ে, মূল্যহীন জীবনের ভার বহন ক'র্ব্বো? বড় দুঃখ, বড় তাপ, এ তাপ কি নারীর দুর্ব্বল হৃদয় সহ্য কর্‌তে পারে, এ তাপে আমার ক্ষীণ অন্তর চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে অণু পরমাণুরূপে কোথায় মিশিয়ে যাবে তার কিছুই স্থির নাই। উঃ! দারুণ পিপাসা বড় তৃষ্ণা, প্রাণ যেন হৃদয় ভেঙ্গে বেরুতে চাচ্ছে। খোদা! একি কল্লে? আজ আমার জনক জননীর কথা মনে পড়্‌ছে, আজ আমার শৈশবের সেই পর্ণকুটীরের কথা মনে পড়্‌ছে—সেই পিতামাতার স্নেহ, সোদরার আদর—আত্মীয় স্বজনের অতুল ভালবাসা, আর যার জন্য আমার এই সর্ব্বনাশ সেই হতভাগ্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কথা মনে পড়ছে, যদিও আমার ভাই ছিল না, তথাপি সে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অপেক্ষা প্রিয়তর ছিল, কি দুর্দ্দৈব! ভাই বহিনে কলঙ্ক! খোদা! এখনও কেন আমায়—তোমার চরণে স্থান দিচ্ছনা? উঃ! দারুণ পিপাসা! বুক পুড়ে গেল, হৃদয়ে দারুণ শেল বিদ্ধ হচ্ছে। এ আগুনের জ্বালা জুড়াতে যদি সাগরে ডুবি,

সাগর শুখিয়ে যাবে—এ পোড়া জীবনের উত্তাপে চারি দিক দগ্ধ হবে! এ পোড়া প্রাণের উত্তাপ ধরা কি সইতে পারবে? এখনও তো সইছে, কৈ এখনও তো আমায় তার অন্তরে গ্রাস কচ্ছে না? কি কর্ব্বো কোথায় যাব! কোথায় গিয়ে শান্তি পাব! আমার যে বড় আশায় ছাই পড়লো! আমার অতৃপ্ত অন্তরের যে কোন আশা মেটেনি হৃদয়ের স্তরে স্তরে এখনও সাধের লহর উথলে উঠ্‌ছে, এ ভরা যৌবনের অদম্য পিপাসা যে সবই অতৃপ্ত রয়েছে। খোদা! চির দুঃখিনীকে কেন রাজরাণী ক'রেছিলে? আবার কেনই বা তাকে দুঃখের দারুণ কোলে অর্পণ কল্লে? দুঃখিনী জননীর ক্রোড়ে—দুঃখিনী সন্তান জন্মেছিলেম, দুঃখেই এ জীবন কেটে যেত, তবে প্রভু কেন প্রথমে স্বর্গের রত্ন সিংহাসনে বসিয়ে—আবার কেন নরকের অভ্যন্তরে ডুবিয়ে দিলে? কি ক'র্ব্বো? বড় জ্বালা বড় জ্বালা, এ তাপ কিসে দূর হবে? আচ্ছা এখনও রিজি এলোনা কেন? বোধ হয় তাঁর সন্দেহ দূর হয়েছে, বোধ হয় তিনি এখানে আসছেন, তাই এত বিলম্ব হচ্চে, খোদা! মনে যে আমার আবার আশার বাতাস বইছে!

(রিজিয়ার প্রবেশ)

রিজি! রিজি! প্রাণেশ্বর কি এসেছেন?

রিজি।—(কাঁদিতে কাঁদিতে) না, তিনি আর আস্‌বেন না এই চিঠী নাও।

জেরি।-(পত্র পাঠ করিয়া হা হুরাদৃষ্ট,—হা খোদা! শেষ এই পুরস্কার দিলে? ভালবাসার এই প্রতিদান? রিজি! এ চিঠী কি সাহান্‌সা নিজে লিখেছেন? না, তাঁর বেগম লিখে দিয়েছে?

রিজি।—সখি! সে সব কথা তোমার শুনে আবশ্যক নাই—সে কথা শুন্‌লে তুমি এখুনি মারা যাবে।

জেরি।—তুই বল, আমার এ পাপ প্রাণ যদি এখনি যায়,—তা হলেতো সব জ্বালা জুড়িয়ে যাবে। তাহলে সারা জীবন জ্বলব কি করে? তুই সব কথা আমায় বল,—আমার মন কিছুতেই স্থির হচ্ছেনা।

রিজি।—সখি! তুমি জাননা যে তোমার শত শত শত্রু রাজপুরে অবস্থান কচ্চে—তোমার উপর শত্রুতা সাধনের উপযুক্ত সময় পেয়েছে, তাই তারা আহ্লাদে আত্মহারা হ'য়েছে। বাদসাই তোমার নাম শুনে তোমায় কত গাল দিলেন, আর গুলাব বিবিকে চিঠীর জবাব দিতে বল্লেন, সে তার মন মত কথাগুলো লিখে দিলে। সই, আমায় বিদায় দাও, আর আমি এস্থানে থাক্‌বো না। আমার প্রাণ বেদনায় অস্থির হ'চ্ছে। যেথায় এত অবিচার, এত অত্যাচার সেথায় থাক্‌ব না। সই আমায় মাপ কর যদি জীবনে কখনও তোমার কিছু উপকার কর্ত্তে পারি তা হলেই আবার মুখ দেখাব, নতুবা এই শেষ।

রিজিয়ার গীত

এ মরম জ্বালা কেমনে ভুলিব সই ?
দুঃখেতে অন্তর কাঁদে কেমনে হেথায় রই।
সতিনীর ছলে ভুলে,
প্রাণে দেবে গরল ঢেলে,
দারুণ সে বিষানল কেমনে সহিবি তুই।
হেরিব না নারী বধ—তাইতো বিদায় হই।

(রিজিয়ার প্রস্থান)

জেরি।—(কাঁদিতে কাঁদিতে) প্রাণ, তোমার তো সব আশার শেষ হলো, আর কেন ? এখন তোমার শেষ কাজ তুমি কর্ব্বে চল। আর রোদনে ফল কি ? দীনার রোদনে তো কেউ কর্ণপাত কর্ব্বে না—যখন ম'র্ব্ব তখন আর কি ? খোদা! আমার হস্ত পদ অবশ হ'য়ে আস্ছে। এ সময় একটু বল দাও। তোমার কমল চরণে প্রাণ সমর্পণ করি—এ তাপ হতে মুক্তি দাও। আথি আবার দেখি, আমার প্রাণেশ্বর আমায় কি আজ্ঞা করেছেন। (চিঠি গ্রহণ ও পাঠ করণ) ভারত সম্রাট! দুনিয়ার মালিক! ন্যায় ধর্ম্মের প্রতিমূর্ত্তি, দাসীর সর্ব্বস্ব ধন! তোমার আজ্ঞায় আমি আত্ম হত্যা ক'রে মর্‌বো। তোমার বদন কমল নিঃসৃত হুকুম আমি প্রতি ছত্রে ছত্রে পালন কর্‌বো। কিন্তু নাথ!

গুলাব বেগমের ছলনায় শেষ আমার এই পরিণাম ঘট্‌লো তাই ভেবে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। প্রাণেশ্বর! তুমি যদি সম্মুখে দাঁড়িয়ে আমায় বিষ খেতে বল্‌তে তা হলে আমি বড় সুখে মর্ত্তে পাত্তুম। কিন্তু নাথ! সে টুকু দয়া আমার উপর হোল না। আমি সম্পূর্ণ নিরপরাধিনী আমার কোন অপরাধ নাই। দুনিয়ার বিচারপতি তোমার কাছে আমি সুবিচার পেলুম না, কিন্তু সেই দীনের পিতা দুনিয়ার মালিকের নিকট নিশ্চয়ই সুবিচার পাব, তার আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই. সে মালিক সকলকে সমান চক্ষে দেখেন তাঁর কাছে ধনী নির্ধন নাই, তাঁর কাছে সবাই সমান। সাহানসা! দুঃখিনী এ প্রাণকে অতি তুচ্ছ ভাবে দেখে। তবে তোমার জন্যে এ প্রাণের কদর হয়েছিল। তোমার সেবার জন্যে এ প্রাণের দাম ছিল। যখন তোমার সেবায় লাগ্‌লো না, তুমি ঘৃণা ক'রে পায়ে ঠেল্‌লে তখন আর এ প্রাণে কোন আবশ্যক নাই। নাথ মনে বড় সাধ ছিল, যে মরবার পূর্ব্বে তোমায় একবার দেখে যাব, কিন্তু সে সাধ আমার অপূর্ণ রইলো। চন্দ্রিমার সুবিমল আলোকে মর্ত্তে সাধ ছিল, কিন্তু চাঁদ অনেক রাত্রে উঠ্‌বে, ততক্ষণ প্রাণ ধর্ত্তে পার্‌বো না। নির্ঝরিণীর তীরে শুয়ে জ্যোৎস্নার আলো গায়ে মেখে নব নব তৃণগুচ্ছের শয্যায় তোমার ক্রোড়ে মস্তক রেখে এ পাপ প্রাণ ত্যাগ ক'রে যাব, কিন্তু সে সব সাধ আমার মনে থরে থরে

সাজান রইলো, এক অনুরোধ এই পার যদি এই আশা গুলিন আমার পূর্ণ কর। আর নিশানাথ তারারাজী সহ সুনীল অম্বরে প্রকাশিত হলে আমার দেহ সমাহিত ক'রো ; আর সে স্থানে কোন পাহারা রেখে আমার চির নিদ্রার শান্তি সুখ ভোগে ব্যাঘাত ক'রোনা। এইত আমার হস্তে প্রাণেশ প্রদত্ত হীরকাঙ্গুরি, এতো বিষের আকর, এর প্রভাবে মুহূর্ত্ত মধ্যে এ কঠোর দুনিয়া ত্যাগ কর্ত্তে পার্ব্বো, তবে আর কেন, সাহাজাদা যে জিনিস একদিন আদরে আমায় উপহার দিয়েছিলেন সেই অঙ্গুরীয়কের ভীষণ হলাহল আজ অতি যত্নে পান করছি আপনার সাধের উপহারে আজ আমার বড় সাধের জীবন বিসর্জ্জন দিলুম। প্রভু ! প্রাণেশ ! হৃদয়েশ্বর তবে চল্লেম। (হীরকাঙ্গুরী মুখে প্রদান) খোদা ! তুমি দয়াময় ! তোমার দুঃখিনী কন্যা তোমার চরণে প্রাণ অর্পণ করলে, কৃপা ক'রে দাসীকে পদে স্থান দিও। আর তুমি দীনার পিতা তাই তোমার নিকট মৃত্যুর পূর্ব্বে প্রার্থনা যে আমার জীবনাধারকে এই সময় একবার দেখিও।

জেরিনার গীত

সুখ আশে ভাল বেসে গরলে হয় তনু শেষ।
এ সময় কোথা আছ দেহ দেখা হৃদয়েশ।
দুঃখিনীর তনয়া ছিনু,
কি সুখেতে রাণী হনু,

(আমার) সুখ নিশি পোহাইল মরি অবশেষ।
ছলনার লীলা হেথা,
কে বুঝিবে মোর ব্যথা,
তাই চলিনু অমর বাসে
সেথা নাহি হিংসা দ্বেষ।

(জেরিনার ভূতলে পতন)

সাহান্সার প্রবেশ ও জেরিনার মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ

সাজা।—একি! প্রিয়ার মুখ চন্দ্র এমন বিবর্ণ হয়ে গেছে কেন? জেরিনা! প্রাণেশ্বরী! (নিকটে গমন ও সম্মুখে উপবেশন) তোমার কি হ'য়েছে! প্রিয়ে কথা কও, একবার চক্ষু মেলে চাও! দেখ তোমার গোলাম তোমার সম্মুখে উপস্থিত। প্রিয়ে কথা কও! বল কি করেছ বল?

জেরি।—(জড়িত কণ্ঠে) প্রাণেশ্বর! এসেছ? আমার মন আশা পূর্ণ হোল। আমি তোমার হুকুমে বিষ পান করেছি।

সাজা।—এঁ্যা এঁ্যা! সত্যি কি আমার সর্ব্বনাশ ক'রেছ? প্রিয়ে জেরিনা! গোলাম তোমার কদর বুঝ্‌তে পারে নি তাই তোমায় অবিশ্বাসিনী ভেবে ছিল! প্রিয়ে অধীনকে ক্ষমা কর। তোমার গোলামকে ছেড়ে যেও না, হকিম ডাক কে কোথায় আছিস হকিম ডাক।

জেরি।—নাথ! আর এখন সময় নাই।

সাজা।—কে আছিস্ হকিম আন্ হকিম আন্, কেউ কি হেথায় নাই? হকিম আন; খোদা! কি কল্লে? আমার জান কেড়ে নিলে? হকিম ডাক—হকিম ডাক—

জেরি।—প্রাণেশ! হকিম কি কর্ব্বে? আমি যে বিষ খেয়েছি, আর আমি ফির্‌বো না। আমার শেষ সময় উপস্থিত।

সাজা।—হকিম ডাক। হকিম ডাক। জেরিনা! পিয়ারী! কেন এমন কুকাজ কর্‌লে? কেন আমায় চিরজীবনের মত জানে মাল্লে?

জেরি।—আর উপায় নাই, একটু পূর্ব্বে এলে আমি বাঁচ্‌তে পাত্তুম, এখন বিষে সর্ব্ব শরীর আচ্ছন্ন করেছে, আর বাঁচ্‌তে পাচ্ছিনা, প্রাণ—যা—য়—ত—বে—না—থ—চ—ল্লে—ম—র—সু—ল—আ—ল্লা—! (মৃত্যু)

সাজা।—জেরিনা! সত্যই কি আমায় ত্যাগ ক'ল্লে? আমি নব-পিশাচ তুমি স্বর্গের অপ্সরী;তোমার প্রেমে আমি উপযুক্ত নই। তোমায় আমি চিন্‌তে পারিনি! আমি হতভাগ্য তাই এমন প্রেমের ছবি হৃদয়ে পেয়ে হেলায় হারালেম। প্রিয়ে! কথা কও, একবার কথা কও! তুমি তো কখনও আমার অবাধ্য হওনি। তবে আজ্ এমন নিদয় হলে কেন? একবার চাও, একবার কথা কও! দেখ, তোমার জন্যে প্রাণ যায়।

(ঘরের দ্বার ভাঙ্গিয়া ছুরিকা হস্তে আয়সানের প্রবেশ)

আয়।—কে-রে, আমার জীবন সঙ্গিনীকে কেড়ে নিলে? এই

যে আমার বাল্য সঙ্গিনী, জেরিনা! তুমি প্রাণত্যাগ ক'রেছ? তুমি ম'র্ব্বে তা আমি পূর্ব্বে জান্‌তুম। কিন্তু আমার হৃদয়ে দারুণ খেদ রইলো। আমিই তোমায় মার্‌লুম ভালবেসে তোমায় মাল্লুম—আমার এ জ্বালা কিসে নির্ব্বাণ হবে? কি করে মনকে প্রবোধ দেব? খোদা! তোমার মনে এই ছিল আর ভয় করিনা—উচ্চৈঃস্বরে বল্‌বো তোমায় ভালবাসি—কিন্তু কৈ তুমিতো শুন্‌লেনা? তোমায় শোনাব এখনি তোমার কাছে যাব, আর কার জন্যে এ ছলনার দুনিয়ায় থাক্‌বো!

সাজা।—যুবা! এসেছ? কি দেখ্‌তে এসেছ? তোমার বাল্যসঙ্গিনী চিরদিনের মতন আমাদের ফাঁকি দিয়ে চলে গেছে।

আয়।—নরাধম! তুমি পিশাচ! পশু—রত্নের আদর তোমার কাছে কি করে হবে?

সাজা।—যুবা কথায় আমার কি হবে? আমায় বধ কর্ত্তে পার তা'হলে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়। যুবা এই নাও—এ অনেক শত্রুর উষ্ণ রক্ত পান করেছে, নাও, আমার তপ্ত শোণিতে এর প্রাণ শীতল কর।

আয়।—আর না, আর না, সে চলে গিয়েছে, সে চলে গিয়েছে, সে চলে গিয়েছে। আর থাক্‌বো না, দাও, দাও, আমায় দাও।

সাহানসার হস্ত হইতে তরবারী গ্রহণ

জেরিনা! তোমার কাছে চল্লুম, প্রিয়ে আর ভয় নেই, আর তোমায় কেউ অলীক অপবাদ দিতে পারবে না। নর-পিশাচ তুই নিজের পাপের ফল নিজে ভোগকর (বক্ষে আঘাত ও পতন) জে—রি—না—তোমার কা—ছে—চ—ল্লু—ম। (মৃত্যু)

সাজা।—কি কল্লুম,—কি কল্লুম,—হেলায় রত্ন হারালুম, আমি দুনিয়ার মালিক, আমার কি এই উপযুক্ত কার্য্য? নিরপরাধে সোণার পরীকে বধ কল্লুম, জেরিনা! তুমি স্বর্গের পরী, তোমার প্রেমের মাহাত্ম্য, আমি পশু বুঝ্‌তে পারি নাই। তুমি পিশাচের হস্তে তোমার পবিত্র প্রেমপূর্ণ প্রাণকে সমর্পণ করেছিলে আমি নরপশু, সে অমূল্য রত্ন চরণে দলিত কল্লুম-হজরৎ! আমি দিল্লীশ্বর? আমি কি ভারত সম্রাট? আমার শক্তি হরে নিলে কে? বুঝেছি। আমি আমার গৃহলক্ষ্মীকে হারিয়েছি তাই আমি এত দুর্ব্বল। সর্ব্ব শরীর কাঁপ্‌ছে—আর এ দেশে থাক্‌বো না, রাজ্য পাট সব ছারখার যাক? আমি ফকিরি নিয়ে বিজন বনে গিয়ে জেরিনার নাম জপ ক'ববো,—তার কবরে দিবা রাত্র অশ্রুজল ত্যাগ কর্‌বো, যত দিন বাঁচবো পিয়ারের কবরই আমার বাসস্থান, আর কোথাও যাব না। আর এক কাজ আছে। পাপীয়সী গুলাব বেগমকে জীয়ন্তে কুক্কুর দিয়ে খাওয়াব। তার জন্যেই আমি হৃদয়রাজ্যের রাণীকে হারা হ'য়েছি। সেই সর্ব্ব-

নাশীই আমার মস্তকের কহিণুর মস্তক চ্যুত করে অতল সাগরে চিরদিনের জন্য নিমজ্জিত ক'রেছে। তার প্রতিশোধ পূর্ণমাত্রায় দিয়ে যাব।—কি ভয়ানক! কি ভয়ানক রক্তস্রোত! আমায় বধ কর, আমায় বধ কর, উঃ! আর দেখ্‌তে পারি না! আর দেখ্‌তে পারি না! যমদূত আমায় ধত্তে এসেছে, ঐ আস্‌ছে, ঐ আস্‌ছে কোথায় যাব, কোথায় পালাব, কোথায় গিয়ে পরিত্রাণ পাব রক্ষা কর, রক্ষা কর, কি বিভীষিকা! কি বিভীষিকা! ভীষণ পরিণাম! ভীষণ পরিণাম!

(মূর্চ্ছিত হইয়া পতন)

সপ্তম দৃশ্য—বনপথ।

মহম্মদ প্রেরিত দূতগণের প্রবেশ ও গীত

দুনিয়ামে জনম লেকে সবকই আতা হ্যায়
দু রোজ বাদ সব কুছ ফরসা সবহি চলা যায়।
কই নেই যায়েগা সাত্‌,
ন কৈছে হোগা কুছ বাত্‌,
পড়া রয়েগা দৌলত দুনিয়া আদ্‌মী না সমঝায়!
দুখ্‌মে গিরকে সব খোয়ায়কে পেছুমে পস্তায়।

ক্রোড় অঙ্ক

প্রেমরাজ্য—স্বর্গ।

শূন্যে জেরিনা ও আয়সানের ছায়ামূর্ত্তি নিয়ে হুরিগণের গীত।

প্রেমের এ মধুর লীলা বুঝ্‌তে নারে নরে।
মজ্‌তো যদি প্রেম রসেতে প্রেমিকা থাক্‌তো আদরে।
প্রেম নারীর পরম ধন,
প্রেম প্রেমিকার জীবন,
যে বুঝেছে প্রেম গলেছে সে
প্রেম ছবিতার হৃদয় 'পরে।
কান্না হাসি মান অপমান
যতনে সে হৃদে ধরে।
নিঠুর ছলের বাতি জ্বেলে দিলে,
তাইতো সতী প্রাণ হারালে,
চলে গেল অমর বাসে প্রেমের গরব ভরে
যাও দেখে যাও,
প্রাণে বুঝে নাও,
কর না প্রেম এমন করে।

যবনিকা পতন।

জেরিনা

প্রস্তাবনা

পর্ব্বতগাত্রে নির্ঝরিণী।

সূর্য্য অস্তাচলগামী—ধীরে ধীরে সন্ধ্যাদেবীর আবির্ভাব।

সন্ধ্যাদেবীর গীত।

হ'ল দিন অবসান।
দিনমণি অদর্শনে কমলিনী ম্লয়মান।
কুমুদিনী আমোদিনী,
হাসিছে ঐ প্রমোদিনী,
পিবে সুধা সুধাকরে তাই খুলিছে বয়ান।
কেউ কাঁদে কেউ হাসে উল্লাসে বিভোরা প্রাণ।

তারারাজি সহ নিশানাথের উদয়।

গগনবিহারিণী নিশাচরীগণের আবির্ভাব ও গীত।

বিভাবরী সমাগমে চলোলো রঙ্গে রঙ্গিণী।
নাচাব কাঁদাবো হাসাব মাতাব আয়লো আয় সঙ্গিনী।
রঙ্গে ভঙ্গে ভ্রমিব ভুবন,
ভ্রুভঙ্গে ভুলিবে ভব-জন-মন,
প্রেমিক-প্রেমিকা নায়ক নায়িকা হবে আমোদী আমোদিনী
উল্লাসে গাইবে বিচ্ছেদে কাঁদিবে করি এ রঙ্গ মোরা রঙ্গিণী
নিশিথিনী সনে করি বিচরণ,
বিজনে বিপিনে প্রাসাদে গমন,
অনাথ কুটীরে-বিলাস মন্দিরে-শ্মশান সাগরে পর্ব্বত কন্দরে
অনিলে সলিলে বিহারিণী।
শান্তি অশান্তি জীবের নিয়তি নেহারি রঙ্গে, সঙ্গে যামিনী।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।—আরামবাগ—মতিমহল।

বাঁদীগণের গীত।

(নাগরী) তোর চাঁদ মুখেতে কেন কেন মধুর হাসি নাই
হৃদয় রতন না হেরে সই—বিমন বুঝি তাই।
তোর নাইকো প্রেমের জোর,
নাগর হয় নাকো বিভোর,
প্রাণ না নিয়ে প্রাণ দিয়েছ, কাঁদছ এখন তাই!
বুঝতে নারি—মোরা নারী—তোমার প্রেমের বাই।

রিজিয়া।—বেগম সাহেব! আপনি এত বিমর্ষ হলেন কেন? সসাগরা ধরণীর ঈশ্বর যার চরণে বাঁধা, তার মনে আবার কিসের দুঃখ? বল সই! প্রাণ খুলে বল, তোমার প্রাণে কিসের ব্যথা, আমায় বল, আমি তো ঐ চরণের দাসী, দাসীকে প্রাণের কথা বল্‌তে কুণ্ঠিত হয়ো না।

জেরিনা।—সখি! ও কথা বোল'না, আমায় অপরাধী কর'না আমি ভুবনেশ্বরের চরণের দাসী, আমার ভাগ্য অতি উচ্চ, তাই সাহান্‌সা আমায় শ্রীচরণের বাঁদী করেছেন, আমি প্রতি পলে, প্রতি মুহূর্ত্তে, ঈশ্বরের নিকট করজোড়ে প্রার্থনা

কচ্ছি, যেন জাঁহাপনার কৃপা মরণাবধি সমভাবে থাকে; সখি! মনে ভাব তাঁর কত শত ভুবনমোহিনী সৌন্দর্য্য-শালিনী বেগম রয়েছে,—তবু তিনি তাদের ছেড়ে, আমায় নিয়ে থাকেন, এ তাঁর অতুল কৃপা, তিনি করুণার ঈশ্বর, তাঁর কৃপার সীমা নাই।

রিজি।—তবে সখি তুমি মলিন হও কেন?

জেরি।—সখি! তাকি বোঝ না,—নিশানাথের বিরহে কুমুদিনী যেমন মলিনী হয়, আমিও সেইরূপ আমার প্রাণপতির অদর্শনে বিমনা, শ্রীহীনা। সখি! তিনি এই দীন হীনা বাঁদীকে কৃপায় রাজরাণী ক'রেছেন, যদি তিনি আমায় পত্নীরূপে গ্রহণ না কর্ত্তেন, তাহ'লে কালের ভীষণ স্রোতে কোথায় মিশিয়ে যেতুম তার কিছুই স্থির হতো না। তিনি আমায় তাঁর বিশাল হৃদয়ের একমাত্র অধিকারিণী ক'রে-ছেন, তার প্রতিদান আমি কি কর্ত্তে পেরেছি? এ ক্ষুদ্র প্রাণ ভিন্ন আর আমি তাঁকে কি উপহার দেব? আমার কি শক্তি যে তাঁর মনোরঞ্জন করি! তবে তিনি কৃপায় আমায় পদে স্থান দিয়েছেন তিনি পরম প্রেমিক! প্রেমের চক্ষে তিনি আমায় সুন্দর দেখেছেন, তাই তিনি আমায় ভাল-বেসেছেন। তাঁর রূপে আমার প্রাণ ভরে গেছে, তাঁর ভালবাসায় আমি আপনাকে হারায়েছি। তাঁর কৃপায় আমি আজ নারীকুলের শ্রেষ্ঠ হ'য়েছি, এ আমার গৌরবের কথা, সই! মনে হয় সদাই তাকে মুখে মুখে, বুকে বুকে

রাখি। এক পলও তাঁকে চোখের অন্তরাল হতে দিতে প্রাণ যেন কেমন করে। আজ তাঁর সকাল সকাল দাসীকে দর্শন দিতে আসবার কথা, কিন্তু কি জানি, কেন এখনও এলেন না। তাই সই প্রাণ কাঁদছে,—সই আমার প্রাণে সদাই উদয় হয়—যেন কে আমার হৃদয় পিঞ্জর ভেঙ্গে আমার প্রাণ পাখীকে কেড়ে নেবে! সই! তাই তাঁর অদর্শনে প্রাণ অস্থির হ'চ্ছে।

বাঁদীগণের গীত।

প্রাণ খুলে সই প্রাণের কথা বলিস্ নাগরে।
(তোর) প্রাণের বেদন রবেনাকো ভাস্‌বি সুখ সাগরে॥
ঈষৎ হাসি হেসে মুখে,
নয়ন বাণ হান্‌বি বুকে,
মরম বিঁধে—প্রাণ কেড়েনে রাখিস্ সদা অঘোরে।
বাঁধ্‌বি জোরে প্রেমের বাঁধন ঝর্‌বে বারি পাথরে।

খোজার প্রবেশ

খোজা।—বেগম সাব! বাদসাহ আপ্‌কো মহাল্‌মে আতেহেঁ।

জেরি।—জাঁহাপনাকে গিয়ে দাসীর সেলাম দাও, আর বোলো, দাসী তাঁর অদর্শনে বড়ই কাতরা হয়েছে, অতি সত্বর দাসীকে একবার দর্শন দিতে আজ্ঞা হয়।

খোজা।—যো হুকুম, বেগম সাব! সেলাম।

প্রস্থান

বাঁদীগণের গীত।—

ওলো! কেন ধনি, বিষাদিনী এসেছে নাগর।
পারিস্ যদি রাখ্‌তে বেঁধে বুঝ্‌ব তবে প্রেমের জোর
প্রেমের হারে প্রেম শিকলে,
রাখ্‌বি বেঁধে ছলে বলে,
(যেন) ফাঁকি দিয়ে না যায় চলে, চতুর মন চোর;
নাগরের বদন দেখে—আপন ভুলে হস্‌নিকো বিভোর।

(বাঁদীগণের প্রস্থান)

সাজাহানের প্রবেশ।

জেরি।—সম্রাট! বাঁদীর সেলাম নিন্, দাসী কি চরণে কোন অপরাধিনী হ'য়েছে? তাই জাঁহাপনার আজ এত বিলম্ব?

সাজা।—জেরিনা! তোমার রূপ সাগরে আমি দিবা রাত্র ডুবে আছি, কখনও তো তোমা ছাড়া নই, তবে পিয়ারা! একথা কেন?

জেরি।—ভারত ঈশ্বর! আম্রার হৃদয় ঈশ্বর! বাঁদীর আশা বড় অধিক, দাসীর বাসনা আপনাকে কখনও চক্ষের অন্তরাল কর্ত্তে না হয়। জনাব! বাঁদীকে পায়ে স্থান দিয়েছেন, তাই তার প্রাণের আশা সীমা অতিক্রম ক'রেছে, তাই সে তার হৃদয় রাজ্যের রাজাকে—সদাই হৃদি সিংহাসনে বসিয়ে রাত্রি দিন পূজা করে। হৃদয়েশ্বর! দাসীর বাসনা কি পূর্ণ হবে?

সাজা।—বিবি সাহেব! এতো অতি তুচ্ছ বিষয়, সসাগরা পৃথি-

বীর ঈশ্বর যাঁর প্রেমপাশে আবদ্ধ, তার প্রাণে কখনো কোনও আশা অপূর্ণ থাক্‌তে পারে না। জানি! এ বিশাল হৃদয়ের মধ্যস্থলে তোমায় রাণী করে রেখেছি, তোমায় কত ভালবাসি তাকি তুমি বোঝ না? তাকি তুমি জাননা?

জেরি।—জাঁহাপনা! আপনার মুখের কথায় দাসী আকাশের চাঁদ হাতে পেলে, জনাব! প্রাণ বোঝে না, তাই আপনাকে বার বার জ্বালাতন কচ্ছি, অধীনীর অপরাধ মার্জ্জনা কর্‌বেন।

সাজা।—জানি! তোমার বাঁদীরা সব কোথায়? তাদের ডাকাও সাহানসার বেগমের গৃহ নৃত্য গীত শূন্য থাক্‌তে পারে না।

জেরি।—খামিন! এখুনি তাদের ডাক্‌ছি, আপনার আজ্ঞায় তারা দেল্‌খোস হয়ে নৃত্য গীতে আপনাকে খুসী ক'র্‌বে। রিজি!—রিজি!—

রিজিয়ার প্রবেশ।

রিজি।—বেগম সাহেব! কি আজ্ঞা হয়?

জেরি।—তোমার বাঁদিদের নিয়ে এখানে এস।

রিজি।—বেগম সাহেবের হুকুম এখুনি তামিল হবে।

সাজা।—পিয়ারী! তাতারণীকে সিরাজী আন্‌তে হুকুম করো।

জেরি।—সম্রাট! দাসী আপনার জন্যে সবই পূর্ব্বাহ্নে প্রস্তুত করে রেখেছে। আজ্ঞা পেলেই স্বুবর্ণ পাত্রে—গুলাব সিরাজী ঢেলে দিই!

সাজা।—জানি! তুমি দেবে এতো আমার সৌভাগ্য।

জেরি।—নাথ! বাঁদীকে ও কথা বল্‌বেন না, ও কথায় দাসী প্রাণে দারুণ বেদনা পায়।

(জেরিনা কর্ত্তৃক বাদসাহকে সিরাজী প্রদান ও বাদশাহের সিরাজী পান)

সাজা।—জানি! আমি অনেক সিরাজী পান ক'রেছি, কিন্তু এরূপ সুগন্ধ ও সুমিষ্ট সিরাজী কখনও পান করি নাই; বিবি সাহেব! তুমি একটু পান কর।

জেরি।—বাঁদী চরিতার্থ হ'ল।

(সিরাজী পান)

সাজা।—গান লাগাও! গান লাগাও!

রিজি।—যো হুকুম জনাব!

বাঁদীগণের প্রবেশ ও গীত—

উড়ে যাও অলি, কেন মিছে কর জ্বালাতন?
তুমি নানা ফুলে বেড়াও উড়ে চতুর রতন!
সবার প্রাণ হরণ করে,
ফের নানা রূপ ধরে,
ছলে লুটে কলির মধু কর অযতন;
তোমার রূপে ভুলে অধীর হয়ে ম'জবনা কখন।

সাজা।—বাহবা! বাহবা! বহুত খুসী, বহুত খুসী। জানি! তোমার মধুরকণ্ঠে একটী গান শোনাও!

জেরি।—সাহাজাদা! যথা আজ্ঞা।

জেরিনার গীত

নাথ! তোমায় বাসি ভাল হৃদয়ে—হৃদয়ে।
সদা সাধ মনে,
নিশি দিন থাকি সদা মুখ পানে চেয়ে॥
তব প্রেম আলাপনে,
হারাই আপন প্রাণে,
কি জানি কি স্রোতে টেনে কোথা যায় ল'য়ে—
রব তোমা হৃদে ধ'রে—সকল বেদনা স'য়ে॥

সাজা।—জানি! আমি তোমার গীত শুনে আত্মহারা হ'য়েছি।

জেরি।—সাহান্‌সা! দাসীর কি শক্তি যে আপনার মন পরিতুষ্ট কর্ত্তে পারে, তবে যে আপনি আমার গীত শ্রবণে মোহিত হ'য়েছেন, সে কেবল আপনারই মহত্ব! সে কেবল আপনার অতুল ভালবাসার গুণ, নাথ! আপনার প্রেমালাপে আমার নারী জীবন সার্থক হোল! ধন্য আমি আর ধন্য আমার জনক জননী,—কিন্তু জীবিতেশ্বর! প্রাণে আমার এই দুঃখ যে আজ্ তাঁরা পরলোকে; আজ্ যদি

তাঁরা জীবিত থাক্‌তেন তা হলে তাঁদের সুখের সীমা থাক্‌তো না,—হায়,—হায়,—সে সাধে খোদা আমার প্রতি বাদ সেধেছেন।

সাজা।—প্রিয়ে! জীবন মৃত্যু মানবের করায়ত্ব নয়,—খোদা যা করেন তার উপর কারও বিন্দু মাত্র ক্ষমতা চলেনা। আমি যে ভুবনের ঈশ্বর আমিও তাঁর কাছে পরাস্ত! আমি মানবের জীবন নিতে পারি, কিন্তু জীবনদান কর্ত্তে পারি না। আমিও সেই খোদার অধীন,—কালের প্রভাবে আমাকেও একদিন এই সাধের দুনিয়া ত্যাগ কর্ত্তে হবে।

জেরি।—জাঁহাপনা! আমার নিকট নিঠুর কথা বল্‌বেন না, ও হৃদয়ভেদী বাণী শুন্‌লে আমার মস্তকে বজ্রাঘাৎ হয়, প্রভু! আর কখনও বাঁদীর নিকট ওকথা প্রকাশ কর্ব্বেন না।

সাজা।—প্রিয়ে রজনী অধিক হ'য়েছে,—চল বিশ্রামার্থে শয়ন কক্ষে গমন করি। কল্য প্রভাতেই আমি মৃগয়ার্থে যাত্রা ক'রবো।

জেরি।—দিল্লীশ্বর! এ কথাতো আমায় বলেন্ নি? সত্যই কি কল্য প্রাতে রাজধানী ত্যাগ ক'র্ব্বেন?

সাজা।—কেন প্রিয়ে! এ সংবাদ তোমায় পূর্ব্বেই বলে রেখেছি, তোমার কি স্মরণ নাই?

জেরি।—প্রভু! দাসী আবার কবে সম্রাটের চরণ দর্শন পাবে?

সাজা।—পিয়ারে! সূর্য্যাস্তের মধ্যেই ফিরে আস্‌বো। তোমায় ছেড়ে কি সম্রাট থাক্‌তে পারে? পৃথিবীর সকল প্রিয়

বস্তুর বিরহ সইতে পারি—কিন্তু এ প্রাণ তোমার বিরহ ক্ষণকালও সইতে পারে না। বাঁদীগণকে আদেশ কর আর একটী গীত শুনিয়ে ওরা সকলে বিশ্রামার্থে প্রস্থান করুক।

রিজি।—জাঁহাপনার আদেশ শিরোধার্য্য!

বাঁদীগণের গীত।

প্রেমের এ যুগল রতন দেখ্‌বি যদি আয়।
(এমন) প্রেমের মেলা প্রেমের খেলা আর আছে কোথায়?
এ প্রেমে নাইকো ছলনা,
এ প্রেমে নাইকো বেদনা,
যে প্রেমে মজ্‌তে জানে সেই তো মজে প্রেম সবারে গলায়।
প্রাণের গুণে প্রেম রতনে প্রেমিকাতে পায়।

গীতান্তে সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য—রাজোদ্যান।

আয়সান।

আয়।—খোদা! আরতো পারিনা, জীবন যে পুড়ে ক্ষাক্ হ'য়ে গেল। আশার আশ্বাসে বুক বেঁধে রাজ অন্তঃপুরে বাঁদীর বেশ ধরে—বাঁদীর বাঁদী হ'য়ে আছি। কেউ যদি

জান্‌তে পারে তা হ'লে জীবন পলকে ধুলি সনে মিশিয়ে যাবে, দিল্লীশ্বরের ভীষণ কোপবহ্নি প্রজ্বলিত হ'লে, এ ক্ষীণ পতঙ্গ নিমিষে ভস্মীভূত হবে। কিন্তু মন যে কোন মানা মানেনা, প্রাণ যে আশার উচ্ছাসে, পলে পলে উথ্‌লে উঠ্‌ছে, সে প্রবাহের অবিরাম গতি কি ক'রে রোধ কর্ব্বো? আমি তো আর আমার নই! জীবনের প্রারম্ভে জেরিনাকে নিয়ে, দিবারাত্র একসঙ্গে কাটিয়েছি, একত্রে আহার, একত্রে শয়ন, একত্রে বিচরণ—সবই যে প্রাণে একত্রীভূত হয়ে আছে। দুজনেই বয়প্রাপ্ত হলুম, দুজনেরই পিতামাতা উভয়ের পরিণয়ে মত কল্লেন, কিন্তু হাঃ দুরদৃষ্ট! কোথা থেকে এক প্রবল ঝটিকা এসে সবই নিঃশেষ কল্লে, উভয়ের পিতামাতা কালের অনন্ত গ্রাসে পতিত হোল! সব ফুরাল,! জেরিনাকে উজির এসে সম্রাটের জন্য ক্রয় ক'রে নিয়ে গেল, সে তার সরলতা গুণে, তার উন্মুক্ত যৌবনের অতুল রূপরাশিতে আজ ভুবনের সমস্ত ঐশ্বর্য্যের অধি-কারিণী, সম্রাট পত্নী; আর আমি দীন হীন পথের ভিখারী! খোদা! তাতেও আমার সুখ ছিল, যদি জেরিনাকে হৃদয়ে ধ'র্ত্তে পেতুম!! খোদা! একি কল্লে? জীবনে আমার আর কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু কোথা হতে আশা এসে উৎসাহ দিয়ে, বাঁদী সাজিয়ে রাজ অন্তঃপুরে থাক্‌তে উপদেশ দিলে, কিন্তু আরতো পারি না? আজন্মের আশা হৃদয়ের একমাত্র উপাস্য দেবীকে সম্মুখে রেখে, আত্ম

পরিচয় গোপন ক'রে কে থাকতে পারে? প্রাণ বলে, বলি বলি. কে যেন মুখে চাপা দেয়! আর সয় না! আর সইবো না,. তার কাছে পরিচয় দেব,—তার পায়ে ধরে কাঁদবো, শেষ অদৃষ্টে যা থাকে তাই হবে—কল্যাই উত্তম অবসর!

(প্রস্থান)

জিনী ও পরীগণের বৃক্ষ হইতে অবতরণ ও গীত।

ছিপায়কে আস্নাই কি আমূকি দরদ ন্যাহি হ্যায়,
বেগানা আউরৎকে লিয়ে জান দেনে তৈয়ার হ্যায়।
ম্যায় তো দেখা হাজারেঁ— তুজ্যরা দেখলে পেয়ারে,
আস্নাইমেঁ সুরৎ বদলকে রাম্তার বনে যায় হ্যায়।
এয়সা তমা কহুঁ ক্যায়া, ফাসা হ্যায় সারে দুনিয়া,
কসম খায়া তব্‌ভি কিয়া জব্‌তক্ খাক্ নেহি হোয় ॥

তৃতীয় দৃশ্য।—রাজপথ।

ফুলওয়ালা ও ফুলওয়ালীর প্রবেশ ও গীত।

উভয়ে—চলে আয় এ টাট্‌কা গোলাপ নিয়ে যা কিনে,
স্ত্রী—তোয়াজেতে তৈয়ারী এ ফুল বেচিনা প্রেমিক বিনে।
পু—অতি সারি মাটি, তার পরিপাটী বসান চারা,
স্ত্রী—তাই ফুটেছে ফুল, করে প্রাণাকুল, সুবাস মনহরা,

পু—এ ফুলে বসেনি অলি, টাট্‌কা কলি আপ্‌নি ফুটেছে,
স্ত্রী—মধুরতা প্রাণ হরা গুমোরে আপনি মরা,
দেখলে ফুলে আপন ভুলে যারা প্রেমে ম'জেছে॥

ফুলওয়ালা।—চলে আয় কে নিবি টাট্‌কা তোড়া,
এ ফুলের বাসে, প্রেমিক নাগর আপনি আসে।

ফুলওয়ালী।—রাস্তাতে তোর জন্যে প্রেমিক—প্রেমিক। ছড়াছড়ি যাচ্ছে নয়? চল, বেগম মহলে চল।

ফুলওয়ালা।—ঠিক্ ব'লেছিস্! সেথায় ফুল পরবার অনেক জেনানা আছে। চল—চল—সেথায় যাই।

গোলাপজল ওয়ালা ও গোলাপজল ওয়ালীর প্রবেশ ও গীত।

উভয়ের গীত।

প্রাণ হরা এ গোলাপ পানী এনেছি সেরা।
টাট্‌কা ফুলের টাট্‌কা রসে আছে এ কার্ব্বা পোরা
কুঁড়ি যখন ছিল এ ফুল,
জুট্‌তো কত অলি কুল,
রেখে—চোখে চোখে কলি, তাড়িয়ে অলি,
যতনেতে চয়ন করা।
যুবা নারী আয় নিয়ে যা,
(আছে) প্রেম ক'রে যার মাথা ঘোরা;

গোলাপওয়ালা।—চাই বসোরার টাট্‌কা গোলাপজল। যার মাথা ঘোরে, প্রাণ হু হু করে, তারা এ পানী মাথার মাথ্‌লেই মাথা ঘোরা ভাল হবে, আয় খদ্দের চলে আয়!

(প্রস্থান)

দরবেশগণের প্রবেশ ও গীত।

ইস্‌ দুনিয়াকী দুনিয়াদারী দেখ্‌লেও দুনিয়াদার,
সাচ্চাই মিলে এক ন্যঁহি ইস্‌মে, মিল্‌তে গুণাহাগার।
ইয়ে এক আজব খেল খোদাই,
সমঝে কোন ইসে মেরে ভাই,
কৈ সাহ কৈ চোর বনা হ্যায়, কৈ বনা দিল্‌দার।
কৈসে শিঁরি জোবান, কৈ সে কড়া জোবান,
কৈ বারিক বিন্‌, কৈ নজশনাস, কৈ হুঁয়া তাবেদার।

(সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য—জেরিনার কক্ষ।

জেরিনা উন্মুক্ত বাতায়নপথে গালে হাত দিয়া দণ্ডায়মানা ও গীত

আশায় দিবস গেল হৃদি নিধি কই আমার!
বিরহে দহিছে প্রাণ বাড়িছে যাতনা ভার॥

প্রণয়ে এত বেদনা,
ছিল না তো আগে জানা,
আমার সুখের স্বপন স্বপ্ন হল দুখ যে হয় সার—
কি জানি কার হৃদে শোভে, মম হৃদি হার ॥

জেরিনা।—এইতো দিন ফুরাল, আজও কেটে গেল, কৈ আমার জীবনাধার কৈ? নীলাম্বরে চাঁদ উঠ্ছে, সরোবরে কুমুদিনী ফুটেছে, আমার প্রাণকান্ততো আমার হৃদয় সরোবরে ফুটে উঠ্লেন্ না? তবে কি তিনি আমায় ভাল বাসেন্ না? শুধু কি তার মুখের ভালবাসা? অন্তরে কি তিনি আমায় স্থান দেন নি? ওঃ একথা ভাব্তেও যে আমার মস্তিষ্ক বিচলন হয়। তিনি আমায় মৃগয়ায় যাবার সময় বলে গেলেন সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে ফির্বো! কৈ? সে কথাতো রাখ্লেন না? তবে প্রাণ কার তরে উন্মাদিনী হয়েছ? এই নবীন যৌবন, এ বুকভরা ভালবাসা কি ছলনায় সমর্পণ ক'রেছ! আমায় কি শুধু হীরা মুক্তা প্রভৃতি অতুল ঐশ্বর্য্য ও দাসী বাদী দিয়ে ভুলিয়ে রেখেছেন। আমি রাজরাণী বটে, কিন্তু তাঁর প্রেমরাজ্যের রাণী হ'তে তো পারলুম না, এই বিজন প্রদেশে বিহঙ্গিনীর ন্যায় আমায় আবদ্ধ করে রেখেছেন, কৈ যৌবনের আকাঙ্খা, প্রাণের পিয়াসা কিছুতেই মেটে না? তবে কি তিনি আমায় বার-বিলাসিনীর ন্যায় মনে স্থান দিয়েছেন? আমায় কি তাঁর

জীবন সঙ্গিনী বলে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করেন্ কি? তাঁর হৃদয় প্রস্তরবৎ মন! কেন তুমি প্রবোধ মাননা! মরুভূমিতে কি কথনও মন্দাকিনী প্রবাহিত হয়? শুষ্ক তরুবরে কি কথনও পুষ্পকলিকা মুঞ্জরিত হয়? প্রাণ তোমায় শতধিক! খোদা! রমণীর জীবন কি শুধু দাসীত্ব করবার জন্য সৃজন করেছ? আজ্ যেন কিছুতেই শান্তি পাচ্ছিনা, (অন্য দিকে চাহিয়া) তুই কেরে?

রিজি।—বেগম সাহেব! আমি আপনার দাসী রিজিয়া।—

জেরি।—রিজি! তুই এখানে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছিস্ কেন?

রিজি।—দাসী আপনার দুঃখের ভাগ নিতে এসেছে, আপ্ কি সম্রাটের বিরহে একান্ত অধীরা হয়েছেন, সে জন্য আপনার মন্‌কে প্রফুল্ল ক'রবার জন্যে—এখানে অপেক্ষা কচ্ছিলুম, বাঁদীর যদি তাতে কোন অপরাধ হয়ে থাকে, বাদসাজাদী! দাসী বলে সে অপরাধ মার্জ্জনা করুন। আপনাকে আমি বড় ভাল বাসি, তাই আপনাকে ছেড়ে থাক্‌তে পারি না, আমার মন আমায় ব'ল্লে যে বেগম সাহেব শান্তিহীন হয়েছেন, তুই গিয়ে তাঁর চিত্ত বিনোদন কর, দাসী তাই ছুটে এসেছে।

জেরি।—দেখ্ রিজি! আজ্ আমার মনটা বড়ই চঞ্চলা হ'য়েছে, তাই তোকে ডাক্‌তে ভুলে গেছি, আজ্ আমার একা থাক্‌তে ইচ্ছা হচ্ছে, তুই যা, ও ঘর থেকে আমার বীণ্‌টা নিয়ে আয় দিকিন?

রিজি।—দাসী অগ্রসর হয়েছে।

(প্রস্থান ও বীণ লইয়া পুনঃপ্রবেশ)

জেরি।—(সুর বাঁধিতে বাঁধিতে) আ মোলো! এটাও যে বিগ্‌ড়ে গেছে, দূর হোক্, আজ্ যেন সবই তিক্ত বোধ হ'চ্ছে, রিজি! তুই এখন যা, সেই নূতন বাঁদীকে এখানে পাঠিয়ে দে। সে বেশ গায়, তুই একটু বিশ্রাম কর্‌গে, আমি না ডাক্‌লে আমার কাছে আসিস্ নি।

রিজি।—(স্বগতঃ) খোদা! আজ্ এ কি হোল? বেগম সাহেব এমন হলেন কেন? আমায় কখনও তো ওঁর কাছ ছাড়া হতে দেন নি! সহসা একি ভাব! কিছুই তো বুঝ্‌তে পাচ্ছিনি; আমি ক্ষুদ্র, মতিহীনা নারী, খোদা! তোমার খেলা আমি কি ক'রে বুঝ্‌বো?

জেরি।—রিজি! কি ভাবছিস্? যা না, এখনও দাঁড়িয়ে আছিস যে? যাকে পাঠিয়ে দিতে বল্লুম, তাকে সত্বর এখানে পাঠিয়ে দে।

রিজি।—বেগম সাহেব! আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য। আমি চল্লুম, দাসীর সেলাম গ্রহণ করুন;—খোদা! (প্রস্থান)

আয়সানের প্রবেশ।

জেরি।—আয়সান্! তুই আজ্ আমার সাথে দেখা করিস্ নি কেন?

আয়।—বিবি সাহেব তো বাঁদীকে এখানে তলব করেন নি, বিনা হুকুমে কি ক'রে আসবো?

জেরি।—তুই আস্‌বি তার আর হুকুম কি? তুই জানিস আমি সব চেয়ে তোকে পিয়ার করি?

আয়।—সে আমার ভাগ্য! আর বেগম সাহেবের কৃপা।

জেরি।—তুই এখন কি বাজিয়ে গান গাইবি বল? বীণ্ বাজাবি, না সেতার বাজাবি?

আয়।—(হাসিয়া) বেগম সাহেবের যা শুন্‌তে ইচ্ছা হয় তাই বাজাবো।

জেরি।—আয়েসা! তুই আজ কতদিন হ'ল এখানে এসেছিস্,—কিন্তু তোর মুখে এক দিন একটু হাসি দেখ্‌তে পেলুম না।

আয়।—দীন দুঃখীর আবার হাসি কেন? বাঁদীর কি হাসতে আছে বিবি সাহেব?

জেরি।—কেন গরিব হ'লে হাস্‌তে মানা? আমি তো তোকে কখনও পর ভাবি না। তোকে আমি বড় ভালবাসি, তুই কি বুঝ্‌তে পারিস্ নি? আমি তো কখনও তোর প্রতি দাসীর ন্যায় ব্যবহার করি না। তবে তুই সদাই মলিনা হয়ে থাকিস্ কেন?

আয়।—বেগম সাহেব! আপনার বদনে বিষাদের চিহ্ন কেন? আপনার হৃদয়ে কি এমন ব্যথা আছে যার জন্য আপনার সুন্দর শশধর সদৃশ বিমল মুখখানীতে দুঃখের ছায়া পড়েছে?

জেরি।—তোর মত কি আমি সদাই মলিন মুখে থাকি? তা নয়; তবে সাহান্‌সার জন্তে প্রাণ বড় অস্থির হয়েছে, আজ

প্রায় দুই দিবস অতীত হয় তবু তিনি প্রত্যাগমন ক'ল্লেন না কেন, তাই প্রাণ চঞ্চল হয়েছে, তাই হৃদয়ে বেদনা অনুভব ক'চ্ছি। আয়সান্! তুই আমায় একটু সিরাজী ঢেলে দে দিকিন, আমার শরীর বড়ই অস্থির হ'য়েছে। দেখ, একটু গোলাপ মিশিয়ে দিস্ তা না হ'লে পান ক'ত্তে কষ্ট বোধ হবে।

আয়সান্ কর্ত্তৃক সিরাজী প্রদান

জেরি।—(সিরাজী পান করিয়া) আঃ প্রাণ যেন এখন একটু শীতল হোল। আচ্ছা আয়েসান্, তোর প্রাণে কিসের অভাব আমায় বল্‌বি? আমার যদি সাধ্য হয় আমি তৎ-ক্ষণাৎ তোর মন বাসনা পূর্ণ কর্‌বো।

আয়।—বেগম সাহেব! আমার প্রাণে দারুণ দুঃখ, নারী জীবনে প্রিয়জনের অভাবই অধিক দুঃখ। সেই দুঃখেই আমি দুঃখিনী।

জেরি।—আয়সা! তুই কি কাকেও ভালবাসিস্? আমায় বল, আমি অতি যত্নে তার সহিত মিলন করিয়ে দেব।

আয়।—আমি আপনাকে ভালবাসি আপনার দাসী হইতে চাই, এ ছলনার সংসারে আর কিছুই চাই না। শুধু আপনার পদ সেবা ক'র্ত্তে চাই।

জেরি।—দূর পোড়ার মুখি! আমি যে স্ত্রীলোক, আমায় ভাল বাসিস্ কিরে?

আয়।—বেগম সাহেব! সত্যই আপনাকে ভালবাসি, আশৈশব

ভালবাসি। এ জীবনের আশা ভরসা কামনা সুখ সবই আপনার চরণে সমর্পণ ক'রেছি। শুধু আপনাকে দেখ্‌তে পাব বলে, তৃষিতের ন্যায় আপনার মুখ পানে চেয়ে থাকি। যত দেখি ততই বাসনা প্রবল হয়। মনের বাঁধন শিথিল হয়ে আসে, প্রাণ কোন মানা মানে না। আমি দুঃখিনী তাই খোদা আমার আশা পূর্ণ ক'র্‌লেন না!

জেরি।—নে ন্যাকৃরা রাখ, ভাল করে একটা গান শুনিয়ে দে, আমার শরীর বড় ক্লান্ত হয়েছে, আমি শয্যায় গমন কর্ব্বো।

আয়।—যথা আজ্ঞা বিবি সাহেব! আমার গানে কি আপনার মন সন্তুষ্ট হবে?

জেরি।—তুই গানা, তোর গান শুন্‌তে আমার বড় ভাল লাগে, তাই তোকে গাইতে সাধ্‌ছি।

আয়।—সে কি কথা বেগম সাহেব! আমি এখনি আপনাকে গান শোনাচ্ছি।

জেরি।—তবে ফুর্ত্তি করে গা, আমি শুনি, যদি ঘুমিয়ে পড়ি আমায় তুলে দিস্।

আয়সানের গীত

সুখ সাধে ভাল বেসে কত জ্বালা সই।
হৃদি নিধি না পেয়ে হৃদে মরমে মরিয়া রই।
পিপাসায় প্রাণ যায়,
প'ড়েছি বিষম [illegible]

কাছে বারি প্রাণে মরি, (তার) অধিকারী আমি নই
কিশোরের ভালবাসা,
প্রাণের দারুণ আশা,
জীবনের অমূল্য নিধি তাহারে পাইনু কই ?
চ'খে রেখে—বশে থেকে—সদা বেদনায় সারা হই।

পঞ্চম দৃশ্য—উদ্যানস্থ চাঁদনী।

জোরি ও পিয়ারীর গীত

পিয়া—রহো খবর দারি, রহো খবর দারি !
জোরি—আরে কাহে পিয়ারী কাহে পিয়ারী ?
পিয়া—তু বড় বেইমান, নেহি দেখ্‌তেহো মনিবকাকাম,
জোরি—মাৎ বলো এ্যায়সাবাৎ, মাৎ বলো এ্যায়সাবাৎ
পিয়া—অন্দরমে ঢুকামরদ এ ক্যায়া হুজ্জত্‌
জোরি—পহেলে চুপ্‌ চাপ্‌ছে দেখ্‌লেও ভাই তব্‌ ইজ্জত রহেগা।

জোরি।—ওরে বলিস্‌ কিরে ? বেগম মোহলে মরদ যাতায়াত করে, এ কথা জনাব শুন্‌লে তো জান থাকবে না।

পিয়া।—ওরে হ্যাঁরে, ওরে হ্যাঁরে, ওরে হ্যাঁরে, ওরে সত্যিরে, ওরে সত্যিরে, ওরে সত্যিরে।

জোরি।—আচ্ছা, কৈ আমিতো কখনও তাকে দেখ্‌তে পাই না,

তবে কি রকমে সে অন্দরে আসে যায় ?

পিয়া।—আরে তুই কি ক'রে জান্‌বি ? বাঁদীর পোষাক পরে যায় আসে।

জোরি।—হ্যাঁরে পিরীতটা কোন মহলে বেধেছে।

পিয়া।—জেরি—জেরি—ওহুঁ—থুড়ি—থড়ি !

জোরি।—ওরে কি সর্ব্বনেশে কথা বলিস্‌রে ? জাঁহাপনার ভারি পিয়ারের বেগম, হুজুর শুন্‌লে যে কারুর গর্দ্দান থাক্‌বেনা। এক গড় সব ঘাড়্ থেকে মুণ্ড নাবিয়ে দেবে। আমার বুকের ভিতর দুপ্ দুপ্ আরম্ভ ক'রেছে যে, ওরে আমি যে দাঁড়াতে পাচ্ছি না।

পিয়া।—তুই বড় পাজি, তোকে বল্লুম এখন চুপ করে থাক, আগে ভাল ক'রে খবর নি, তার পর জনাবকে জানাব।

জরি।—ওরে আমি যে চুপ কত্তে পাচ্ছিনিরে ! আমার যে গলা শুখুচ্ছেরে, প্রাণ যে সসেমিরে রে !

পিয়া।—(কাণ ধরিয়া) পাজী ! চুপ কর্, চল্।

জোরি।—যাচ্ছি, যাচ্ছি, ছেড়ে দে ছেড়ে দে তোর পায়ে পড়ি ছেড়ে দে। কাণটা ছিড়ে গেল, ছাড়্—ছাড়্—ছাড়্।

পিয়া।—আর ও কথা মুখে আন্‌বিনি তো ?

জোরি।—ওরে নারে—ওরে নারে, ওরে আর বোল্‌বোনারে, ছেড়ে দেরে ছেড়ে দে, ওরে তোর পায়ে পড়ি তোর প্রাণ কি কঠিন রে, তোর হাত যেন তুলোর মত, বোধ হয় কাণের

এক পরল ছাল উঠে গেছে।

পিয়া।—খবরদার আর ওকথা মুখে আনিস্ না।

জোরি।—আচ্ছা, দেখ তোর সাথে আমি আর দোস্তী ক'রব না। তোর দোস্তা তো খালি মার ধোর, তা আমি সইতে পার্ব্ব না।

পিয়া।—যা যা, তোর মত খাপসুরৎ দোস্ত আমার ঢের মিল্‌বে।

জোরি।—জানি তুমি রাগ কল্লে? আমি তোর দোস্তী বুঝ্‌ছিলুম।

পিয়া।—যা যা, তোর পিরীতের মুখে ঝাড়ু মারি, যা, আমি আর তোর মুখ্ দেখ্‌বো না।

জোরি।—তোর পায়ে ধরি, রাগ্ করিস্‌নি, তুই রাগ ক'ল্লে আমি কোথায় যাব? ক্ষিদের জ্বালায় কার কাছে হাত বাড়াবো, ওরে তুই আমায় ত্যাগ কর্‌লে এ ভুমণ্ডলে আমায় এক বেলা আহার দেবারও কেউ নাই যে, ওরে তোর পায়ে ধরি। আমার অপরাধ মাপ কর।

পিয়া।—আচ্ছা, এবার মাপ কল্লুম, আর যেন কখনও আমার উপর কথা কইতে চাস্‌নি, তা হলে আর তোর কাছে থাকৃবো না।

জোরি।—তাই হবে, আমার ছাপ্পান্ন পুরুষের ঘাট হয়েছে, আর কখনও এমন কাজ ক'র্ব্বো না।

পিয়া।—চল এখন, যে কাজে হাত দিইছি তার একটা শেষ কর্‌তে হবে। চল যাই চুপী চুপী খবর নিই গিয়ে।

জোরি।—চল্ চল্ যাই চল্।

গীত

জোরি—জানি ! তু কাহে মষ় দাগাদেতা ।
পিয়া—কাহেতু মেরাসাৎ বেইমানি করতা ?
জোরি—ছাতিকা আন্দারমে যতনসে তোম্‌কো বৈঠায়া,
পিয়া—বহুত রোজ্‌সে হাম তোমকো জান দিয়া ।
জোরি—তেরা দোস্তিমে গির্‌কে হাম হোতা হয়রাণ্‌,
পিয়া—এ্যায়সা বুরা বাৎবোল্‌তা—তু বড়া বেইমান ।

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য—শয়ন কক্ষ

জেরিনা নিদ্রিতা, পার্শ্বে আয়সান্

আয়।—খোদা! আমার হৃদয়ে বল দাও, আমার শক্তি কে হরে নিলে? শরীরে যেন বিদ্যুতাগ্নি প্রবাহিত হচ্ছে! কি করি! এই তো সম্মুখে আমার জীবন সঙ্গিনী, এই অপ্সরি মূর্ত্তি দেখে প্রাণে কি ধৈর্য্য মানে? কি অপরূপ রূপ রাশি! যে রূপের স্রোতে মুহূর্ত্ত মধ্যে সম্রাটের বজ্রে নির্ম্মিত কঠিন হৃদয় গ'লে দ্রব হয়ে গিয়েছে, তার তুলনায় আমি আজন্ম ভাল বেসে, কি করে তার আশা হৃদয় থেকে, মুছে ফেল্‌বো? কখনই নয়, কখনই নয়, এতে জীবন পণ, আর আমার এ সংসারে এমন কি বন্ধন আছে যার জন্যে এ সুবর্ণ প্রতিমাকে হৃদয় রাজ্যের রাণী কর্ত্তে পশ্চাৎপদ হব? যাকে বাল্য হ'তে মন প্রাণ সমর্পণ ক'রেছি, যার জন্যে বাঁদি সেজেছি, আজ তাকে কেমন করে ভুলবো? কৈশোর-স্মৃতি অন্তঃস্থলে দাউ দাউ ক'রে জ্বল্‌ছে, এ জ্বালা কি জীবনে নির্ব্বাণ হবে না? চাই না,—শান্তি চাই না, জ্বলুক—পুড়ে ছারখার হয়ে যাক্‌, তাতেও মনে শান্তি পাব। জ্বলনই আমার সুখ, রোদনই আমার সম্বল, প্রেমিকার

উপাসনাই আমার সার ধর্ম্ম, প্রাণ আমার উন্মাদ হয়েছে, যাই কাছে যাই, কাছে গিয়ে নয়ন সার্থক করি। (নিকটে গমন করিয়া) উঃ! আমার বুকের ভিতর (সাজাহানের অন্তরালে অবস্থান) কেমন ক'চ্ছে! পিয়ারী! জানি। জীবন সঙ্গিনী! ফকিরের সর্ব্বস্বধন! (হস্তধারণ করিয়া) খোদা! খোদা! আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌ছি, না সবই সত্য! আর মন মানা মান্‌ছে না! (হস্ত ধরিয়া) না—না—না একি কচ্ছি! (হস্ত চুম্বন) একি কল্লুম? নিদ্রিতা অবস্থায় পর বণিতার অঙ্গ স্পর্শ! ওঃ! পর বণিতা? হজরৎ! একথাও নিজ মুখে বল্‌তে হোল? শেষ যদি পরের হ'বে, তবে বাল্যকাল থেকে, যৌবন পর্য্যন্ত তার মোহিনী ছবি হৃদয়ে রেখে পূজা কর্ত্তে মতি দিলে কেন? যে আশা জীবনের সহিত বর্দ্ধিত হয়েছে, সে আশা আজ্ অকুল পাথারে ভাসাতে চেষ্টা ক'চ্ছ কেন? খোদা! তুমি সব পার! না—না—একি বল্‌ছি একি ক'চ্ছি? আমি কি কার্য্যে অগ্রসর হয়েছি? এ কি ভাল? কেন ভাল নয়? অবশ্য ভাল; আমার ধন,—আমার প্রাণ! আমি কেন তাকে ছুঁতে ভয় পাব! একি ভীষণ প্রতিমূর্ত্তি! (দর্পণে সাজাহানের ছায়া প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া চমৎকৃত হওন)।

সাজা।—(স্বগতঃ) একি রহস্য! এ স্ত্রীলোক পিয়ারীর হস্ত চুম্বন ক'চ্ছে কেন? আর এ ঘোর রজনীতে একাই বা নিদ্রিতা বেগমের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে কি ক'চ্ছে? বোধ হয়

সাজা।—সাহমী! সাহমী!

(সাহমীর প্রবেশ)

সাজা।—এই সয়তানকে নিয়ে ভূগর্ভস্থ কারাগারে নিক্ষেপ কর, আর ওকে ডাল রুটি পানি না দিয়ে অনাহারে মার্‌বে। খোদা! দুর্ব্বল হৃদয়ে বল দাও! জেরিনা, পাপীয়সী! আর তোর মুখ দর্শন কর্ব্বো না। সয়তানী! আজ হ'তে তুই বন্দিনী, সাহমী! তুমি এই মহলে রক্ষীকারূপে দিবা রাত্র অবস্থান কর্ব্বে। আর এই ভ্রষ্টা রমণীকে কোথায়ও বেরুতে দেবে না। পাপীয়সী নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত নিজেই ভোগ করুক। আমার আজ্ঞা প্রতিপালনে ত্রুটি না হয়। (বেগে প্রস্থান)

সাহমী।—চল্ সয়তান! নিজের দুষ্কর্ম্মের ফল নিজে ভোগ ক'রবি চল্।

আয়।—সম্রাট! এ পুরস্কার আমার পক্ষে নিতান্ত তুচ্ছ হোল। এ অপেক্ষা আমায় একেবারে বধ কর্‌লে আমি অধিক সুখী হতুম।

সাহমী।—চল্ পাজী—চল্!

(টানিয়া লইয়া প্রস্থান)

আয়।—(যাইতে যাইতে) জেরিনা! প্রিয়ে! শেষ তোমায় মাল্লুম! খোদা! নিরপরাধিনীর অলীক অপরাধের মার্জ্জনা করে তাকে পূর্ব্বের ন্যায়, সম্রাটের পার্শ্বশোভিনী করে দিও!

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য—ক্রীড়াকানন।

সখীগণের গীত

ওলো সই হের নয়নে।
ছড়িয়ে কিরণরাশি হাসে শশী গগনে।
হাসে কুসুম রাশি,
সুখ সমীরে ভাসি,
সলিলে কুমুদী হাসে—দুলি মৃদু পবনে।
মোরা হাসি হাস সখী তব চাঁদ বদনে॥

গুলাব।—গেল, দিন বয়ে গেল, আশাতো পূর্ণ হোলনা! আর কতদিন এ অন্তর অতৃপ্ত রাখ্‌বো? ভরা যৌবনের প্রবল পিপাসায় মনের বাঁধন ছিন্ন হয়ে গেল যে, আর কতদিন মনকে ধ'রে রাখবো? বড় তৃষ্ণা! আশার পিপাসায় প্রাণ কণ্ঠাগত হ'য়েছে, আর কতদিন সম্রাটের আশায় থাক্‌বো!

গুলরোজ।—বেগম সাহেব দুঃখ কচ্ছ? কর, প্রাণ পুরে দুঃখ কর! তা বইতো আর রাণী হয়ে সিংহাসনে বস্‌তে পাবেনা?

গুলাব।—সই! তোমরা পরিহাস কোর না, আমি কি তোমাদের পরিহাসের যোগ্য পাত্রী?

গুলরোজ।—আজ্ঞে না, আমার অপরাধ হ'য়েছে, মার্জ্জনা করুন, বলছিলুম যে দুঃখ করে হা হুতাশ করে দিনতো কেটে

যাচ্ছে. একটা উপায় কল্লে হয় না যাতে সাজাদা আপনার পায়ের গোলাম হয়ে থাকেন। *

গুলাব।—নিশ্চয় কর্‌বো, কেন কর্ব্বোনা? আমি কি নারী নয়? যে নারীর দ্বারা জগৎ সংসারের সৃষ্টি স্থিতি লয় হয়, আমি কি সেই সর্ব্বগুণান্বিতা নারী নয়? সামান্য একটা পুরুষকে বঙ্কিম নয়নের বিশাল কটাক্ষে ফেরাতে পার্‌ব না অবশ্য পার্‌বো?

গুলরোজ।—বেগম সাহেব! পারবে আর কবে? ভরা নদীতে ভাঁটা লাগ্‌লে কি নাগরকে ডোবাতে পার্ব্বে?

গুলাব।—আমি পার্‌বো না? তবে এ দুনিয়ায় কে পার্‌বে? এই পূর্ণ যৌবন কি বৃথায় কেটে যাবে? কখনই নয়! নারী না বিশ্ব বিমোহিনী? সর্ব্বশক্তি সম্পন্না? হয় তাকে আপনার ক'র্‌বো নতুবা সাপিনী হয়ে তার বক্ষে দংশন করে এ জ্বালার অবসান কর্ব্বো।

গুলরোজ।—হ্যাঁ এরকম হলে তোমার মনবাসনা পূর্ণ হতে পারে? কৌশল ক'রে নাগরকে এনে লোহার শিকল পায়ে দিয়ে রাখ; তোমার তো আর প্রেমের শিকল নাই, কাজেই তার পরিবর্ত্তে লোহার শিকলই ব্যবস্থা! কি বল বিবি সাহেব?

গুলাব।—যদি কোন রকমে তাকে আপনার কর্ত্তে না পারি তা হলে শেষ জেরিনাকে বিষ খাওয়াব। তা হলে তো তার সর্ব্ব সুখের আশা সমূলে নির্ম্মূল হবে?

গুলরোজ।—কেয়াবাৎ, এইবার ঠিক ঔষুধ ঠাউরেছেন! তবে আর দেরীতে কাজ নাই, ত্বরায় জেরিকে যমপুরে পাঠাবার আয়োজন করুন। এত দূর ক্ষমতা যদি আপনার ছিল, তবে এতদিন নীরবে ছিলেন কেন?

গুলাব।—গুলরোজ্! তুই আমার প্রধানা সখি! তোর দ্বারাই এ কাজ সম্পন্ন ক'রবো। কি বলিস্ পার্ব্বিতো? পারিস্ যদি তা হলে তোকে আমার গলার এই মুক্তার হার বকসীস্ দেব।

গুলরোজ।—দোহাই বিবি সাহেব, আমি যেমন আছি তেমনি থাকি, আমার মুক্তার হারে প্রয়োজন নাই, ওকাজ আমার দ্বারায় হবে না, তা হলে আমার এখান থেকে অন্তর হবার চেষ্টা দেখ্‌তে হয়।

গুলাব বেগমের গীত

ক্যায়া আপসোস্ কি বাত্ মেরি তগদীর এ্যায়সাবুরা।
নজর মে ফাসায়কে মুঝে কিয়া হ্যায় বাওরা।
আস্‌নাই মে মুঝে ফসায়া,
পিছে বড়া দাগা দিয়া,
ন মালুম আস্‌মান জমীন সভি আঁধেরা,
ম্যায় দেখে সভি আঁধেরা,

ন জানে কব্ চল দিয়া,
ক্যায়া জানে কাহাগয়া,
জানুসে জান লেলিয়া, অব আম্নাই কি উতারা।

(জনৈক খোজার প্রবেশ)

খোজা।—গোলাম্‌কা সেলাম লিজিয়ে। জনাব! হাম্‌কো আপ্‌কো হিঁয়া ভেজা, হুজুর আপকা মহলমে আবি আয়েগা, আপ্ মহল্‌মে যাইয়ে।

গুলাব।—জাঁহাপনাকো সেলাম দেকে বলো হাম আবি মহল্‌মে যাতেহিঁ।

খোজা।—যো হুকুম, বান্দা চলতা হ্যায়্, সেলাম!

(প্রস্থান)

গুলরোজ।—বিবি সাহেব! আজ্ বেড়ালের ভাগ্যে সিকে ছিড়েছে! যাও যাও, ত্বরায় গিয়ে দেবতার আরাধনা কর,! এমন দিন আর পাবেনা, হঠাৎ কেন এমন হলো, কিছুই তো বুঝ্‌তে পাচ্ছিনি।

গুলাব।—রোজা! তুই জানিস্ নি, বাদ্‌সা আমায় গোপনে গোপনে ভাল বাসেন। আমি তার অদর্শনে এত কাতর হইছি, তিনি কি স্থির থাক্‌তে পারেন?

গুলরোজ।—সত্যি নাকি, আঃ কপাল! তাত আমরা জানতুম না! তা হলে তো তোমার প্রেমের খুব জোর দেখ্‌তে পাই! তুমি মনে মনে ডেকেছ—আর তাঁর প্রাণের তারে ঝঙ্কার দিয়ে

উঠেছে না? আহা! বেগম সাহেবের প্রেমে সাহান্‌সা হাবু-ডুবু খাচ্ছেন, শেষ কাবু না হন, তা হলে আবার চিকিৎসা কর্ত্তে হবে।

গুলাব।—নে তুই যাবি, না এই থানে দাঁড়িয়ে ছড়া কাটাতে থাক্‌বি। রাত্রি যে শেষ হয়ে যায় তাকি হুঁস্ আছে।

গুলরোজ।—বিবি সাহেব, আমার প্রাণে বড় আহ্লাদ হ'য়েছে একটু আনন্দ কর্ব্বো না? আমাদের কথায় যতদূর হয়! এখানেও ঘাস জল, সেখানেও ঘাস জল, তবে আমরা হাঁপিয়ে ম'রবো কেন? আজ রাত্রের খোঁজ হচ্ছে. কৈ অন্য দিন তো রাত কম বেশীর খোঁজ নেওয়া হয় না। আজ রাত্রের জিনিস আস্‌বে কিনা তাই এত তরস্থ, অন্য দিন যে কোথা দিয়ে রাত যায় তার খবর হয় না।

গুলাব।—তবে থাক্ আমি চল্লুম। তোর সাথে আর মিছে বক্‌তে পারি না; আমি চল্লুম আয় রে তোরা আয়।

(বেগে প্রস্থান)

গুলরোজ।—উঃ প্রেমের কি তেজ? যৌবনের কি উত্তাপ? আজ হঠাৎ এমন হলো কেন? জেরিনার উপর কি সাহাজাদা অসন্তুষ্ট হয়েছেন? যাই খবরটা নিতে হচ্ছে, তিনি কি এতই নির্ব্বোধ হবেন যে সে সোণার কমলকে ভাসিয়ে এই জাঁহাবাজ ছলনাময়ী নারীর প্রেমে মত্ত হবেন? কি জানি, খোদা কখন কাকে কি করেন কে বল্‌তে পারে? যাই মহলে গিয়ে হাজির হই, নতুবা আবার প্রেমিকার

বিধুমুখের ঠাণ্ডাই সরবৎ বৎ ছাঁকা বাণী শুনতে হবে। এমন পাপীয়সীকেও বেগম করে? ধন্য পছন্দ! ধন্য জাঁহাপনা!

(প্রস্থান)

সখীগণের গীত

অযতনে ফুটে কলি অযতনে শুকিয়ে যায়,
কে লো হায় আদর ক'রে ধ'রবে বুকে তায়।
মনহরা ফুল আপ্‌নি ফোটে,
ভ্রমর তা দেখেনা মোটে,
যেথা কাঁটা ফোটে—সেথা ছোটে,
হেতা ফুল আপ্‌নি ঝরে যায়,
বঁধুয়া নিদয় এমন আগে কেগো জান্‌তো হায়॥

তৃতীয় দৃশ্য—মতি মহল, জেরিনার কক্ষ

(জেরিনা শায়িতা, নেপথ্যে প্রভাত সঙ্গীত)

নবীন কিরণ রাজী হাসিছে গগনে।
ঊষার আলোক রাশি, ভাসিছে দশ দিশি
হেরলো বিনোদিনী, (তব) চারু নয়নে।
গাইছে পিককুল,
ফুটিল ফুলকুল;

আকুল ভ্রমরা সবে ধায় মধু চয়নে।
উঠলো সজনী,
হের ধরা আমোদিনী,
কর পরিহার তব অলস শয়নে।

জেরি।—(নিদ্রাভঙ্গে মস্তকোত্তলন করিয়া) নিশা কি অবসান হোল! ঐ যে বিহঙ্গ বিহঙ্গিনীগণের মধুর কলরবে শ্রবণ বিবরে মধু বর্ষণ ক'চ্ছে, প্রভাতের স্নিগ্ধ সমীরণ মৃদু মন্দ গতিতে গাছের পাতা নিয়ে খেলা কচ্ছে। নব প্রস্ফুটিত পুষ্প সৌরভে দিগদিগন্তর আমোদিত হয়েছে। তরুণ তপন পর্ব্বতের আড়াল থেকে নীল গগনে কিরণ রাজী বিভাষিত করিয়া নব বধুর মত উঁকি মাচ্ছে। নিয়ে ভরা যৌবনী তরঙ্গিনী, সে ছায়া হৃদয়ে ধরে নাচ্‌তে নাচ্‌তে নব উল্লাসে, প্রাণেশের বিশাল হৃদয়ে মিস্‌তে চল্‌ছে, খোদার কৃপায় সবাই প্রফুল্ল। কিন্তু হায়—আমি রাজ রাণী হয়েও অন্তর্দাহে দগ্ধ হচ্ছি, প্রাণেশ আমার হৃদয় রাজ্য আঁধার করে আজ প্রায় দিবসত্রয় চলে গিয়েছেন, তাঁর একবারও আমার জন্তে প্রাণ কাঁদে না? আমিতো দিবারাত্র অজস্র-ধারে আঁখি বারিতে বুক ভাসাচ্ছি। হায় নাথ! আমার মন বেদনা দিয়ে কি তুমি সুখী হবে? যদি তাতে তুমি তোমার বিশাল অন্তরে শান্তি বোধ কর, তা হ'লে আমার যে দুঃখ অতুল সুখ বলে ভাববো। খোদা, নারীর বুকের ব্যথা

নির্ম্মম পুরুষে কেন বোঝে না। দেখি আজ সন্ধ্যার পূর্ব্বে তিনি যদি প্রত্যাবর্ত্তন না করেন, তা হলে আমি নিজেই তাঁর অনুসন্ধানে গমন কর্ব্বো। ওঃ! মস্তিষ্কে বড়ই বেদনা অনুভব হ'চ্ছে। আয়সান কি কাল বড় কড়া সিরাজী পান কর্ত্তে দিয়েছিল? (শয্যা হইতে উঠিয়া দর্পণে মুখ দেখিয়া) ওঃ! চ'খের কোণে যেন কালি ঢেলে দিয়েছে। চ'খে মুখে একটু জল দিই, শরীর যেন কম্পিত হচ্ছে। আজ আমার বাঁদীরা কোথায় গেল? তারাতো প্রত্যহই আমার ঘুম ভাঙ্গাতে আসে, আজতো কাকেও দেখছিনি, একবার বাঁদীদের ডেকে দেখি, ও রিজি! ও গুলজার, ও ফুলিয়া, আঃ গেল কেউ তো উত্তর দিলে না! এগিয়ে দেখি!

(সাহসী তাতারণীর প্রবেশ)

জেরি।—তুমি এখানে যে?

সাহসী।—জাঁহাপনার হুকুম! আমায় এই দ্বারের রক্ষীকা ক'রেছেন।

জেরি।—জাঁহাপনা কি এসেছেন?

সাহসী।—অনেকক্ষণ! গতরাত্রে—আপনি কি জানেন না?

জেরি।—কৈ না, আমায় তো তিনি দেখা দেন নি? গত রজনীতে আয়সান্ গাচ্ছিল আমি শয্যায় শুয়েছিলুম; তারপর নিদ্রিতা হয়ে পড়েছিলুম, আর অতিরিক্ত সিরাজী পান করায়—আমার কল্য রজনীতে জ্ঞান ছিল না। কোথা দিয়ে রাত্রিগত হয়েছে তা আমি জানি না!

সাহমী।—আয়সান্ কোথা ?

জেরি।—তাতো আমি জানি না! সে কোথায় তুমি জানো।

সাহমী।—বেগম সাহেব! আমার সহিত প্রবঞ্চনায় ফল কি ? আপনার সাহসকে আমি ধন্যবাদ দি!

জেরি।—(বিস্মিত নেত্রে) কেন কেন, কি হয়েছে ? বলনা আয়সান্ কোথায় ?

সাহমী।—আয়সানের উপর ভারি দোস্তি দেখ্‌তে পাই যে! আপনার অনেক বাঁদী আছে, কৈ তাদের তো কারুর খোঁজ নিলেন না, সে কারাগারে বন্দী হয়েছে।

জেরি!—কেন ? কে তাকে কারাগারে দিলে? তুমি চল আমি এখনি তাকে মুক্ত করে আনবো।

সাহমী।—আপনি কি গত নিশার কোন ঘটনাই জানেন না ?

জেরি!—যথার্থ আমি কিছুই জানি না, খোদার শপথ করে বল্‌ছি আমি কিছুই জানি না। তোমার পায়ে ধরি শীঘ্র আমায় বলো কি দুর্ঘটনা ঘটেছে।

সাহমী।—আপনার বাঁদী স্ত্রীলোক নয়।

জেরি।—এ্যাঁ!

সাহমী।—সে মরদ, বাঁদীর বেশ ধরে অন্দর মহলে বাস কর্ত্তো, আমি তাকে কখনও দিনে বেরুতে দেখি নি।

জেরি।—কি সর্ব্বনাশ, তারপর ?

সাহমী।—কল্য রজনীতে সে আপনার আবাসে আপনার শয্যা পার্শ্বে দাঁড়িয়ে আপনার হস্ত চুম্বন করেছে ও আলি-

সন কর্ত্তে উদ্যত হয়েছিল, স্বয়ং সম্রাট অন্তরাল থেকে তার কার্য্য প্রত্যক্ষ ক'রে তার পরিচয় চান, সে ভয়ে প্রথমে কোন জবাব দেয় নি, শেষ সাহান্‌সা ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে তাকে বধ কর্ত্তে যান। তখন সে তার পরিচয় প্রদান করে। জনাব মনবেগ সম্বরণ ক'রে তাকে কারাগারে অনাহারে মার্ত্তে স্থির ক'রে, আমার দ্বারায় কারাগারে প্রেরণ করেন। এবং আমায় হুকুম করেন, যে বেগম অদ্য হ'তে রাজপুরে বন্দিনী! তুমি তার রক্ষীকা হয়ে থাকগে। শেষ গুলাব বেগমের মহলে প্রস্থান করেছেন।

জেরি।—সে নরাধম কে? আমি তার নিকটে কি অপরাধ ক'রে ছিলুম? যে সে শেষে আমার এই সর্ব্বনাশ সাধন কল্লে। (ভূতলে বসিয়া পড়ন)

সাহমী।—তার পরিচয় জিজ্ঞাসা ক'ল্লে সে বলে আমার নাম সহিরুন্‌।

জেরি।—খোদা! তোমার মনে এই ছিল?

(মূর্চ্ছিত হইয়া পতন)

রিজিয়ার প্রবেশ

রিজি।—কি দুর্দ্দৈব। হা জগদীশ্বর! নিরপরাধিনীর কেন এমন সর্ব্বনাশ সাধন করলে? সখি আমাদের সতীর শিরোমণি, তাঁর চরিত্রে কথনও কলঙ্ক স্পর্শ করে নি। হায় হায়! দুঃখিনীর সব আশা নির্ম্মূল হ'ল। এই নিরুপম রূপরাশি এই প্রফুল্ল যৌবন, সবই অকালে কালের কবলে যেতে

বস্‌লো! সখীর আমার যে প্রাণের কোন আকাঙ্ক্ষা মেটে নি। অতি যত্নের আশার গৃহ—যেন অকস্মাৎ দাবানলে সব ভস্মীভূত হোল, সব ফুরাল।

সাহমী।—রিজি! কাকে বল্‌ছিস? বেগম সাহেবের কি জ্ঞান আছে? আগে ওঁকে সুস্থ কর তারপর যা বল্‌বার তা বলিস।

রিজি।—সাহমী! তুমি একটা বারি পাত্রে, বারি নিয়ে এস, আমি ততক্ষণ সমীর সিঞ্চন করি।

সাহমী।—আচ্ছা আমি এখুনি বারি পাত্র নিয়ে আস্‌ছি, তুমি সাবধানে তোমার সখীর শুশ্রূষা কর।

(প্রস্থান)

রিজি।—সখি! সখি! উঠ সখি! দেখ তোমার দাসী রিজি তোমার জন্যে কত কাঁদছে। একবার কথা কও।

গীত

উঠলো সজনী।
সরল প্রাণে গরল ঢেলে কেন লো মলিনী।
সোণার কমল কেন লো ধূলায়,
আকাশের চাঁদ ভূতলে লুটায়,
কহিণুর মণি—কীরিটের হায়,
কেন হেন দশা, পড়িয়ে ধরণী।

চতুর্থ দৃশ্য—প্রাসাদস্থ অপর কক্ষ।

জোরি ও পিয়ারীর গীত

জোরি—জেনে শুনে নারীর প্রেমে কেন মজে হায়।
পিয়া—ও কথা (তুই) কেন বলিস পাস্‌নি কি আমায়।
জোরি-তোমার প্রেমের প্রাণ কখন কেমন বুঝ্‌তে নাহি পারি
পিয়া--বিকিয়েছি প্রাণ তোর পায়েতে সত্যি আমি তোরি
জোরি—ওরে বলিস কিরে তুই—প্রাণ দিছিস আমায়?
পিয়া—এমন প্রেমিক রতন—বিনে রতন কে পায় আমায়।

পিয়া।—দেখ্‌লে ধর্ম্মের কল—কেমন বাতাসে নেড়ে দিলে? ধর্ম্মের মধ্যে অধর্ম্ম প্রবেশ ক'রলেই, খোদা নিশ্চিয় তার বিহিত করেন।

জোরি।—জাঁহাপনা কি ক'রে জান্‌লেন?

পিয়া।—তিনি স্বয়ং বেগমের হারামে উপস্থিত ছিলেন, আর ঘটনা সবই তিনি নিজে প্রত্যক্ষ করেছেন। তা নইলে এত সত্বর পাপ কার্য্য প্রকাশ হয়ে পড়লো।

জোরি।—বাবা! মেয়ে মানুষের সাহস দেখে, আমার আক্কেল জন্মে গেছে।

পিয়া।—সব জেনানা বুঝি সমান হয়? এই দেখনা কেন. আমি তোকে ভালবাসি, কৈ অন্য কাউকে কি পিয়ার করি?

জোরি।—হুঁ! ওকথা কি কখনও সম্ভব হয়? তুমি আমার অন্ধের নয়ন, তুমি আমার সর্ব্বস্ব ধন, তুমি ও রকম হলে আমি যে বিষ খেয়ে মরবো।

পিয়া।—আর বিষ খেতে হবেনা, যেমন আছ তেমনি থাক।

জোরি।—আহা, বেগম সাহেবের জন্যে প্রাণে বড়ই কষ্ট হচ্ছে, কি সর্ব্বনাশ হ'লো!

পিয়া।—বেগমের জন্য তোমার দুঃখ কি? হাতে ক'রে বিষ খেলে সে মর্‌বে না? জ্বলন্ত আগুনে হাত দিলে যদি হাত না পোড়ে—তা হলে তো আর ভাবনা ছিল না, দেখ মেয়ে মানুষ যদি নিজে ভাল না থাকে, তা হলে কেউ তাকে ভাল কত্তে পারে না; আর নিজে যদি সে ভাল থাকে, তা হলে অতি রূপবান পুরুষও তার মন টলাতে পারে না।

জোরি।—বাবা, তোমাদের চরিত্র বোঝা ভার, স্বয়ং খোদাই বুঝ্‌তে পারেন্ না, মানুষতো কোন্ ছার, তবে জেনানাদের দেল বড় নরম, যেমন সলিল কখনও স্থির থাকেনা, সদাই তরঙ্গ উঠে তরঙ্গে মিশিয়ে যাচ্ছে—নারীর মনও সেইরূপ, কখনও স্থির থাকে না।

পিয়া।—মরদের চেয়ে বেইমান নয়! মরদেরাই তো জেনানাদের চোক ফুটিয়ে দিয়ে প্রথমে দাগা দেয়। ছলনায় না প'ড়লে চাতুরীর ফাঁদে পা না দিলে, ছল চাতুরী শিখতে পারে না। পুরুষরাইতো পথ দেখিয়ে দেয়। আমাদের কোন দোষ নেই তা আমি জাঁক ক'রে বল্‌তে পারি।

জোরি।—স্বীকার বাবা। পরের কথা নিয়ে আমায় তোমায় ঝগড়া না বাঁধে। তুই এখন চল, আমাদের কাজ আমরা করি গিয়ে; যখন আমাদের যেথানে থাকতে হুকুম হবে, তখন সেই থানেই থাকবো।

পিয়া।—বাদসা এখন কোন্ মহলে আছেন?

জোরি।—গুলাব বেগমের মহলে আছেন?

পিয়া।—চল, তবে সেই মহলে যাই।

উভয়ের গীত

বুঝে সুঝে ম'জো প্রেমে প্রেমিক সুজন,
সরল প্রাণে বিষের ছুরি দেখ্‌লে তো কেমন।।
রূপ দেখ্‌তে ভাল বটে,
প্রেম নাইকো (তায়) মোটে,
প্রাণ দিয়ে তার প্রতিদান শুধুই রোদন;
(শেষ) দুখের বোঝা মাথায় নিয়ে কেটে যায় জীবন।

(উভয়ের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য—জেরিনার কক্ষ।

রিজিয়ার ক্রোড়ে মস্তক দিয়া জেরিনা শায়িতা।

জেরি।—সইরে! তুমি কাঁদছ কেন? আমার মত হতভাগিনীর জন্য জগতে কেউ যেন দুঃখ না করে! আমি ভাগ্যহীনা, তা নইলে, রাজরাণী রাজ্যেশ্বরী হয়ে হঠাৎ আমার সর্ব্বনাশ হবে কেন? খোদা আমার উপর বিমুখ—পূর্ব্ব জন্মে কোন সতীর বুকের ধন হরণ ক'রেছিলুম—তাই এ জন্মে আমার বুকে শেলাঘাৎ ক'রে আমার হৃদয়ের হার অন্যে কেড়ে নিলে, সই! মনকে যে কোন রকমে প্রবোধ দিতে পাচ্ছি না। সহিষ্ণুণ! তুমি আমার সর্ব্বনাশ ক'র্লে? বাল্যাবধি দুঃখের দুঃখী সুখের সুখী হয়ে—অবশেষে একি ক'ল্লে? তুমি তো কখনও এমন ছিলে না, তোমার প্রাণেতো স্বার্থের ছবি কখনও আঁকা ছিলনা? ভাল বেসে আত্ম-বিসর্জ্জন দিয়ে লালসায় পড়ে কেন এমন কুকার্য্য ক'ল্লে? খোদা কি তোমার জ্ঞানশূন্য করেছেন? কিশোরে তুমি ত আমায় নিজে শিক্ষা দিয়াছিলে, যে ছলনার সংসারে সাবধানে থাক্‌বে। আত্ম সংযম কত্তে যত্নবান হবে। এতো আমায় শিক্ষা দিয়ে তুচ্ছ আশার মোহে প'ড়ে, আমার চিরজীবনের শান্তি কেড়ে নিলে—একি তোমার উপযুক্ত কার্য্য হয়েছে? শৈশবের ভালবাসার পরিণাম কি ক'রে তুমি এতো বিষময় কল্লে?

রিজি।—বিবি সাহেব! তাঁর দোষ কি? তাঁর অপরাধ তিনি আপনাকে সরল প্রাণে মন প্রাণ সমর্পণ করেছিলেন। সখি! তাঁকে তুমি যে সমস্ত দোষে রঞ্জিত কল্লে সে গুলি কি তাঁর দোষ, না বিমল প্রেমের উচ্ছাসে তাঁর হিতাহিত জ্ঞান শূন্যতার পরিচয়। পরের পায়ে প্রাণ সঁপে, কে কবে আপনার প্রাণকে কর্ত্তব্য বিহীন করে নি? সই! তুমি যদি আজ তাঁর মতন অবস্থায় পড়তে তা'হলে কি মনকে ধরে রাখ্‌তে পাত্তে? নিজের মন দিয়ে পরের প্রাণ বোঝ।

জেরি।—খোদা! তুমি সাক্ষী, আমি সম্রাটের চরণে বিন্দুমাত্রও অপরাধিনী নই। নিমিষের তরে পাপ কথা মনে স্থান দেওয়া দূরে থাকুক, কখনও মনে ভাব্‌তেও বাসনা হয় নি। কিন্তু প্রভু! একি কল্লে? চির দিনের মত আমার কান্নার ব্রত পুরস্কার দিলে! প্রাণেশ্বর! তুমি কি আমায় প্রাণ দিয়েছিলে? না শুধু মুখের কথায় মন নিয়েছিলে?

রিজি!—সখি! তুমি এখনি এত অধীর হয়ে, সব আশার মূলে কুঠারাঘাত কচ্ছ কেন? তুমি যখন সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী; তখন বাদসাহের মনে তোমার উপর ভ্রম-সংস্কার দূর কর্ত্তে চেষ্টা কর। পায়ে ধরে কেঁদে বল, আমি নির্দ্দোষী; বিনা দোষে

কেন আমায় ত্যাগ কচ্ছেন? তোমার চক্ষের জলে, তাঁর হৃদয় নিশ্চয় গলে যাবে—আবার তুমি সব সুখ ফিরে পাবে। আবার রাজরাণী হয়ে মতি মহল আলোকিত কর্ব্বে। চেষ্টার অসাধ্য কার্য্য নাই, যত্ন কর পুনরায় হারা রতন ফিরে পাবে—লুপ্ত শান্তি আবার হৃদয়ে ফিরে আসবে। তুমি কেঁদে কেটে একখানি হস্তলিপি লিখে দাও, আমি সম্রাটকে অর্পণ করে, তার জবাব নিয়ে আসি।

জেরি।—ভাল কথা বলেছ! সই! তোমার ঋণ আমি জীবনে শোধ কর্ত্তে পার্ব্বোনা, এ দুনিয়ায় আমার কেউ নাই, তাই খোদা আমার সুখ দুঃখের সমভাগী করে তোমায় এ রাজপুরে প্রেরণ করেছেন। চল ও ঘরে গিয়ে এখুনি মিনতি করে আমি তাঁকে চিঠি লিখে দিই।

রিজি।—চলুন যাই, খোদা নিশ্চয় আপনার মনবাসনা পূর্ণ কর্বেন।

জেরি।—সখি! এ কলঙ্ক যদি আমার না যায় তা'হলে আমি কখনও জীবন রাখ্‌বনা তা তুমি নিশ্চয় জেনো। এখন চল, অগ্রে তোমার কথা প্রতিপালন করি!

উভয়ের প্রস্থান

রিজিয়ার গীত

এই ছিল কি ললাট লিখন।
সুমেরু চূড়া হতে সাগর পতন
ফুটন্ত কলিকা সবে,
ফুটেও ফোটেনি এবে,
অকালে শুখালে হায় এ সাধের কুসুম ;
সোহাগে বাড়ায়ে শেষে সমূলে নিধন।



তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

আরাম বাগ—পান্নামহল।

গুলার বেগমের কক্ষ।

পালঙ্কোপরি সাজাহান ও গুলাব বেগম।

বাঁদীগণের গীত।

গুলাবিয়া ভরকে সরাব লে আও,
দেল্‌কা রৌশন পিও পিলাও।
চুনেলেও আপ্‌না ইয়ার,
ফুর্ত্তিসে কর পিয়ার,
দিল্‌ খোস্‌ রাত মে মজা উড়াও।
দোস্ত দোস্তিমে,
আসক্‌ মোসক্‌ মে,
মিলায় মিলায় কে রং চালাও॥

সাজা।—গুলাব! আর এক পিয়ালা সিরাজি দাও, হৃদয়ে কিছুতেই শান্তি পাচ্ছিনা। অন্তঃস্থল দগ্ধ হ'চ্ছে, দাও, আর এক পাত্র সিরাজী দাও।

গুলাব।—জনাব! আজ্ সুপ্রভাত! এত দিনে আমার মন আশা পূর্ণ হলো, কিন্তু প্রভু—! যদি—জে—

সাজা।—আর সে পাপীয়সীর নাম আমার সমক্ষে কোর না, দুষ্টা পিশাচী আমার হৃদয়ে ভীষণ বহ্নি প্রজ্বলিত করেছে। আর সে নাম যেন শ্রবণ বিবরে প্রবেশ না করে। বিবিজান্! তুমি একটি তান লাগাও। আমি শুনে দেলকে খোস করি।

গুলাব।—জনাব! দাসীকে ভুলবেন নাতো? চির দিন যেন এ অধীনীর উপর অদ্যকার ন্যায় কৃপা থাকে। আমার গীত শ্রবণে আপনার আকাঙ্খা হয়েছে। এখুনি আমি আপনার বাসনা পূর্ণ কচ্ছি।

সাজা।—বিবি! আজ হতে তোমায় আমি আমার প্রধানা বেগম ক'ল্লেম।

গুলাব।—সে আপনার অতুল করুণা; (স্বগতঃ) আর আমায় কে পায়? আর সে পাপীয়সীর মুখ দেখ্তে দেব না; আমার অনেক দিনের আশা আজ সফল হয়েছে। এখন আর একটী উপায় কত্তে হবে, যাতে একবারে সে পিশাচী জানে মরে, তার পর একবারে নিশ্চিন্তে রাজরাণী রাজ্যেশ্বরী হয়ে কাল হরণ কর্ব্বো।

সাজা।—জানি! কৈ গীত শুনালে না?

গুলা।—প্রাণেশ! বীণার সুর বেঁধে নিয়ে গান আরম্ভ কচ্ছি।

সাজ।—বহুত আচ্ছা,—বহুত আচ্ছা।

গুলাব।—(বীণার সুর বাঁধিয়া গীত)

গীত

ন দেখে ম্যায় দুস্‌রে সুরত চলে আপনা দিলমে।
আস্‌নাই মে দিল বিগাড় হুয়া—জান গয়া আস্‌নাই মে॥
ম্যায় রহতা হুঁ আপ্‌না গুমান্‌ মে,
নেহি তো বদনাম হোগা ভর দুনিয়ামে,
ক্যা হুঁসে সহুঁ ম্যায় নরম দিলমে,
জো জান দেগা, উসে জান দেগে, মিলায়কে জান্‌ জান্‌ মে॥

সাজ।—কেয়া বাৎ,—বহুত আচ্ছা,—তান,—বহুত আচ্ছা তান্‌. হাম আজ্‌ বহুত খুসি হুঁয়া।

(রিজিয়ার প্রবেশ)

রিজি।—বেগম সাহেব! বাঁদী সেলাম কর্‌ তেঁহি।

গুলা।—কি খবর? এত রাত্রে কি দরকার?

রিজি।—জেরিনা বিবি জাহাপনাকে এক চিঠী পাঠিয়েছেন।

গুলা।—কৈ—দেখি!

(রিজিয়ার চিঠী প্রদান ও গুলাবের পাঠ।)

'ভারত, সম্রাট! দাসীর হৃদয়েশ্বর! বাঁদীর উপর এত অপ্রসন্ন কেন? আপনি রাজা, কোটী কোটী লোকের জীবন মৃত্যু আপনার হস্তে, সুতরাং এত শীঘ্র একটা অলীক সংস্কারে দাসীর উপর বিমুখ হলেন, একি আপনার ন্যায় ধীর,—স্থির,—গাম্ভীর্য্যশালী মানবের পক্ষে উচিত? খোদার দোহাই,—দাসী আপনার চরণে কোন অপরাধিনী হয়নি, বিনা অপরাধে—আমায় ত্যাগ কর্ব্বেন না। আপনি পরম প্রেমিক মিথ্যা বিষয় মনে আরোপিত করে—প্রেমময় নামে কলঙ্ক অর্পণ ক'র্ব্বেন না। এতো ভালবাসা, এত আশা সকলেই ভুলে গেলেন, যদি মনে সন্দেহই হয়েছিল,—আমায় জিজ্ঞাসা কল্লেন না কেন? বাঁদী আপনার ন্যায় মহৎ অন্তঃকরণের উপর কলঙ্ক অর্পণ কত্তে চায়না, সে তার নিজের অদৃষ্টের ফল ভোগ ক'চ্ছে। নাথ! যদি সত্যসত্যই আমায় অপরাধিনী মনে করে থাকেন,—তাহলে জল্লাদকে এই দণ্ডে হুকুম দিন,—সে আমায় ইহ জন্মের মত—জ্বালা যন্ত্রণা দূর ক'রে দিক—ও আপনার একটা কীর্ত্তি থাক; দীনার প্রতি যাহা হয় একটী হুকুম দিবেন। দাসী হস্ত লিপির অপেক্ষায় প্রাণ রেখেছে। নতুবা কথন আপনার পুরী কলুষিত কত্তে এতক্ষণ জীবন ধারণ করে থাকিত না। দীনার প্রতিপালক, হৃদয়বিহারী! দাসীর আর একটী শেষ নিবেদন এই যে যদি আমায় চিরজীবনের মত বিস্মৃত হন তাহলে চরম সময় একবার দেখা দেবেন, বাঁদীর বাসনা, মৃত্যু

কালে শ্রীচরণ মস্তকে ধরে এ ছলনাময় সংসার ত্যাগ ক'র্ব্বো। আপনি দয়ার ঈশ্বর,—ন্যায়ের প্রতিমূর্ত্তি,—প্রেমের পবিত্র ছবি সেই আশায় বুক বেঁধে—এই কয়েকটী কথা আপনাকে নিবেদন কল্লুম। যাহা সুবিচার হয় ক'র্‌বেন।"

আপনার
শ্রীচরণাশ্রিতা
হতভাগীনী
জেরিনা।

গুলাব।—(স্বগতঃ)—এই তো সুসময় উদয় হয়েছে,—তবে আর কেন আমার সুখের কণ্টক, এই বার দূর কর্ব্বো! (প্রকাশ্যে) জাঁহাপনা! আপনার জেরিনা আপনাকে চিঠী পাঠিয়েছে।

সাজা।–(অর্দ্ধ নিদ্রিতাবস্থায়) কার পত্র,—কোন্ রূপসী এত রাত্রে চিঠী প্রেরণ করেছে?

গুলাব।—সাজাদা! বিশেষ দরকারী চিঠী, পাঠ ক'রে যা হয় হুকুম দিলে ভাল হতো!

সাজা।—কার হস্তলিপী?

গুলা।—জেরিনা বেগমের।

সাজা। সে সয়তানীর হস্তলিপী আমি আর স্পর্শ কর্ত্তে চাইনা।

গুলা।—আমি তবে পত্র পাঠ করে শুনাব কি?

সাজা।–সমস্ত পড়তে হবে না,—সংক্ষেপে বল।

গুলা।—সে লিখেছে, যে আপনি যখন তাকে ত্যাগ ক'রেছেন, তখন রাজপুরী হতে বিদায় দিন।

সাজা।—কি বিদায় দিব? তাকে জীয়ন্তে কুকুর দিয়ে খাওয়াব। পিশাচিনীর এখনও চৈতন্ত হয় নি?

গুলাব।—সম্রাট! আপনি যখন তাকে চিরজীবনের জন্য মন থেকে বিদায় দিয়াছেন,—তবে আর তাকে আটক রেখেই বা ফল কি? আর স্ত্রী হত্যা করেই বা ফল কি? সে অতি সামান্য, আপনার ঈর্ষার এক পরমাণুও সহ্য করতে পারবে না। সে কি আপনার ক্রোধের যোগ্য? তাকে প্রাণে প্রাণে রাজধানী থেকে বিদায় করে দিন। নারী হত্যা করলে আপনার মহৎ নামে কলঙ্ক হবে! ক্ষুদ্র,—মতিহীনা নারী পতঙ্গের উপর এত কঠিন হলেন কেন প্রভু?

সাজা।—গুলাব বিবি! বিশ্বাসঘাতিনীর উপর কে দয়া করে? আমি কোন কথা শুনতে চাইনা,—অমি যা বলি তাই চিঠীর জবাব লিখে দাও!

গুলাব।—(কাগজ কলম আনয়ণ) (স্বগতঃ) এইবার ঈর্ষানল দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে। আমার মন বাসনা সিদ্ধ হবার প্রশস্ত সোপান হয়েছে। (প্রকাশ্যে) জাঁহাপনা! আজ্ঞা করুন কি লিখতে হবে?

সাজা।—“পিশাচী! পত্র লিখতে সাহসী হলি কিসে? এখনও ছলনা? আর তোর মুখদর্শন করবো না। আজ হতে নির্জ্জনে কারাবাস ভোগ কর, অন্য দণ্ডের ব্যবস্থা পরে করব। এই আমার অঙ্গুরিয়ক নাও, সীল করে দাও!

গুলা।—এইবার আমার কার্য্য আমি সম্পন্ন করি। এতে আর দুকথা বেশি লিখে দিই!

(পত্র লিখন পাঠকরণ)

"যদি সৎবংশ জাত হ'স তাহলে এই মহূর্ত্তেই আত্ম হত্যা করিস্।"—ঠিক হ'য়েছে,—যতক্ষণ না মৃত্যু সংবাদ আমার শ্রবণ বিবরে প্রবেশ ক'চ্ছে সে অবধি আমার শান্তি নাই।

সাজা।—পিয়ারি! চিঠি দিয়ে দাও! আর রাত্ কোর না! আমার শরীর অতিশয় দুর্ব্বল!

গুলা।—বাঁদী! এই চিঠী নাও!

রিজি।—(অগ্রসর হইয়া পত্র লওন) সেলাম জাঁহাপনা! সেলাম, সেলাম বিবি সাহেব!

প্রস্থান

গুলা।—(স্বগতঃ) উত্তম প্রতিশোধ হয়েছে,—আজ্ এক বৎসর ধরে আমায় যেমন দুঃখানলে দগ্ধ ক'রেছে,—উপস্থিত তার ফল ভোগ কর।—চিরদিনের মত মতি মহল ত্যাগ কর। আজ্ আমার আনন্দের সীমা নাই, আমিই এখন সম্রাটের প্রধানা বেগম হলুম। জেরিনা রূপের অহঙ্কারে ধরাকে সরা জ্ঞান কর্ত্তে।—এখন কোথায় থাক্‌বে? রূপ যৌবন আর কাকে দেখাবে? মূর্খ সম্রাট কে তো এক কথাতেই বুঝিয়ে দিয়েছি। খোদা আছেন—খোদা—আছেন।—তাঁর কি বিচার নাই? আমার এই অতুল রূপরাশী এই ফুটন্ত ভরা

যৌবন কি বৃথায় যাবে? কখনই না—! যতক্ষণ,—না মৃত্যু সংবাদ পাচ্ছি ততক্ষণ নিশ্চিন্ত হতে পাচ্ছিনা! —(প্রকাশ্যে) নাথ! চলুন শয়নাগারে গমন করি।

সাজা।—চল,—কিন্তু আমার বুকের ভিতর কেমন ক'চ্ছে?

গুলা।—কেন সাজাদা—?—কি হয়েছে?

সাজা।—কিছুইত বুঝ্‌তে পাচ্ছিনা,—তুমি অগ্রসর হও,—আমি একবার প্রসাদে প্রহরীদের কার্য্য ছদ্মবেশে প্রত্যক্ষ ক'রে —তোমার নিকট গমন ক'র্ব্বো। চল—তোমার শয়ন কক্ষের দ্বার পর্য্যন্ত পৌছে দি।

গুলাব।—জনাব! আপনি অগ্রসর হন,—অমি পশ্চাৎ গমন কর্ব্বো।

সাজা।—তবে এস।

সাজাহানের প্রস্থান

গুলাব। একি হল? অকস্মাৎ এমন চিত্ত চঞ্চল হলো কেন? খোদা! সুখের রাজ্যে নিয়ে যেতে যেতে,—আবার সন্দেহ অন্ধকারে ডোবাও কেন? কি জানি তোমার মনে কি আছে এতক্ষণ কি সে বেঁচে অছে?—বোধ হয় না;—যাক্,—ভেবে কি ক'র্ব্বো—অদৃষ্টে যা আছে তাই ঘট্‌বে, অদৃষ্ট ভিন্ন গতি নাই।

গীত

নিদয় বিধি দুঃখিনী তনয়'পরে
কেন হও বাদী।
পাইয়ে না পাই হৃদে
মম হৃদি নিধি ॥
নারীর বুকের ব্যথা,
মরমে রহেযে গাঁথা
ফাটে বুক বেদনায়—আখি ঝরে নিরবধি।
কাহারে জানাব জ্বালা—প্রাণহারা আমি বাঁদী ॥

দ্বিতীয় দৃশ্য—উদ্যান।

নিশাচরীগণ সহ অদৃষ্ট দেবীর প্রবেশ।

অদৃষ্ট দেবীর গীত।

ফুরাল জীবন আয়ু আর কে রাখিবে তায়।
কঠিন কালের গতি—বল কে রোধিবে হায় ॥

সুখ, আশা, ভালবাসা,
অলীক ভবের বাসা,
কত আশা লয়ে হৃদে—জীব আসে যায়।
অবশেষ সব শেষ অনন্তে মিশায়॥

নিশা সহচরীগণের গীত

হে সুধীর! হেলায় হারালে তুমি হৃদয়ের হার।
কোথা যাও—কার তরে—তারে কি পাইবে আর॥
ছলনার দাস হ'য়ে,
গেলে তারে ভুলিয়ে,
দিলে দুঃখ বিনা দোষে—সরল প্রাণে তার।
ছি ছি-ছি—ছলনে ভুলে হারালে সোনার হার॥

তৃতীয় দৃশ্য—প্রাসাদস্থ সোপান।

ছদ্মবেশে সাজাহান

সাজা—প্রাণটা কেমন কচ্ছে!—কে যেন কাতরে ডাক্‌ছে,—তাই যেতে যেতে ফিরে এলুম;—এমন অবস্থা তো আমার কখনও হয়নি,—জেরিনা কি নিরপরাধিনী? তাই পত্রের জবাব

দেওয়া অবধি প্রাণের ভিতর যেন দারুণ বেদনা উপস্থিত হয়েছে। সত্যসত্যই কি বিনা দোষে এক জনের সর্ব্ব-নাশ ক'র্‌লুম? গুলাব এত প্রফুল্ল কেন? কিছুই তো বুঝ্‌তে পাচ্ছিনি! নারীর প্রাণের কথা পুরুষে সহজে বুঝতে পারেনা না। প্রাণে কেমন অশান্তি বোধ হ'চ্ছে। জেরিনা ভিন্ন অন্য কোন বেগমই আমার প্রিয় ছিল না কিন্তু এক মুহূর্ত্তের মধ্যে এ আমায় কি ক'র এমন কল্লে? জেরিনা কে কঠিন দণ্ডে দণ্ডনীয় ক'রেছি—তাতে এর এতো আনন্দ, এতো আগ্রহ কেন? বোধ হয় কোন গুপ্ত ষড়যন্ত্র আছে। প্রাণে যেন কি একটা অজানা ভাব এসে নিদ্রায় ব্যাঘাৎ দিলে! মনে হলো—যাই—ছদ্মবেশে কারাগারে গিয়ে সেই যুবার নিকট জেরিনার সমন্ধে সমস্ত ঘটনা আদ্য পান্ত জেনে আসি,—তাই এ গভীর রজনীতে একাকী ফকিরের বেশে এখানে এসেছি। উপস্থিত কারাগারে গিয়ে যুবাকে ছল-নায় ভুলিয়ে—তার প্রাণের কথা সমুদয় শুন্‌তে হবে। যদি বাস্তবিক জেরিনার দোষ না থাকে,—তাহলে আবার তাকে নিয়ে মতি মহল আলো ক'রে বস্‌বো,—আর এই সয়তানী কে তার দণ্ডে দণ্ডিত কর্ব্বো। নিশ্চয় আমায় ছলনায় ভুলিয়েছে। গুলাব! তুমি জেরিনার বাঁদীর যোগ্য নও, আমি এখন বুঝ্‌তে পাচ্ছি—তুমি তার সর্ব্বনাশ সাধনের চেষ্টায় ফিরছ। কিন্তু সম্রাট কি তত মূর্খ যে তোমার ছলনায় ভুলে, জানের জানকে ত্যাগ কর্ব্বে? কখনই নয়! দুশ্চারিণী

অদ্য রজনীর সুখ নিদ্রা ভোগকর,—আগে কারাগার হতে ফিরে আসি—তার পর তোমার ছলনার শেষ কর্‌বো!

(প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য—উদ্যান।

গীত

"হে সুধির! হেলায় হারালে তুমি হৃদয়ের হার"
কোথা যাও কার তরে—তারে কি পাইবে আর॥
ছলনার দাস হয়ে,
গেলে তারে ভুলিয়ে,
দিলে দুঃখ বিনা দোষে সরল প্রাণে তার।
ছি—ছি—ছি ছলনে ভুলে হারালে সোনার হার॥

পঞ্চম দৃশ্য—কারাগার।

আয়সান

আয়।—খোদা! আমার কি পাপের সাজায়, এই দণ্ড বিধান কল্লে? আমি তো কখনও কোন পাপ করি নাই। জীবনের যত পাপ—এক ভালবাসা। খোদা! তুমিই তো আমার পরিচালক,—তুমি আমায় যেরূপভাবে চালাচ্ছ আমি সেই ভাবেই চালিত হচ্ছি। বাল্যে—পিতা মাতা ফাকি দিয়ে—দুঃখের বোঝা আমার মস্তকে অর্পণ করে ইহলোক ত্যাগ ক'রেছেন,—সেই অবধি খোদা তুমিই আমার পরিচালক, আমার অপরাধ কি? এ কঠোর দণ্ড যখন আমায় প্রদান ক'রলে—তখন জীবিত রাখলে কেন? পিপাসায় আমার প্রাণ কণ্ঠাগত—কারাগারে সহস্র কীট অনবরত দংশন ক'চ্ছে। আর যে যন্ত্রনা সহ্য হয় না প্রভু!

(একজন ফকিরের প্রবেশ।)

একে! এ কি ক'রে এ ভীষণ কারাগারে প্রবেশ কল্লে? দয়াধার! অপনি কে? আপনি কি খোদার প্রেরিত কোন দূত?

ফকি— না ; আমি খোদার দূত নয়,—আমি সামান্য ফকির মাত্র তোমার দুঃখ মোচন ক'রবার জন্য এস্থানে এসেছি। আমায় তোমার পাপের কথা সব সত্য করে বল। আমি তোমার কারামোচন ক'রবো।

আয়। প্রভু! আপনি যেই হউন, আমার উপর যখন আপনার দয়া হ'য়েছে, তখন আমি আমার সব কথাই বল্‌ছি। আপনি প্রশ্ন করুন।

ফকি।—জীবনে জ্ঞানকৃত কোন ভীষণ পাপে লিপ্ত ছিলে ?

আয়।—প্রভু! জ্ঞানে কি অজ্ঞানে কখনও কোন পাপ করি নাই।

ফকি। - পরস্ত্রী কামনা ক'রেছিলে কি ?

আয়।—পরস্ত্রীর প্রতি কোন দুরভিসন্ধি আমার ছিলনা। তবে আমি জেরিনাকে প্রাণ অপেক্ষাও ভাল বাস্‌তেম্‌, বাল্যাবধি একত্রে অবস্থান হেতু—তার প্রতি আমার জীবনের সমস্ত ভালবাসা অর্পণ করেছিলুম, - কিন্তু সে যখন পরের বিবাহিতা হ'লো সেই সময় হতেই তাকে ভুলতে চেষ্টা ক'রেছিলুম, কিন্তু কিছুতেই ভুলতে পারি নি।

ফকি।— সে তোমায় কিরূপ ভাল বাস্‌তো ?

আয়।—জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় আমার সহিত ব্যবহার ক'র্‌তো, কখনও সে আমায় কোন মন্দ অভিপ্রায় ব্যক্ত করেনি।

ফকি।—তুমি বিবাহের পর তার অঙ্গ স্পর্শ ক'রেছিলে?

আয়।—আমি ভাল বাসার প্রভাবে জ্ঞান হারিয়ে মোহবশে নিদ্রিতাবস্থায় তার হস্ত চুম্বন করেছিলুম।

ফকি।—কোরাণের দিব্য ক'রে বল দেখি—যে তার প্রতি তোমার কোন মন্দ অভিপ্রায় ছিলনা বা তারও কোন মন্দ অভিপ্রায় তোমার উপর ছিল না।

আয়।—খোদাকে সাক্ষী করে,—কোরাণ স্পর্শ ক'রে বল্‌ছি—বাল্যের পবিত্র ভালবাসা ভিন্ন, আমাদের কোন মন্দ অভিপ্রায় কারও মনে ছিল না। আর সেতো আমায় জান্‌তো না,—চিন্‌তো না; আমি তাকে শুধু দেখ্‌বো বোলে বাঁদী সেজে তার কাছে ছিলুম। সে আমায় এক দিনেরও জন্যে সন্দেহের চক্ষে দেখেনি। সে আমায় সদাই জিজ্ঞাসা কর্ত্তো—"বাঁদী, তুমি মলিনা কেন?"—আমি প্রাণের আগুণ ধৈর্য্যের মধ্যে চেপে রেখে—অন্যকথায়—সে কথা উড়িয়ে দিতুম! মোসাফের! দুনিয়ায় আমার মত কে আত্ম সংযম কর্ত্তে পারে? পিপাসায় শুষ্ক কণ্ঠ, সম্মুখে শীতল নির্ঝরিণী—দুরাশার দারুণ অন্ধকার—চক্ষের উপর পূর্ণিমার প্রাণ বিমোহিনী, আলোকরাশী—একদিকে ভীষণ দরিদ্রতা, অন্যদিকে অতুল ঐশ্বর্য্য! এ মনের অদম্য বেগ কে ফিরুতে পারে? দরিদ্র ভিক্ষুক কি রত্নের আদর পরিত্যাগ করুতে পারে? তা পারে না,—কিন্তু তবে আমি পাল্লুম

কি ক'রে? ভালবেসে—! আমি তাকে ভালবেসে,—তার পায়ে প্রাণ ঢেলে দিয়ে,—তার গোলাম হয়ে—তবে মনকে প্রবোধ দিইছি। ভালবাসায় আত্ম বিসর্জ্জনই শ্রেষ্ঠ বস্তু! মনে ভাবতেম—আমি দীনহীন—পথের ভিখারী,—আমায় নিয়ে—সে কি সুখী হবে? সে একদিন গিয়েছে, যেদিন সেও দরিদ্র ছিল, আমিও তার সমান ছিলুম। তাইতে তখন প্রাণেপ্রাণে মিশিয়ে ছিল,—আজ সে ভুবনের সমস্ত ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বরী। আর আমি এই দীনহীন অনাথ,—আজ, অন্ধকারময় ভীষণ কারাগারে; কত প্রভেদ? সে কত উচ্চে—আমি কত নিম্নে—কিন্তু ভালবাসায় ও সব কিছুই দেখেনা - শুধু প্রাণ ভ'রে ভাল বাস্‌তে চায়। তার বিরহে—তার অদর্শনে—প্রাণে যেন ভালবাসার অতল সিন্ধু উথলে উঠে! প্রাণকে অতি দূরে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে। কি যেন এক অপূর্ব্ব ভাবে দিবারাত্র প্রাণ বিভোর হয়ে আস্‌ছে—তাকে ভুল্‌তেও চায়না,—তাকে দেখতেও চায় না—একি ভাব? কিছুই বুঝতে পারি না—এখন প্রাণে এক বেদনা এই যে—কেন আমি তার সর্ব্বনাশ কল্লুম? ভাল বেসে কি কেউ কারুর সর্ব্বনাশ করে? তবে আমি এ কাজ কেন কল্লুম? হে মোসাফের! আমায় কৃপা ক'রে বলুন.—আমার কি প্রায়শ্চিত্তে তার এই মিথ্যা কলঙ্করাশী মোচন হবে? কি ক'র্‌লে সে আবার—তার প্রাণপতিকে নিয়ে সাধের দুনিয়ায় সুখে দিন কাটাতে পারবে।

আমায় বলুন. আমি তার জন্য জীবন দিতেও কুণ্ঠিত নই, দয়া করে আমায় একটী উপায় বলে দিন।

ফকি।—(স্বগতঃ) ধন্য প্রেম! প্রেমের পরশে যুবার প্রাণ—অতি উচ্চে গমন ক'রেছে। (প্রকাশ্যে) ধার্ম্মিক যুবক! তোমার কোন চিন্তা নাই,—তুমি এখনই—এ ভীষণ যন্ত্রনা থেকে মুক্ত হবে,—তুমি তো অনাহারে আছ? তুমি কিছু আহার কর্ব্বে?

আয়।—না প্রভু! ও অনুরোধ আমায় ক'রবেন—না,—আর জীবনরক্ষার জন্য আমি কিছুই কর্ব্বোনা,—আমার প্রাণে দারুণ বেদনা উপস্থিত হয়েছে। নিরপরাধিনী সতীর প্রতি আমি কলঙ্ক অর্পণ করেছি—আর আমার জীবনে প্রয়োজন নাই, হৃদয়ের এ দারুণ অনল মৃত্যু ব্যতীত কিছুতেই নিব্‌বে না।

ফকি।—চল,—তোমায় আমি রাজপুর থেকে বাইরে নিয়ে যাই—তারপর তুমি তোমার ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য ক'র্‌বে।

আয়।—প্রভু চলুন.—আপনার চরণে এ দাসের কোটী কোটী সেলাম গ্রহণ করুন—আপনি আমায় কারা মুক্ত ক'চ্ছেন,—এতে আপনার তো কোন বিপদের আশঙ্কা নাই?

ফকি।—আমরা ফকির—ঈশ্বরের প্রতিনিধি স্বরূপ। আমাদের কোন বিপদেই ভয় নাই। আর.আমার উপর রাজাজ্ঞা আছে—আমি সব কত্তে পারি। তুমি চল.—তোমায় নিরাপদ স্থানে পৌছে দিই।

আয়।—চলুন,—(স্বগতঃ) মন! তবুও অবাধ্য হচ্ছ কেন? এক জনের সর্ব্বনাশ করেও কি তৃপ্ত হও নি? আর তাকে দেখতে সাধ ক'রো না—চল—এখন চির শান্তি ভোগ কর্ত্তে চল,—এ পাপ সংসার ত্যাগ করে খোদার রাজ্যে চল। সে থানে দুঃখ নাই,—প্রেমে বিরহ নাই, মিলনে বিচ্ছেদ নাই,—সেই দেশে যেতে হবে। তুবও মন তোমার আশা যে—একবার তাকে শেষ দেখা দেখে যাবে! ছি—ছি—মন! তোমার শাস্তি তুমি নিজে নেবে চল, আর তোমার কুহকে পড়বোনা,—তুমি শয়তান,—তোমার অসাধ্য কার্য্য নাই! চল, আত্মহত্যা তোমার উপযুক্ত পুরস্কার। আজ তোমায় সেই পুরস্কার দিয়ে তোমার লালসার শেষ কর্ব্বে চল। মোসাফের! আপনি আমার জীবন রক্ষা কল্লেন? কিন্তু আপনার পরিচয় জান্‌তে পাল্লুম না। দয়া করে আপনার পরিচয় প্রদানে দাসের কৌতূহল চরিতার্থ করুন।

ফকি।—যুবা! আমার পরিচয় জান্‌তে তোমার সাধ হয়েছে? আচ্ছা আমি তোমার সে সাধ পূর্ণ কচ্ছি। (বেশ পরিবর্ত্তন ও সম্রাটরূপ ধারণ) এখন আমায় চিন্‌তে পাচ্ছ কি?

আয়।—একি? জনাব!—দিল্লীশ্বর!! জাহাপনা! দাসের প্রতি এত কৃপা? (হাটু গাড়িয়া উপবেশন)

সাজা।—আয়সান! উঠ—তুমি আমার বন্ধু,—তোমার উপর আমি মিথ্যা সন্দেহ করে—তোমায় অনেক কষ্ট দিইছি,—সে সব কথা ভুলে যাও।— পাপীয়সী গুলাব বেগমের ছলনায় পড়ে,—আমি একজন নিরপরাধিনী কামিনীর প্রতি অযথা কঠোর দণ্ডের আজ্ঞা দিইছি;—তুমি যদি আমার মনের সংশয় দূর না কত্তে,—তাহলে তার ভবিষ্যৎ কি ভয়ানকই হ'তো—তা ভাবনায় স্থির করা-যায় না। আয়সান্ আজ হতে তুমি রাজপুরে আমার বন্ধুর ন্যায় অবস্থান কর্ব্বে।

আয়।—জনাব! দুনিয়ায় ধর্ম্ম নাই,—তাহলে ছলনার স্রোত এত প্রবল বেগে বইবে কেন? এক জনের প্রাণের উপর অন্যে দাগা দেয় কেন? সম্রাট! জানিনা ছলনার ফল কত দূর গড়িয়েছে,—আমি—মানষ চক্ষে দেখতে পাচ্ছি—পরিণাম অতি ভীষণ!—সে অভিমানিনী,—তার সরল প্রাণের উপর এত ব্যথা—সে সইবে কেন? খোদা! তোমার মনে কি আছে জানি না।

সাজা।—আয়সান্! যাও—তুমি একটু বিশ্রাম করগে,—আমিও আমার পিয়ারকে দেখে আসি, অবলা সরলা আমার ব্যবহারে হৃদয়ে না জানি কত বেদনাই অনুভব ক'রেছে।

আয়।—সাহান্‌সা! ক্ষুদ্র প্রাণী এখ'নে একটী কথা বল্‌তে সাহসী হয়েছে,—দোষ কার?

সম্রা।—সত্য,—দোষ আমার ;—আর সেই পাপীয়সী পিশাচী গুলাব বেগমের—পাপের প্রায়শ্চিত্তে সেই দুষ্টা রমণীর—আমি ভীষণ দণ্ডের ব্যবস্থা ক'রবো। সয়তানী আমার সুখের বাসা ভেঙ্গে দিতে চায় ;—কল্যই এর প্রতিফল দেব।

আয়।—সম্রাট ! এ কথা কি কল্য পর্য্যন্ত মনে থাক্‌বে ?

সাজা।—জান আয়সান্ ! দিল্লীশ্বরের ক্রোধাগ্নি বড় ভয়ানক, সে অনলের এক স্ফুলিঙ্গে দুষ্টা নারী তৃণবৎ ভস্মীভূত হবে,—আমার সুখের পথে কণ্টক হবে—তবে কটীতটে এই সহস্র সহস্র শত্রুর শোণিত পানাশক্ত করাল কৃপাণ কেন ? দিল্লীর তক্তে বসে, দিলীশ্বর নাম নিয়ে কি ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গের শত্রুতায় ভীত হব ? হজরৎ সেরূপ কর্ত্তব্য আমার ললাটে লেখেন নাই।

আয়।—জাহাপনা ! রাত্র অধিক হয়েছে—আপনি বিশ্রামার্থে গমন করুন,—কল্য প্রাতে আবার চরণ দর্শন করবো।

সাহা।—তুমিও বিশ্রামার্থে অগ্রসর হও. কল্য প্রভাতে আমার সহিত সাক্ষাৎ করো।

(প্রস্থান)

আয়।—প্রাণ ! চলো,—আর তো তোমার কোন কার্য্য নাই। তবে শেষ সময় চিরদিনের মত একবার জেরিনাকে দেখে

যাই। খোদা! শুধু আমার আশাই সার হ'লো। আশার আগুণে পুড়তে পুড়তে এ পাপজীবন ত্যাগ কর্ব্বো—জেরিনা কি আমার বেঁচে আছে? বোধ হয় সে এতক্ষণ প্রাণত্যাগ ক'রেছে। তার সরল প্রাণে কি কখনও দারুণ ব্যথা—ছলনার প্রবল গরল সইতে পারবে? কখনই না। আমার প্রাণ যেন অন্তরে মহা হাহাকার কচ্ছে, যাই একবার গিয়ে দেখি। মনতো কিছুতেই স্থির হচ্ছেনা—যাই,—যা হবার হবে!

(প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য

আরাম বাগ—পর্ব্বত মধ্যস্থ কারাকক্ষ।

জেরিনা

জেরি।—দিনের পর দিন যায়, আবার দিন আসে; কিন্তু মানবের অদৃষ্ট হতে যা একবার গত হয়, আর কি তা ফিরে আসে? বিশেষতঃ নারীর হৃদয়ের সার প্রণয়ধন, সেই ধনে একবার

বঞ্চিত হ'লে আর কি সে সার বস্তু ফিরে পায়? হৃদয়েশ্বর! কি আমার উপর কৃপা কর্‌বেন্ না? নাথ কি এত কঠিন? তিনি কি বুঝেন নাই—যে, আমার জীবন ধরবার আর কোন প্রয়োজন নাই। সংসারের সার, হৃদয়ের সার, নারী জীবনের প্রধান লক্ষ্য, হৃদ-আকাশের ধ্রুবতারা হারা হয়ে আমি কি সুখের আশায় এ পৃথিবীতে কলঙ্ক পসরা মস্তকে নিয়ে, মূল্যহীন জীবনের ভার বহন ক'র্ব্বো? বড় দুঃখ, বড় তাপ, এ তাপ কি নারীর দুর্ব্বল হৃদয় সহ্য কর্‌তে পারে, এ তাপে আমার ক্ষীণ অন্তর চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে অণু পরমাণুরূপে কোথায় মিশিয়ে যাবে তার কিছুই স্থির নাই। উঃ! দারুণ পিপাসা বড় তৃষ্ণা, প্রাণ যেন হৃদয় ভেঙ্গে বেরুতে চাচ্ছে। খোদা! একি কল্লে? আজ আমার জনক জননীর কথা মনে পড়্‌ছে, আজ আমার শৈশবের সেই পর্ণকুটীরের কথা মনে পড়্‌ছে—সেই পিতামাতার স্নেহ, সোদরার আদর—আত্মীয় স্বজনের অতুল ভালবাসা, আর যার জন্য আমার এই সর্ব্বনাশ সেই হতভাগ্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কথা মনে পড়ছে, যদিও আমার ভাই ছিল না, তথাপি সে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অপেক্ষা প্রিয়তর ছিল, কি দুর্দ্দৈব! ভাই বহিনে কলঙ্ক! খোদা! এখনও কেন আমায়—তোমার চরণে স্থান দিচ্ছনা? উঃ! দারুণ পিপাসা! বুক পুড়ে গেল, হৃদয়ে দারুণ শেল বিদ্ধ হচ্ছে। এ আগুনের জ্বালা জুড়াতে যদি সাগরে ডুবি,

সাগর শুখিয়ে যাবে—এ পোড়া জীবনের উত্তাপে চারি দিক দগ্ধ হবে! এ পোড়া প্রাণের উত্তাপ ধরা কি সইতে পারবে? এখনও তো সইছে, কৈ এখনও তো আমায় তার অন্তরে গ্রাস কচ্ছে না? কি কর্ব্বো কোথায় যাব! কোথায় গিয়ে শান্তি পাব! আমার যে বড় আশায় ছাই পড়লো! আমার অতৃপ্ত অন্তরের যে কোন আশা মেটেনি হৃদয়ের স্তরে স্তরে এখনও সাধের লহর উথলে উঠ্‌ছে, এ ভরা যৌবনের অদম্য পিপাসা যে সবই অতৃপ্ত রয়েছে। খোদা! চির দুঃখিনীকে কেন রাজরাণী ক'রেছিলে? আবার কেনই বা তাকে দুঃখের দারুণ কোলে অর্পণ কল্লে? দুঃখিনী জননীর ক্রোড়ে—দুঃখিনী সন্তান জন্মেছিলেম, দুঃখেই এ জীবন কেটে যেত, তবে প্রভু কেন প্রথমে স্বর্গের রত্ন সিংহাসনে বসিয়ে—আবার কেন নরকের অভ্যন্তরে ডুবিয়ে দিলে? কি ক'র্ব্বো? বড় জ্বালা বড় জ্বালা, এ তাপ কিসে দূর হবে? আচ্ছা এখনও রিজি এলোনা কেন? বোধ হয় তাঁর সন্দেহ দূর হয়েছে, বোধ হয় তিনি এখানে আসছেন, তাই এত বিলম্ব হচ্চে, খোদা! মনে যে আমার আবার আশার বাতাস বইছে!

(রিজিয়ার প্রবেশ)

রিজি! রিজি! প্রাণেশ্বর কি এসেছেন?

রিজি।—(কাঁদিতে কাঁদিতে) না, তিনি আর আস্‌বেন না এই চিঠী নাও।

জেরি।—(পত্র পাঠ করিয়া হা হুরাদৃষ্ট,—হা খোদা! শেষ এই পুরস্কার দিলে? ভালবাসার এই প্রতিদান? রিজি! এ চিঠী কি সাহান্‌সা নিজে লিখেছেন? না, তাঁর বেগম লিখে দিয়েছে?

রিজি।—সখি! সে সব কথা তোমার শুনে আবশ্যক নাই—সে কথা শুন্‌লে তুমি এখুনি মারা যাবে।

জেরি।—তুই বল, আমার এ পাপ প্রাণ যদি এখনি যায়,—তা হলেতো সব জ্বালা জুড়িয়ে যাবে। তাহলে সারা জীবন জ্বলব কি করে? তুই সব কথা আমায় বল,—আমার মন কিছুতেই স্থির হচ্ছেনা।

রিজি।—সখি! তুমি জাননা যে তোমার শত শত শত্রু রাজ-পুরে অবস্থান কচ্ছে—তোমার উপর শত্রুতা সাধনের উপযুক্ত সময় পেয়েছে, তাই তারা আহ্লাদে আত্মহারা হ'য়েছে। বাদসাই তোমার নাম শুনে তোমায় কত গাল দিলেন, আর গুলাব বিবিকে চিঠীর জবাব দিতে বল্লেন, সে তার মন মত কথাগুলো লিখে দিলে। সই, আমায় বিদায় দাও, আর আমি এস্থানে থাক্‌বো না। আমার প্রাণ বেদনায় অস্থির হ'চ্ছে। যেথায় এত অবিচার, এত অত্যাচার সেথায় থাক্‌ব না। সই আমায় মাপ কর যদি জীবনে কখনও তোমার কিছু উপকার কর্ত্তে পারি তা হলেই আবার মুখ দেখাব, নতুবা এই শেষ।

রিজিয়ার গীত

এ মরম জ্বালা কেমনে ভুলিব সই ?
দুঃখেতে অন্তর কাঁদে কেমনে হেথায় রই।
সতিনীর ছলে ভুলে,
প্রাণে দেবে গরল ঢেলে,
দারুণ সে বিষানল কেমনে সহিবি তুই।
হেরিব না নারী বধ—তাইতো বিদায় হই।

(রিজিয়ার প্রস্থান)

জেরি।—(কাঁদিতে কাঁদিতে) প্রাণ, তোমার তো সব আশার শেষ হলো, আর কেন ? এখন তোমার শেষ কাজ তুমি কর্ব্বে চল। আর রোদনে ফল কি ? দীনার রোদনে তো কেউ কর্ণপাত কর্ব্বে না—যখন ম'র্ব্ব তখন আর কি ? খোদা! আমার হস্ত পদ অবশ হ'য়ে আস্‌ছে। এ সময় একটু বল দাও। তোমার কমল চরণে প্রাণ সমর্পণ করি—এ তাপ হতে মুক্তি দাও। আগে আবার দেখি, আমার প্রাণেশ্বর আমায় কি আজ্ঞা করেছেন। (চিঠি গ্রহণ ও পাঠ করণ) ভারত সম্রাট! দুনিয়ার মালিক! ন্যায় ধর্ম্মের প্রতিমূর্ত্তি, দাসীর সর্ব্বস্ব ধন! তোমার আজ্ঞায় আমি আত্ম হত্যা ক'রে মর্‌বো। তোমার বদন কমল নিঃসৃত হুকুম আমি প্রতি ছত্রে ছত্রে পালন কর্‌বো। কিন্তু নাথ!

গুলাব বেগমের ছলনায় শেষ আমার এই পরিণাম ঘট্‌লো তাই ভেবে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। প্রাণেশ্বর! তুমি যদি সম্মুখে দাঁড়িয়ে আমায় বিষ খেতে বল্‌তে তা হলে আমি বড় সুখে মর্ত্তে পাত্তুম। কিন্তু নাথ! সে টুকু দয়া আমার উপর হোল না। আমি সম্পূর্ণ নিরপরাধিনী আমার কোন অপরাধ নাই। দুনিয়ার বিচারপতি তোমার কাছে আমি সুবিচার পেলুম না, কিন্তু সেই দীনের পিতা দুনিয়ার মালিকের নিকট নিশ্চয়ই সুবিচার পাব, তার আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই. সে মালিক সকলকে সমান চক্ষে দেখেন তাঁর কাছে ধনী নির্ধন নাই, তাঁর কাছে সবাই সমান। সাহানসা! দুঃখিনী এ প্রাণকে অতি তুচ্ছ ভাবে দেখে। তবে তোমার জন্যে এ প্রাণের কদর হয়েছিল। তোমার সেবার জন্যে এ প্রাণের দাম ছিল। যখন তোমার সেবায় লাগ্‌লো না, তুমি ঘৃণা ক'রে পায়ে ঠেল্‌লে তখন আর এ প্রাণে কোন আবশ্যক নাই। নাথ মনে বড় সাধ ছিল, যে মরবার পূর্ব্বে তোমায় একবার দেখে যাব, কিন্তু সে সাধ আমার অপূর্ণ রইলো। চন্দ্রিমার সুবিমল আলোকে মর্ত্তে সাধ ছিল, কিন্তু চাঁদ অনেক রাত্রে উঠ্‌বে, ততক্ষণ প্রাণ ধর্ত্তে পার্‌বো না। নির্ঝরিণীর তীরে শুয়ে জ্যোৎস্নার আলো গায়ে মেখে নব নব তৃণগুচ্ছের শয্যায় তোমার ক্রোড়ে মস্তক রেখে এ পাপ প্রাণ ত্যাগ ক'রে যাব, কিন্তু সে সব সাধ আমার মনে থরে থরে

সাজান রইলো, এক অনুরোধ এই পার যদি এই আশা গুলিন আমার পূর্ণ কর। আর নিশানাথ তারারাজী সহ সুনীল অম্বরে প্রকাশিত হলে আমার দেহ সমাহিত ক'রো ; আর সে স্থানে কোন পাহারা রেখে আমার চির নিদ্রার শান্তি সুখ ভোগে ব্যাঘাত ক'রোনা। এইত আমার হস্তে প্রাণেশ প্রদত্ত হীরকাঙ্গুরি, এতো বিষের আকর, এর প্রভাবে মুহূর্ত্ত মধ্যে এ কঠোর দুনিয়া ত্যাগ কর্ত্তে পার্ব্বো, তবে আর কেন, সাহাজাদা যে জিনিস একদিন আদরে আমায় উপহার দিয়েছিলেন সেই অঙ্গুরীয়কের ভীষণ হলাহল আজ অতি যত্নে পান কর্‌ছি আপনার সাধের উপহারে আজ আমার বড় সাধের জীবন বিসর্জ্জন দিলুম। প্রভু! প্রাণেশ! হৃদয়েশ্বর তবে চল্‌লেম। (হীরকাঙ্গুরী মুখে প্রদান) খোদা! তুমি দয়াময়! তোমার দুঃখিনী কন্যা তোমার চরণে প্রাণ অর্পণ কর্‌লে, কৃপা ক'রে দাসীকে পদে স্থান দিও। আর তুমি দীনার পিতা তাই তোমার নিকট মৃত্যুর পূর্ব্বে প্রার্থনা যে আমার জীবনাধারকে এই সময় একবার দেখিও।

জেরিনার গীত

সুখ আশে ভাল বেসে গরলে হয় তনু শেষ।
এ সময় কোথা আছ দেহ দেখা হৃদয়েশ।
দুঃখিনীর তনয়া ছিনু,
কি সুখেতে রাণী হনু,

(আমার) সুখ নিশি পোহাইল মরি অবশেষ।
ছলনার লীলা হেথা,
কে বুঝিবে মোর ব্যথা,
তাই চলিনু অমর বাসে
সেথা নাহি হিংসা দ্বেষ।

(জেরিনার ভূতলে পতন)

সাহান্সার প্রবেশ ও জেরিনার মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ

সাজা।—একি! প্রিয়ার মুখ চন্দ্র এমন বিবর্ণ হয়ে গেছে কেন? জেরিনা! প্রাণেশ্বরী! (নিকটে গমন ও সম্মুখে উপবেশন) তোমার কি হ'য়েছে! প্রিয়ে কথা কও, একবার চক্ষু মেলে চাও! দেখ তোমার গোলাম তোমার সম্মুখে উপস্থিত। প্রিয়ে কথা কও! বল কি করেছ বল?

জেরি।—(জড়িত কণ্ঠে) প্রাণেশ্বর! এসেছ? আমার মন আশা পূর্ণ হোল। আমি তোমার হুকুমে বিষ পান করেছি।

সাজা।—এঁ্যা এঁ্যা! সত্যি কি আমার সর্ব্বনাশ ক'রেছ? প্রিয়ে জেরিনা! গোলাম তোমার কদর বুঝ্‌তে পারে নি তাই তোমায় অবিশ্বাসিনী ভেবে ছিল! প্রিয়ে অধীনকে ক্ষমা কর। তোমার গোলামকে ছেড়ে যেও না, হকিম ডাক কে কোথায় আছিস হকিম ডাক।

জেরি।—নাথ! আর এখন সময় নাই।

সাজা।—কে আছিস্ হকিম আন্ হকিম আন্, কেউ কি হেথায় নাই? হকিম আন; খোদা! কি কল্লে? আমার জান কেড়ে নিলে? হকিম ডাক—হকিম ডাক—

জেরি।—প্রাণেশ! হকিম কি কর্ব্বে? আমি যে বিষ খেয়েছি, আর আমি ফিরবো না। আমার শেষ সময় উপস্থিত।

সাজা।—হকিম ডাক। হকিম ডাক। জেরিনা! পিয়ারী! কেন এমন কুকাজ কর্‌লে? কেন আমায় চিরজীবনের মত জানে মাল্লে?

জেরি।—আর উপায় নাই, একটু পূর্ব্বে এলে আমি বাঁচ্‌তে পাত্তুম, এখন বিষে সর্ব্ব শরীর আচ্ছন্ন করেছে, আর বাঁচ্‌তে পাচ্ছিনা, প্রাণ—যা—য়—ত—বে—না—থ—চ—ল্লে—ম—র—সু—ল—আ—ল্লা—! (মৃত্যু)

সাজা।—জেরিনা! সত্যই কি আমায় ত্যাগ ক'ল্লে? আমি নব-পিশাচ তুমি স্বর্গের অপ্সরী;তোমার প্রেমে আমি উপযুক্ত নই। তোমায় আমি চিন্‌তে পারিনি! আমি হতভাগ্য তাই এমন প্রেমের ছবি হৃদয়ে পেয়ে হেলায় হারালেম। প্রিয়ে! কথা কও, একবার কথা কও! তুমি তো কখনও আমার অবাধ্য হওনি। তবে আজ্ এমন নিদয় হলে কেন? একবার চাও, একবার কথা কও! দেখ, তোমার জন্যে প্রাণ যায়।

(ঘরের দ্বার ভাঙ্গিয়া ছুরিকা হস্তে আয়সানের প্রবেশ)

আয়।—কে-রে, আমার জীবন সঙ্গিনীকে কেড়ে নিলে? এই

যে আমার বাল্য সঙ্গিনী, জেরিনা! তুমি প্রাণত্যাগ ক'রেছ? তুমি ম'র্ব্বে তা আমি পূর্ব্বে জান্‌তুম। কিন্তু আমার হৃদয়ে দারুণ খেদ রইলো। আমিই তোমায় মার্‌লুম ভালবেসে তোমায় মাল্লুম—আমার এ জ্বালা কিসে নির্ব্বাণ হবে? কি করে মনকে প্রবোধ দেব? খোদা! তোমার মনে এই ছিল আর ভয় করিনা—উচ্চৈঃস্বরে বল্‌বো তোমায় ভালবাসি—কিন্তু কৈ তুমিতো শুন্‌লেনা? তোমায় শোনাব এখনি তোমার কাছে যাব, আর কার জন্যে এ ছলনার দুনিয়ায় থাক্‌বো!

সাজা।—যুবা! এসেছ? কি দেখ্‌তে এসেছ? তোমার বাল্যসঙ্গিনী চিরদিনের মতন আমাদের ফাঁকি দিয়ে চলে গেছে।

আয়।—নরাধম! তুমি পিশাচ! পশু—রত্নের আদর তোমার কাছে কি করে হবে?

সাজা।—যুবা কথায় আমার কি হবে? আমায় বধ কর্ত্তে পার তা'হলে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়। যুবা এই নাও—এ অনেক শত্রুর উষ্ণ রক্ত পান করেছে, নাও, আমার তপ্ত শোণিতে এর প্রাণ শীতল কর।

আয়।—আর না, আর না, সে চলে গিয়েছে, সে চলে গিয়েছে, সে চলে গিয়েছে। আর থাক্‌বো না, দাও, দাও, আমায় দাও।

সাহানসার হস্ত হইতে তরবারী গ্রহণ

জেরিনা! তোমার কাছে চল্লুম, প্রিয়ে আর ভয় নেই, আর তোমায় কেউ অলীক অপবাদ দিতে পার্‌বে না। নর-পিশাচ তুই নিজের পাপের ফল নিজে ভোগকর (বক্ষে আঘাত ও পতন) জে—রি—না—তোমার কা—ছে—চ—ল্লু—ম। (মৃত্যু)

সাজা।—কি কল্লুম,—কি কল্লুম,—হেলায় রত্ন হারালুম, আমি দুনিয়ার মালিক, আমার কি এই উপযুক্ত কার্য্য? নিরপ-রাধে সোণার পরীকে বধ কল্লুম, জেরিনা! তুমি স্বর্গের পরী, তোমার প্রেমের মাহাত্ম্য, আমি পশু বুঝ্‌তে পারি নাই। তুমি পিশাচের হস্তে তোমার পবিত্র প্রেমপূর্ণ প্রাণকে সমর্পণ করেছিলে আমি নরপশু, সে অমূল্য রত্ন চরণে দলিত কল্লুম। হজরৎ! আমি দিল্লীশ্বর? আমি কি ভারত সম্রাট? আমার শক্তি হরে নিলে কে? বুঝেছি।আমি আমার গৃহলক্ষ্মীকে হারিয়েছি তাই আমি এত দুর্ব্বল। সর্ব্ব শরীর কাঁপ্‌ছে—আর এ দেশে থাক্‌বো না, রাজ্য পাট সব ছারখার যাক? আমি ফকিরি নিয়ে বিজন বনে গিয়ে জেরিনার নাম জপ ক'রবো,—তার কবরে দিবা রাত্র অশ্রুজল ত্যাগ কর্‌বো, যত দিন বাঁচবো পিয়ারের কবরই আমার বাসস্থান, আর কোথাও যাব না। আর এক কাজ আছে। পাপীয়সী গুলাব বেগমকে জীয়ন্তে কুক্কুর দিয়ে খাওয়াব। তার জন্যেই আমি হৃদয়রাজ্যের রাণীকে হারা হ'য়েছি। সেই সর্ব্ব-

নাশীই আমার মস্তকের কহিণুর মস্তক চ্যূত করে অতল সাগরে চিরদিনের জন্য নিমজ্জিত ক'রেছে। তার প্রতিশোধ পূর্ণমাত্রায় দিয়ে যাব।—কি ভয়ানক! কি ভয়ানক রক্তস্রোত! আমায় বধ কর, আমায় বধ কর, উঃ! আর দেখ্‌তে পারি না! আর দেখ্‌তে পারি না! যমদূত আমায় ধত্তে এসেছে, ঐ আস্‌ছে, ঐ আস্‌ছে কোথায় যাব, কোথায় পালাব, কোথায় গিয়ে পরিত্রাণ পাব রক্ষা কর, রক্ষা কর, কি বিভীষিকা! কি বিভীষিকা! ভীষণ পরিণাম! ভীষণ পরিণাম!

(মূর্চ্ছিত হইয়া পতন)

সপ্তম দৃশ্য—বনপথ।

মহম্মদ প্রেরিত দূতগণের প্রবেশ ও গীত

দুনিয়ামে জনম লেকে সবকই আতা হ্যায়
দু রোজ বাদ সব কুছ ফরসা সবহি চলা যায়।
কই নেই যায়েগা সাত্‌,
ন কৈছে হোগা কুছ বাত্‌,
পড়া রয়েগা দৌলত দুনিয়া আদ্‌মী না সমঝায়!
দুখ্‌মে গিরকে সব খোয়ায়কে পেছুমে পস্তায়।

ক্রোড় অঙ্ক

প্রেমরাজ্য—স্বর্গ।

শূন্যে জেরিনা ও আয়সানের ছায়ামূর্ত্তি নিয়ে হুরিগণের গীত।

প্রেমের এ মধুর লীলা বুঝ্‌তে নারে নরে।
মজ্‌তো যদি প্রেম রসেতে প্রেমিকা থাকৃতো আদরে।
প্রেম নারীর পরম ধন,
প্রেম প্রেমিকার জীবন,
যে বুঝেছে প্রেম গলেছে সে
প্রেম ছবিতার হৃদয় 'পরে।
কান্না হাসি মান অপমান
যতনে সে হৃদে ধরে।
নিঠুর ছলের বাতি জ্বেলে দিলে,
তাইতো সতী প্রাণ হারালে,
চলে গেল অমর বাসে প্রেমের গরব ভরে
যাও দেখে যাও,
প্রাণে বুঝে নাও,
কর না প্রেম এমন করে।

যবনিকা পতন।